ভাস্কর পণ্ডিত

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
যোড়াসাঁকো।

ভাস্কর পণ্ডিত

নাটক

প্রণেতা
শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়
"পরদেশী" "পেয়ারে নজর" "রাখী-বন্ধন" "ধর্ম্মপথ"
"জয়মাল্য" প্রভৃতির গ্রন্থকার

কলিকাতা;
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং,
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো
১৩৩৮

কুশীলবগণ

পুরুষ।

ভাস্কর পণ্ডিত	...	...	মারাঠা নায়ক।
তানোজী	...	...	ঐ সহকারী
রত্নদেব	...	...	বৃদ্ধ সর্দ্দার।
বালাজী } রঘুজী }	...	...	পেশোয়া।
সাহুজী	.	...	জনৈক সর্দ্দার
মোহনলাল	...	...	বঙ্গীয় যুবক।
আলিবর্দ্দী খাঁ	...	...	বাঙ্গালার নবাব।
সিরাজ	...	...	ঐ দৌহিত্র।
জানকীরাম	...	...	ঐ দেওয়ান।
মীরজাফর	.	...	ঐ প্রধান সেনাপতি।
নেহান খাঁ		...	ঐ সহকারী সেনাপতি
মুস্তাফা খাঁ	..	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ।
গোলাম হোসেন		...	সিরাজের ভগ্নীপতি।
মেহেদী	...	...	ঐ মোসাহেব।
উত্তমাচার্য্য		...	বিষ্ণুপুর রাজ পুরোহিত
মদন	...	...	ঐ পুত্র।
গুপীনাথ	...	...	ঐ শ্যালক।

বিষ্ণুপুর-রাজ, মোহন (ছদ্মবেশী মদনমোহন), অবধূত, ঠগীসর্দ্দার, ভৈরব, ছট্টু, তকী খাঁ ও গৌক্ষুর (সৈনিকদ্বয়), ঘাতক, কাঠুরিয়া-সর্দ্দার, ফকির, পাঁড়েজী, জনৈক ব্রাহ্মণ, চর, গুপ্তচর, ওমরাহগণ, ইয়ারগণ, বান্দাগণ, মারাঠা-সর্দ্দারগণ, ঠগিগণ, রক্ষিগণ, সন্ন্যাসিগণ, অনুচরগণ গ্রামবাসিগণ, বালকগণ, সৈন্যগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী।

মণিবাঈ	...	...	ভাস্করের পত্নী।
লুৎফা	...	...	বাঁদী
ফৈজ	...	...	নর্ত্তকী।

বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ, ঠগী-রমনীগণ, সন্ন্যাসিনীগণ, গ্রামবাসিনীগণ ইত্যাদি

ভাস্কর পণ্ডিত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বেলাভূমি

বৃদ্ধ রত্নদেবের হাত ধরিয়া মণিবাঈ প্রবেশ করিল।

মণি। আর যে চল্‌তে পারি না, বাবা! গা'টা বড় ঝিম্ ঝিম্ করছে—দেহে যেন আর এতটুকু বল নাই; এইখানে একটু ব'সো না, বাবা!

রত্ন। তাই ব'সো—মা, এইখানে একটু ব'সো। দেখ্‌ছিস্—মা, অদৃষ্টের কি নির্ম্মম নির্যাতন? কুক্ষণে তীর্থ-দর্শনে এসেছিলুম—সব হারিয়ে আজ রিক্ত হ'য়ে তোর হাত ধ'রে নিয়তি-চালিত পথে চলেছি—ক্ষুৎপিপাসা-কাতর দীনহীন ভিক্ষুকের মত! তবুও অদৃষ্টের কি ক্রূর-পরিহাস! চলচ্ছক্তিটুকুও হারাতে বসেছি—সহায়হীন ব্রাহ্মণকন্যার হাত ধ'রে লোকালয়ে গিয়ে লোকের দ্বারে ভিক্ষা করবে—ঈশ্বর তার সে শক্তিটুকুও হরণ ক'রে নিলেন—চমৎকার বিচার! যখন সবই নিলে—ঈশ্বর, তখন এই বার্দ্ধক্যজীর্ণ দেহে বেদনাজর্জ্জরিত প্রাণটাকে কেন এমন ক'রে আবদ্ধ রাখ্‌লে, দয়াময়? দাও—দাও—প্রভু, তাকে মুক্তি দাও! ওঃ আর যে সহ্য হয় না, ঠাকুর!

মণি। ওকি, বাবা! তুমি কাঁদ্‌ছ? তুমি না বল্‌তে—সহস্র সহস্র বিপদ্‌ প্রলয়ের ঝঞ্ঝার মত ব'য়ে গেলে তুমি বিরাট্‌ হিমাদ্রির মত চিরদিনই অচল—অটল! আজ তুমি তোমার হৃদয়ের সে দৃঢ়তা হারিয়ে অনাথ শিশুর মত কেঁদে আকুল হ'চ্ছ?

রত্ন। না—না—কাঁদ্‌ব কেন, মা? এই দেখ, আমার চোখে জল নেই—হৃদয়ের বেদনার উত্তাপে চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। সব কথা মনে পড়্‌ছে—সেই যখন তোর স্নেহময়ী জননী স্নেহের সহোদর-সহোদরা আর স্নেহের ভাস্করকে নিয়ে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ সাগর-সঙ্গমে যাত্রা করেছিলুম—সেই একদিন প্রাণে কত আশা—কত আনন্দ! আর এই একদিন—প্রবল তুফান মুখে চূর্ণ-বিচূর্ণ জলমগ্ন তরণীতে আমার যথা-সর্ব্বস্ব ঈশ্বরের কাছে গচ্ছিত রেখে একমাত্র কন্যার হাত ধ'রে নব জীবন নিয়ে ফিরে এসেছি—দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে! আমার কি কান্না শোভা পায়? পায় না। [মণিবাঈয়ের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন] মণি—মণি, বল্‌তে পারিস্‌—মা, আমি তোর কে?

মণি। জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা তুমি। তুমি আজ আমায় ও কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন, বাবা?

রত্ন। অবোধ বালিকা, কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করছি, তা তুই কেমন ক'রে বুঝ্‌বি? যার একমাত্র স্নেহের নিধি কন্যা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে অকাল-মৃত্যুর কোলে ঢ'লে প'ড়ছে, সেই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য চোখে দেখেও যে অলস, অকর্ম্মণ্য পিতা নিশ্চল স্থাণুর মত দণ্ডায়মান, সে পিতা নয়, রাক্ষস—পিশাচ—নরকের প্রেত! না—এ দৃশ্য আর দেখ্‌তে পারি না! মণি—মা আমার! এইখানে একটু ব'স্‌, কোথাও যাস্‌ নি—আমি এলুম ব'লে—

মণি। এ অবস্থায় তুমি কোথায় যাবে, বাবা ?

রত্ন। কোথায় যাব তা জানি না ; তবে যাব—কিছু খাদ্য-সংগ্রহের চেষ্টায় আর একবার যাব—তুই এইখানেই থাক্, মা !

মণি। কাজ নেই—বাবা, আর খাদ্য-সংগ্রহের চেষ্টায় গিয়ে ; যদি ঈশ্বর দয়া করেন—

রত্ন। হা-হা-হা নির্ব্বোধ বালিকা, এখনও ঈশ্বরের করুণালাভের আশা করিস্ ? দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের সম্মুখে যে, তাঁর অফুরন্ত দয়ার ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন, তবুও পরিতৃপ্ত হ'তে পার্‌লি না ! তাঁর দয়ায় জীবনের এই সন্ধ্যায় সংসারের সব বাঁধন কেটে গেল। পত্নী গেল—পুত্র গেল—কন্যা গেল—জামাতা গেল—বাকী শুধু তুই—করুণাময়ের করুণার শেষ কণাটুকু পাবার আশায় নিষ্ঠুর নিয়তির চোখে ধুলো দিয়ে এখনও তোকে স্নেহের গণ্ডীর ভিতর আটকে রেখেছি, এই তাঁর করুণার নিদর্শন ! এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আমার মত তাঁর করুণার অধিকারী হয়েছে কে ? কেউ নয়—শুধু আমি—শুধু আমি !

মণি। এ তুমি কি দেখালে, ঈশ্বর !

রত্ন। চুপ্, ঈশ্বরের নাম করিস্ নি—ঈশ্বরের নাম কর্‌লে আমি তোর জিভ্ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দোব। ঈশ্বর নেই—মণি, ঈশ্বর নেই !

মণি। ছিঃ, বাবা—অমন কথা মুখে এনো না ! ঈশ্বর আছেন বৈকি ; নইলে এই বিরাট্ সৃষ্টির নায়ক আর কে হ'তে পারে, বাবা ? তিনি যেমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য গাছে গাছে সুমিষ্ট ফল—তড়াগ তটিনীতে সুনির্ম্মল জল সবই সৃষ্টি করেছেন।

রত্ন। শুধু আমরা—ক্রুর অদৃষ্টের নির্ম্মম নির্যাতন-প্রপীড়িত দীন সহায়হীন পিতা-পুত্রী শুধুই তাঁর সৃষ্টির বাইরে।

মণি। তা কেন হবে—বাবা, আমরা যেমন কর্ম্ম করেছি, তেমনি ফল পাচ্ছি, এতে ঈশ্বরের দোষ কি ?

রত্ন। মহান্ আস্তিক আর বিরাট্ তার্কিক তুই ; কিন্তু তোর এ আস্তিকতায় আর তর্কে ক্ষুধা পিপাসার শান্তি হবে না। তুই এইখানে ব'স্, আমি একবার দেখি, যদি দুটো ফল পাই। খুব সাবধান—যেন কোথাও যাস্ নি।

[প্রস্থান।

মণি। দিনের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হ'য়ে আস্ছে, আর একটু পরেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত বিশ্ব ছেয়ে ফেল্বে। তাই ত, কেন এ সময় বাবাকে যেতে দিলুম। শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে বৃদ্ধ পিতা আমার একাকী রিক্তহস্তে ফল অন্বেষণে গেলেন। জানি না, অদৃষ্টে কি আছে! কুক্ষণে তীর্থ-দর্শনে এসে আজ সর্ব্বস্ব হারালুম। বৃদ্ধ পিতা শোকে উন্মাদপ্রায়। প্রাণের ব্যথা প্রাণপণ শক্তিতে চেপে শোক-সন্তপ্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি বটে; কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর যে কি হচ্ছে, তা অন্তর্যামী জগদীশ্বর—শুধু তুমিই জান! যখন সব নিলে—প্রভু, তখন কি আশায় এ অভাগিনীকে বাঁচিয়ে রাখ্লে, দয়াময় ? আর যে সহ্য হয় না! কত সইব ? কত সয় ?

দূরে তকী মিঞা ও গফুরের প্রবেশ।

তকী। মিঞার যেমন কীর্ত্তি—গোলাম হোসেনের কথায় আবার বিশ্বাস করে ? শুধু শুধু হয়রাণ হওয়া--চিড়িয়া উড় গেয়ী !

গফুর। যাক্, যখন এতদূর আসা গেছে, তখন আরও একটু এগিয়ে দেখা যাক্ ; তার পর ডেরায় গিয়ে গোলাম হোসেনকে এর প্রতিফল হাতে হাতে দোব। কিন্তু মিঞা, হক্ কথা বল্তে গেলে বল্তে হয়—এ হয়রাণির মূল তুমি।

তকী। আমি?

গফুর। তুমি বৈকি; তুমি যদি ঝড়ের আগে এঁটো পাতের মত ছুটে না আস্‌তে, তা' হ'লে আর শুধু শুধু হয়রাণ্‌ হ'তে হ'ত না। তুমি যাই বল—মিঞা, আমার কিন্তু ভারি রাগ হচ্ছে! ইচ্ছে হচ্ছে—তোমার গালে একখানি বিরাশী সিক্কা ওজনের চড় লাগিয়ে দিই।

তকী। আহা-হা, কর কি, মিঞা! আপোষে ও রকম লড়াই ঝগ্‌ড়া কেন? বলি—মিঞা, দেখ্‌ছ?

গফুর। কি আর দেখ্‌ব বল? সমুদ্দুরের ধারে বালীর গাদায় দেখ্‌বার জিনিষের মধ্যে ত তোমার ঐ আজানুলম্বিত দাড়ী আর আকর্ণ-বিশ্রান্ত গোঁফ যোড়াটী! থাক্‌, মিঞা—রেহাই দাও!

তকী। না—হে না, দেখ্‌ছ, ঐ বালীর ছোট টিবিটার পাশে—কেয়া খুপ্‌সুরৎ চিড়িয়া!

গফুর। য়্যাঁ—

তকী। আস্তে—আহ্লাদে দিশেহারা হ'য়ো না; গোলাম হোসেন যার কথা ব'লেছিল, এই সেই। এস—এগিয়ে এস।

[উভয়ে অগ্রসর হইয়া মণিবাঈয়ের সম্মুখীন হইল]

মণি। [সহসা অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়কে আসিতে দেখিয়া ভয়-চকিত নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া জড়িতস্বরে কহিল] কে—কে তোমরা? কি চাও?

তকী। কি চাই, সে কৈফিয়ৎ কি তোমায় দিতে হবে, সুন্দরি? আমরা কি চাই শুনবে? আমরা চাই তোমাকে। আমাদের সহকারী সেনাপতি নেহান খাঁ সাহেবকে সওগাত দিতে তোমায় নবাবী ফৌজের ডেরায় নিয়ে যাব, বুঝেছ, বিবি?

গফুর। শুক্‌নো বালীর গাদায় কি পদ্মফুল ফোটে, বিবি? তোমার

এমন খুপ্‌সুরৎ চেহারা—এ কি অসভ্য-অভব্য জঙ্‌লী জানোয়ারের পাশে মানায়! আরে ছোঃ—

তকী। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও, গফুর মিঞা! এস বিবি—চ'লে এস—

মণি। কোথায় যাব? কোথায় যেতে বল্‌ছ তোমরা?

তকী। এই যে বল্‌লুম—আমাদের সঙ্গে খাঁ সাহেবের তাঁবুতে।

মণি। কেন?

তকী। কেন, তা বুঝ্‌তে পার্‌লে না, বিবি? তোমার মত খুপ্‌সুরৎ আওরাত্‌কে খাঁ সাহেবের কাছে নজরানা দিয়ে—

গফুর। অত কৈফিয়ৎ দেবার কোন প্রয়োজন নাই, মিঞা। বিবি সহজে না যায়, ওর হাতটা ধ'রে সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে নিয়ে চল।

তকী। এস—বিবি, চ'লে এস।

মণি। আমি যাব না।

তকী। হা-হা-হা, ও সব আব্‌দার চল্‌বে না—বিবি, তোমায় যেতেই হবে। সহজে না যাও, হাতটা ধ'রে হিড়্‌ হিড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে যাব। এস—[অগ্রসর হইল]

মণি। খবরদার—এগুস্‌ নি!

তকী। চোখ রাঙাচ্ছ কি, বিবি—তোমার চোখ রাঙানীকে তকী ভয় করে না! তোমার মত কত আওরাত্‌কে খাঁ সাহেবের নজরানার জন্যে পাছাড়। তারাও প্রথমটা তোমার মত চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়েছিল, শেষটায় একদম দোরস্ত হ'য়ে গেল। আওরাত্‌দের আদৎই এই রকম। নাও এস—চ'লে এস। [হস্ত ধারণোদ্যত]

মণি। স'রে যা—পিশাচ, আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্‌ নি! আমি সতী—সতীর অঙ্গ স্পর্শ কর্‌লে কি হয় জানিস্‌, মূর্খ?

তকী। হা-হা-হা সতী! ওঁকে ছুঁলে আবার হবে কি? কিছু না। এস, বিবি—ভাল চাও ত চ'লে এস। [পুনঃ হস্ত ধারণোদ্যত; মণিবাঈ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল]

মণি। স'রে যা—স'রে যা, রাক্ষস!

গফুর। তুমিও যেমন—মিঞা, ও সব মিঠা বুলিতে চল্‌বে না! আও, বিবি—

[মণিবাঈয়ের হস্ত ধারণ ও সবলে আকর্ষণ]

মণি। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, পিশাচ! যদি সর্ব্বনাশের ভয় থাকে, এখনও বল্‌ছি ছেড়ে দে। ওগো, কে কোথায় আছ রক্ষা কর! পিশাচের হস্তে সতীর ধর্ম্ম যায়—সর্ব্বস্ব যায়—

গফুর। কেউ নেই, বিবি—কেউ নেই! এস, চ'লে এস—

[মণিবাঈকে টানিতে টানিতে তকীখাঁ ও গফুরের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে অবধূতের প্রবেশ।

অবধূত।—

গান।

পায় নাকো কেউ তার গো দেখা,
লেখা যে তার সবার ভালে।
তার দেওয়া কেউ সুখে হাসে,
কেউ দুখে ভাসে চোখের জলে॥
তাহার দেওয়া আশা ধ'রে,
ছুট্‌ছে সবাই অন্ধকারে,
আবার পথে পড়্‌লে কাঁটা,
তাঁরেই দোষী সবাই বলে;—
কেউ নিরাশায় মনকে বোঝায়—
সবই ফলে কর্ম্মফলে॥

বেগে ভাস্করের প্রবেশ।

ভাস্কর। এই দিক্—এই দিক্ হ'তে
রমণীর আর্ত্তনাদ পশিল শ্রবণে।
কিন্তু কই? কোথায় রমণী?
ধূ ধূ করে সুদূর বিস্তৃত বেলাভূমি,
মরুমাঝে মরীচিকা সম
নিস্তব্ধ—নির্জ্জন!
দূরে ঘন অরণ্যানী শ্বাপদ-সঙ্কুল
সন্ধ্যার তিমির ঘেরা, মনে হয়—
মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকা যেন!
যেন অজানা আতঙ্কে
শঙ্কিত বিহগকুল—
ভুলিয়াছে স্বভাব-সুলভ কলরব!
তবে নারীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ
এল কোথা হ'তে?
একি মায়া—
কিংবা কোন ডাকিনী-ছলনা?
বুঝিতে না পারি কিছু!
[ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ]
কি কুক্ষণে
এসেছিনু পুণ্যতীর্থে সাগর-সঙ্গমে!
ভাগ্যদোষে হারাইনু সব;
দৈবের ছলনে প্রবল তুফানে
বিচূর্ণিত ক্ষুদ্র তরীখানি,

আমার প্রাক্তন ল'য়ে
ডুবিল জলধিগর্ভে !
হারাইনু আদরিণী মণি—
জীবন-সঙ্গিনী ;
আনন্দ-দুলাল—
স্বর্ণলতা স্নেহের দুহিতা,
চিরশুভাকাঙ্ক্ষী রত্নদেবে,
ক্ষুদ্র সংসারের সব রত্নগুলি
গচ্ছিত রাখিয়া
আজি রত্নাকর-কোলে,
ফিরিনু একাকী আমি
ভাগ্যহীন সুখ শান্তিহারা !
দুর্ব্বার নিয়তি
যবে ছেদিয়াছে মায়ার বন্ধন,
আর না পড়িব বাঁধা ,
মুক্ত বিহঙ্গম যথা পিঞ্জর হইতে
উড়ে যায়—ফুল্লমনে
দিক্ হ'তে দিগন্তের কোলে,
আমিও তেমতি
যাব চলি সংসার হইতে
প্রান্তরে—কান্তারে
কিংবা পর্ব্বত-কন্দরে
আঁখি যথা ল'য়ে যায় ।

[গমনোদ্যত]

কয়েকটী ফল লইয়া রত্নদেবের পুনঃ প্রবেশ।

রত্ন। পেয়েছি—মা, অনেক কষ্টে এই ক'টা ফল পেয়েছি! এই ক'টা খেলে তবু অনেকটা ক্ষুধার শান্তি হ'বে। নে, মা—কে—ভাস্কর—তুমি? তুমি বেঁচেছ? জয় বাবা বিশ্বনাথ! শুধু গেছে যারা দুদিন এসেছিল; মণি—মণি—দেখ, মা! কে এসেছে দেখ।

ভাস্কর। মণি বেঁচেছে, বৃদ্ধ? কোথায় সে—কোথায় সে?

রত্ন। কেন, মাকে তুমি এখনও দেখ নি? মা এইখানেই আছে, আমি তাকে এইখানে বসিয়ে রেখে ফল অন্বেষণে গিয়েছিলুম; দেখ—দেখ—মা আমার এইখানেই আছে। মা—মা—কোথায় তুই?

ভাস্কর। বৃথা চীৎকার কর্‌ছ—বৃদ্ধ, মণি নেই। আমি তার আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পেয়েছিলুম, কিন্তু এখানে এসে আর তাকে দেখ্‌তে পেলুম না—

রত্ন। আর্ত্তনাদ শুনেছিলে—স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ? ঠিক শুনেছিলে ত?

ভাস্কর। ঠিক শুনেছিলুম।

রত্ন। মণি—মণি—মা আমার—এখানে কোথাও থাকিস্ ত উত্তর দে! মণি—মণি—

ভাস্কর। বৃথা চীৎকার! মণি নেই—মণি নেই! হায়—হায়—পেয়ে হারালুম!

রত্ন। য়্যাঁ! সত্যই কি মা নেই? মা আমার হিংস্র শ্বাপদ-কবলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে! হায়—হায়—কি সর্ব্বনাশ কর্‌লুম—কি সর্ব্বনাশ কর্‌লুম! মূর্খ আমি—কেন মাকে একাকিনী রেখে আমি ফল অন্বেষণে গেলুম! ওহো-হো—কি কর্‌লুম—কি কর্‌লুম!

ভাস্কর। এক মুহূর্ত্ত—শুধু এক মুহূর্ত্তের বিলম্বে আমি মণিকে পেয়ে হারালুম! ওঃ কি নিষ্ঠুর প্রাক্তন!

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব।—

গান।

বল স্বরূপ তোমার কি ?
নরের মত আকার প্রকার,
　　কাজে নারীর অধম—ছিঃ ॥
সোনার বরণ নিটোল গড়ন,
　　ইয়া বুকের ছাতি,
বজ্রমুষ্টি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
　　মুক্তা দন্তপাঁতি ;
মনে একরত্তি নাইক শক্তি
　　শুধু পুরুষত্বের বুজ্‌রুকি ॥
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাও,
　　বাজ ধর্‌তে ছোট,
শোকের হাওয়া সয় না বুকে,
　　কেঁদে ভূমে লোট,
বীরত্বের ধার ধারো নাকো,
　　মুখেই শুধু চালাকী ॥

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
শোকাকুলা বিয়োগ-বিধুরা,
একাকিনী দুইজনে কাঁদ কার লাগি ?

ভাস্কর। অন্ধ-আঁখি কে তুই উন্মাদ—
নারীভ্রমে পরিহাস-ভাবে
সম্ভাষ' পুরুষে ?

ভৈরব। দিব্য-দৃষ্টি থাকিতে আমার
অন্ধ কেন হ'ব ?

পুরুষে যদ্যপি হেরি নারীর আচার,
ত্যজিয়া পুরুষকার
যে হীন পুরুষ
অদৃষ্ট-চালিত পথে হয় আগুয়ান,
জগতের নিয়ামক ভাবিয়া তাহায়
নারীর অধম সে অক্ষম দুর্ব্বল,
নারীযোগ্য সম্ভাষণ
নহেক অযোগ্য তার।

ভাস্কর। কে তুমি—সন্ন্যাসি,
মৃদু তিরস্কারে
জ্ঞানচক্ষুঃ খুলে দিলে মোর?

ভৈরব। সন্ন্যাসীর পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন?
হ'য়ে বীর্য্যবান্ পুরুষ-প্রধান,
চলেছ নারীর মত
অদৃষ্ট-চালিত—পত্নীশোকে আত্মহারা!
কিন্তু জান কি বীরেন্দ্র,
যার লাগি ত্যজিয়া সংসার,
করেছ মনন—বানপ্রস্থ করিতে গ্রহণ,
জীবনের কঠোর মধ্যাহ্নে
জীবন-সঙ্গিনী সেই অর্দ্ধাঙ্গিনী তব
এখনো জীবিত?
বন্দিনী লম্পট-করে সতী-শিরোমণি
পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহঙ্গিনী সমা;
মুক্তি লাগি করে আর্ত্তনাদ?

ভাস্কর। কি কহিলে, সন্ন্যাসী!
মণিবাঈ বন্দিনী লম্পট-করে?
কহ ত্বরা—কেবা সে দুর্জ্জন
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িল আমার,
পেয়ে একাকিনী অবলা রমণী
বলে তারে লইল হরিয়া?
করিতেছি পণ—
সে দুর্জ্জন যদি হয় পৃথিবী-ঈশ্বর,
কিংবা লোকেশ্বর ত্রিদিবের পতি,
দিব তারে যোগ্য প্রতিফল।
কহ ত্বরা, হে সন্ন্যাসি—
কোথা মণি—জীবন-সঙ্গিনী?

ভৈরব। নবাবের সেনাপতি দুর্ব্বৃত্ত নেহান,
হরিয়াছে পত্নীরে তোমার!

[প্রস্থান।

ভাস্কর। নবাব-সেনাপতি নেহান খাঁ! শুন্‌লে, সর্দ্দার?

রত্ন। শুন্‌লুম ত সব, কিন্তু কি কর্‌ব, তা'ত ভেবে স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না, ভাস্কর! দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমরা—আমাদের যোগ্যতাই বা কতটুকু?

ভাস্কর। কিন্তু আমি স্থির করেছি, বৃদ্ধ! এই দীন হীন ব্রাহ্মণের শক্তি কতটুকু, তা এই বাঙ্গ্‌লাকে দেখাবো; যে বাঙ্গ্‌লায় এসে ভাস্কর পণ্ডিত আজ সর্ব্বস্ব হারিয়েছে, নর-রক্তস্রোতে সেই বাঙ্গ্‌লার বক্ষ ভাসাব—আর এই প্রতিশোধ-যজ্ঞে আহুতি দেবার প্রথম উপকরণ হবে—লম্পট দস্যু নেহান খাঁর ছিন্ন শির। [নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পটমণ্ডপের একান্তবর্ত্তী

বিলাস-কক্ষ

নেহান খাঁ ও ইয়ারগণ সুরাপানরত ; বাঁন্দা ও বাঁদী নৃত্যগীত করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে পানপাত্র সরবরাহ করিতেছিল।

গান।

বাঁন্দা।— এই ঝুর্‌ঝুরে হাওয়ায়।

বাঁদী।— প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গে ভেসে

চল্‌ না চলি দুজনায়॥

বান্দা।— তুই কি ধারিস্ প্রেমের ধার,

কথায় কথায় রাগ অভিমান—

তোদের নাগাল্ পাওয়া ভার,

মনে মনে লুকোচুরি

তোদের মন পাওয়া যে দায়॥

বাঁদী।— পুরুষ তোরাই ত দম্‌বাজ,

মন মজানো, প্রাণ পোড়ানো,

শুধুই তোদের কাজ,

একে পাস্ ত আরে চাস্,

তবু মন ওঠে না তায়॥

বান্দা।— তাতে তোরাই কিসে কম,

লুকিয়ে রাখিয়ে একজনার মন

আন্ জনে দিস্ দম্,
কোথাও প্রেমের কিকি-কিনি,
কারেও বিলিয়ে দিস্ হেলায় ॥

বাঁদী।— তবু কুটিল পুরুষ—সরল নারী,
সবাই বলে দুনিয়ায় ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

১ম ইঃ। তোফা—তোফা—যেন বস্‌রাই বুল্‌বুল্ !

২য় ইঃ। আরে ছোঃ—পাপীয়া—পিয়া—পিউ—পিয়া, পিউ—

মণিবাঈকে লইয়া তকী খাঁ ও গফুরের প্রবেশ।

তকী। সুদূর বেলাভূমি হ'তে কুড়িয়ে এনেছি এই বস্‌রাই গুল জনাবকে নজরানা দিতে।

নেহান। সাবাস্ তকী খাঁ—সাবাস্ গফুর! বল, তোমাদের এ বাহাদুরির ইনাম কি চাও?

তকী। ইনামের প্রয়োজন নাই, জনাব! জনাবের এমনি নেক্‌নজর গোলামের উপর হামেসা বাহাল থাক্‌লেই গোলাম আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে কর্‌বে।

নেহান। বহুৎ আচ্ছা! যাও—তকী খাঁ, যাও—গফুর, তোমরা পরিশ্রান্ত, এখন বিশ্রাম কর গে।

[তকী খাঁ ও গফুরের প্রস্থান।

বান্দা, সিরাজী—

[সুরাপূর্ণ পাত্র লইয়া বান্দার পুনঃ প্রবেশ, এবং তাহা নেহান খাঁকে প্রদান করিলে, নেহান এক নিঃশ্বাসে তাহা পান করিল।]

সুন্দরি, অমন অধোবদনে দূরে দাঁড়িয়ে কেন? দেখ্‌ছি তুমি হিন্দু নারী—আমি মুসলমান ব'লে কি তোমার ঘৃণা হচ্ছে? কিন্তু সত্যকথা বল্‌তে গেলে, আমি ঘৃণার পাত্র নই; মুসলমানের পরিচ্ছদ, মুসলমানের আচার-ব্যবহার হ'লেও আমার দেহে এখনও হিন্দুর রক্ত প্রবাহিত। আমার জননী হিন্দুরমণী হ'য়ে স্বেচ্ছায় মুসলমানকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন; তাই হিন্দুই আমার প্রিয়; সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙে দিয়ে—এস, সুন্দরি—আমার পাশে এসে ব'স।

মণি। [স্বগত] তাই ত, এখন কি করি? কেমন ক'রে এই দুর্ব্বৃত্ত লম্পট সুরাপায়ীর হাত হ'তে পরিত্রাণ পাব? মা সতীরাণি—দয়া কর, মা—দয়া কর!

নেহান। চুপ্ ক'রে রইলে কেন, সুন্দরি? এস—আমার পাশে এস। মনে ক'রো না, নেহান খাঁ সৌন্দর্য্যের কদর জানে না। যুদ্ধ-ব্যবসায়ী হ'লেও নেহান খাঁ অপ্রেমিক নয়। এস—বিলম্ব ক'রো না!

ইয়ারগণ। এস—এস—খান্‌খানান্ ডাক্‌ছেন এস—

মণি। [স্বগত] সম্মুখে করাল মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখেও যে মারাঠা-রমণীর হৃদয় এতটুকু বিচলিত হয় না, সেই বীরাঙ্গনা মারাঠা রমণী হ'য়ে আজ একটা লম্পট মদ্যপায়ীর ভয়ে আত্মহারা হচ্ছি—চোখ দিয়ে প্রতিহিংসার স্ফুলিঙ্গ নির্গত না হ'য়ে, শ্রাবণের ধারা ঝর্‌ছে! যে দুর্ব্বৃত্ত নরপশুগণ চির পবিত্র হিন্দু-ললনার হাত ধ'রে তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে, তাদের কৃত-কর্ম্মের যোগ্য প্রতিফল না দিয়ে আকুল রোদনে শুধু মনের দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিচ্ছি! ধিক্ মারাঠা-রমণী মণিবাঈ—তোমায় শতধিক্!

নেহান। বান্দা, সিরাজী—[সুরাপান] কি সুন্দরি—তথাপি নীরব। বুঝেছি, অভিমানিনি—অভিমানে তুমি আমার সঙ্গে কথা কইছ

না। তোমার অনিচ্ছায় আমার অনুচরেরা তোমায় জোর ক'রে এখানে নিয়ে এসেছে, তাই তুমি আমার উপর অভিমান করেছ। সুন্দরি, এ অভিমান তোমার ন্যায়সঙ্গতই হয়েছে; এ জন্য সত্যই আমি অপরাধী। শাস্তি দাও—আমার এ অজ্ঞানকৃত অপরাধে হৃদয়ে যতখানি ব্যথা পেয়েছ, তার শতগুণ সহস্রগুণ লক্ষগুণ ব্যথা দিতে আমায় ইচ্ছামত শাস্তি দাও; কিন্তু তার পূর্ব্বে একটী ভিক্ষা—শুধু এক লহমার জন্য আমার পাশে এসে ব'স। এস—এস—সুন্দরি! [মণিবাঈয়ের হস্ত ধারণোদ্যোগ]

মণি। [কয়েক পদ সরিয়া স্বগত] মহীয়সী মারাঠা-রমণি; প্রস্তুত হও—শঠের সঙ্গে শঠতা!

নেহান। ওকি! স'রে যাচ্ছ কেন, সুন্দরি? এস, আমার পাশে বস্‌বে এস। [পুনঃ হস্ত ধারণোদ্যোগ]

মণি। আমায় স্পর্শ কর্‌বেন না, আমি আপনার ন্যায় মহতের নিকট অস্পৃশ্যা!

নেহান। সে কি—অস্পৃশ্যা! কি বল্‌ছ, তুমি সুন্দরি?

১ম ইঃ। আরে তোবা—তোবা—মেয়ে মানুষ কখনও অস্পৃশ্য হয়?

২য় ইঃ। আরে অস্পৃশ্য ত গোময়—বিষ্ঠা! তুমি সুস্পৃশ্য—সুস্পৃশ্য—

মণি। আমি মিথ্যা বলি নি, খাঁসাহেব—আমি আপনার অযোগ্যা—অস্পৃশ্যা!

১ম ইঃ। তুমি চাঁদ, আসল বস্‌রাই গোলাপ, তুমি খান্‌খানানেরই যোগ্য!

নেহান। চুপ্‌ কর তোমরা! এ কথার অর্থ কি, সুন্দরি?

মণি। যাদের বাহাদুরির আজ ইনাম দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, আপনার সেই কৃতঘ্ন অনুচরেরাই আপনাকে প্রতারিত করেছে—আহরিত কুসুমের পবিত্র সৌরভ প্রথমে আপনারা উপভোগ ক'রে শেষে আঘ্রাত

কুসুম প্রভুকে উপহার দিয়ে প্রভু-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, নইলে আমার মত দীন-দরিদ্র রমণীকে সৌভাগ্য যেচে সেধে অভিনন্দন করতে আস্‌ছে. আর আমি তার সে অভিনন্দন স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান কর্‌ব কেন, জনাব ?

নেহান। কি বল্‌লে—নারি ! বেইমান্ নস্করের এতদূর স্পর্দ্ধা যে—না, আর বিচার কর্‌বার অবসর নেই—কে আছিস্ ?

রক্ষীর প্রবেশ।

বিশ্বাসঘাতক তকীখাঁ আর গফুরের ছিন্ন শির এখনই এই মুহূর্ত্তে আমি চাই।

রক্ষী। যো হুকুম—

[প্রস্থান।

[অস্থির ভাবে নেহানখাঁ পদচারণা করিতে লাগিল]

নেহান। [অর্দ্ধ স্বগত] দুনিয়ায় কাকে বিশ্বাস কর্‌ব, সবাই বিশ্বাস-ঘাতক ; নইলে তকীখাঁ, গফুরের মত লোকও এমনি নেমকহারাম হয় !

মণি। [স্বগত] মূর্খ নেহানখাঁ, জেনে রাখ—প্রতিহিংসা-পরায়ণা মারাঠা রমণীর প্রতিহিংসা-যজ্ঞের এইমাত্র সূচনা !

১ম ইঃ। [জনান্তিকে] বেটী নিশ্চয়ই কবর ফুঁড়ে উঠেছে ; নইলে তাঁবুতে পা দিতে-না-দিতেই ত দুটাকে বদনে দিলেন ; যদি আরও দিন-কতক এখানে থাকেন, তা' হ'লে মানুষ ত দূরের কথা, আস্তাবলে ঘোড়ার বালামচীগাছটাও রাখ্‌বে না।

২য় ইঃ। [জনান্তিকে] খাঁসাহেবকে ব'লে বেটীকে এখনই তাড়াও, নইলে বুঝেছ ত ? আমি ত বাবা সর্‌লুম, বেটী বিদেয় না হ'লে আর ত এ মুখো হচ্ছি না। [প্রস্থান।

১ম ইঃ। দাঁড়াও, বন্ধু—আমারও ঐ মত্ !

[প্রস্থান।

মণি। আমার প্রতি তা' হ'লে কি আদেশ হয় ?

নেহান। [ঘৃণাপূর্ণদৃষ্টিতে মণিবাঈয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] তুমি যথা-ইচ্ছা গমন কর্‌তে পার।

[মণিবাঈয়ের প্রস্থান।

তকী খাঁ ও গফুরের ছিন্নমুণ্ড লইয়া ঘাতকের প্রবেশ।

ঘাতক। এই দেখুন—হুজুরালি ! আপনার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করেছি।

নেহান। এই সেই বিশ্বাসঘাতক তকী খাঁ আর গফুরের ছিন্নমুণ্ড ! তেমনি প্রশান্ত—উদার—সরলতা মাখা ! বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন এতটুকুও ফুটে ওঠে নি। তবে কি—তবে কি আমি ভুল করেছি ? তুচ্ছ রমণীর কাছে প্রতারিত হয়েছি ?

[নেপথ্যে মণিবাঈ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল]

আমার নির্ব্বুদ্ধিতা সপ্রমাণ কর্‌তে কে এমন পরিপূর্ণ উল্লাসে অট্টহাস্য ক'রে উঠ্‌ল ? তবে কি সত্যই আমি ভুল করেছি ? ওহো-হো—কি ভুল করেছি—কি ভুল করেছি ! কে আছিস্—বিশ্বাসঘাতিনী নারীকে এখনই বন্দী কর্।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ

মণিবাঈয়ের প্রবেশ

মণি। লম্পট পিশাচের কবল হ'তে যে, নিজের নারীত্ব-ধর্ম্মরক্ষা করতে পেরেছি, অনন্ত দুঃখে এইটুকুই সান্ত্বনা। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? কি করি? কোথায় যাই? পুণ্য তীর্থে পুণ্য অর্জ্জন করতে এসে সর্ব্বস্ব হারিয়ে আজ আমি পথের ভিখারিণী! বাবা বিশ্বনাথ, কোন্ পাপে অভাগিনীর আজ এ দশা করলে, প্রভু? তোমার দেওয়া দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে মারাঠা-রমণী এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে না, কিন্তু ছার রূপ আমার শত্রু—এ শত্রু নিপাত করতে না পারলে কিছুতেই শান্তি নেই—স্বস্তি নেই—পদে পদে এমনি বিপদের আশঙ্কা! না, আগে আমি এ শত্রু নিপাত করব। এই নিতম্বচুম্বিত আলুলায়িত ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তল—যা দেখে প্রভু আমায় আদর ক'রে সৌন্দর্য্যের রাণী আখ্যা দিয়েছিলেন, রমণীর সেই গর্ব্বের সম্পদ্ আজ আমি স্বহস্তে ছেদন করব।

দিব ফেলি সিন্ধুজলে স্বর্ণ-আভরণ—
মণিমুক্তা, রতন, কাঞ্চন,
মণিময় কেয়ূর কুণ্ডল,
রত্নহার খণ্ড খণ্ড করি।
কেন অকারণ নয়নে অঞ্জন,

সীমন্তে সিন্দুর-রেখা ?
নিয়তি-লিখন যবে তরুতল বাস,
সুচিক্কন কেন এ বসন ?
ভিখারিণী-যোগ্য-সাজ—
ছিন্নবাস করিব গ্রহণ ।

রত্ন আভরণাদি উন্মোচন করিতে লাগিল,

বেগে কাঠুরিয়া-সর্দ্দারের প্রবেশ ।

কাঃ সর্দ্দার । কাঠ ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে মেইয়া মানুষের কান্না শুন্‌তে পেল ; কৈ, কারেও ত দেখ্‌ছি না । আরে এই ত বটে ! তু কে বটিস্ রে ? পাগলী বেটীর মত ওসব কি কর্‌ছিস্ ? কিসের লেগে তু কাঁদ্‌ছিস্ ? তু ত বড় ঘরোয়ানার লেড়্‌কী আছিস্, এ জঙ্গলে তু কেমন ক'রে আস্‌লি ?

মণি । অদৃষ্ট আমায় নিয়ে এসেছে—বাবা, তাই এসেছি । বড় ঘরোয়ানার মেয়ে হ'লেও ভাগ্যদোষে আজ আমি ভিখারিণী ! ভিখারিণীর এ সাজ মানাবে কেন, বাবা ? তাই রত্নাকরের রত্নগর্ভে এই রত্নরাজি নিক্ষেপ কর্‌তে মনস্থ করেছি, আমায় বাধা দিয়ো না ।

কাঃ সর্দ্দার । অবাক্ কর্‌লি রে বেটি ! তুহার মত পাগ্‌লী বেটী ত আর দুটী দেখা যায় না । ভদ্দর ঘরের মেইয়া কি কখন ভিখারী হয় ? এতখানি উমর হ'ল, ইয়ে কথাটী ত মুই কারো মুখে শুনি নি ! তু নিশ্চয় গোঁসা ক'রে ঘর থেকে চলিয়ে এসেছিস্ । আমার মন সব হাল বুঝ্‌তে পার্‌ছে । আচ্ছা, এখন তুহারে কুছু কর্‌তে হবে না, তু হামার সাথে হামার ঘরে চল্ ; সর্দ্দারণী তুহারে খুব পেয়ার কর্‌বে, আজ থেকে তু হামার লেড়্‌কী । চুপ্‌টী ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে ? হামার সাথে যেতে

ডর্ লাগ্‌ছে বুঝি? আরে কুছ্ ডর্ নেই, বিটিয়া—কুছ্ ডর্ নেই; হামিলোক ভদ্দর না আছে যে, হামাদের নজর ছোটা হোবে।

মণি। তা জানি, বাবা! তোমাদের এই বর্ব্বরতার অন্তরালে লুকানো আছে যে হৃদয়, সে হৃদয় মহত্ত্বের আধার—ত্যাগের আদর্শ—পরার্থপরতার পূর্ণ নিদর্শন! নীচতা সেখানে স্থান পাবে কেন, বাবা?

কাঃ সর্দ্দার। অত কথা হামিলোক বোঝে না। মোটা বুদ্ধি হামাদের, যা বুঝি তাও মোটামুটি। যাক্—এখন ওসব কথা; তু হামার সাথে চল্।

মণি। [স্বগত] ঈশ্বর! তোমার সৃষ্ট ঐ নেহান খাঁও মানুষ—আর এই অশিক্ষিত বর্ব্বর কাঠুরিয়া-সর্দ্দারও মানুষ!

কাঃ সর্দ্দার। কি ভাব্‌ছিস্ রে বেটি? আমার সাথে আয়।

মণি। বাবা, তুমি জান না—কি মহান্ কর্ত্তব্য আমার সম্মুখে। শুনতে পাচ্ছ কি—সর্দ্দার, আমার স্বামীর কঠোর আদেশ-বাণী? আমায় প্রতিশোধ নিতেই হবে।

কাঃ সর্দ্দার। তু মনের কথা খুলিয়ে বল্, কাঠুরেরা তুহার লেগে জান্ দেবে। তুহার দুষমণকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিবে।

মণি। না, বাবা—তোমাদের কিছু কর্‌তে হবে না। যদি একান্তই উপকার কর্‌তে চাও, এইটুকু উপকার কর—এ পাপ বাঙ্গালার বাইরে আমায় রেখে এস—এখানে পদে পদে আমার শত্রু।

কাঃ সর্দ্দার। এই কথা! এর জন্যে আর ভাবনা কি তোর? হামি তুহারে বাঙ্গলা মুলুক পার ক'রে রেখে আস্‌ব। আয়—বেটি, হামার সাথে আয়।

[উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ, সহসা একটী বালকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া উভয়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।]

আবার দাঁড়ালি যে?

মণি। শুন্‌তে পেলে না—বাবা, যেন কোন অত্যাচার-পীড়িত বালকের আর্ত্তনাদ !

কাঃ সর্দ্দার। অমন কত ছেলিয়া দিনরাত চেল্লাচ্ছে, শুনে শুনে কানে তালা লাগিয়ে গেছে ; তু আর দেরী করিস্ নি—চলিয়ে আয়—

মণি। বালকের কান্না শুনে আমার প্রাণটাও কেঁদে উঠ্‌ছে। সর্দ্দার ! আমিও অমনি একটা সোনার চাঁদ দুধের বাচ্ছাকে কালসিন্ধুজলে হারিয়ে আজ অভাগিনী পুত্রহারা ! আমি যাব—যদি পারি—ঐ অনাথ শিশুকে অত্যাচারী দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার কর্‌ব ; না পারি দস্যুহস্তে প্রাণ দেবো।

কাঃ সর্দ্দার। পাগলের মত কি বল্‌ছিস্, রে বেটি ? ঐ জঙ্গলে ঠগীদের আড্ডা—মানুষ মারাই তাদের কাজ ; ওদের ভয়ে এ পথে বড় একটা মানুষ চলে না ; ওদের হাত থেকে তু ছেলিয়াকে কেমন ক'রে বাঁচাবি ? তু ভি মারা যাবি আর ও ছেলিয়া ভি মারা যাবে। হামার বাত্ শোন্—হামার সাথে চলিয়ে আয়।

বেগে ছোট্টুর প্রবেশ।

ছোট্টু। মা—মা—যদি বাঁচ্‌তে চাও, এখনি এখান থেকে পালাও !

মণি। কে বাবা তুমি ?

ছোট্টু। আমি ছোট্টু, ঠগী সর্দ্দারের কাছে থাকি ; সর্দ্দার বলে, আমি তার ভাগ্নে ; কিন্তু সে আমায় চাকরের মত কাজ করায়, একটু কসুর হ'লে বড্ড মারে ; বোধ হয়, জানোয়ারকেও লোকে এমন মারে না। শুনেছি, আমার মাকে নাকি মেরে ফেলেছে। তুমি ঐ নদীর ধার দিয়ে আস্‌ছিলে, আমি ঝোপের আড়াল থেকে তোমায় দেখ্‌তে পেয়েছিলুম। তোমায় দেখে আমার মাকে মনে প'ড়ে গেল—আমার বড্ড কান্না এল, পাছে তারা তোমায় দেখ্‌তে পেয়ে মেরে ফেলে, তাই তোমায় সাবধান

ক'রে দিতে এইদিকে আস্‌ছিলুম। অমন কত লোককে সাবধান ক'রে দিয়েছি। ওরা আমার উপর ভারি সন্দেহ করে। আমি তোমায় সাবধান ক'রে দিতে ছুটে আস্‌ছিলুম দেখে, দলের একজন লোক আমার উপর সন্দেহ ক'রে আমায় সর্দ্দারের কাছে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তোমার কথা বলি নি। সর্দ্দারের বেতের চোটে আমার গা'টা ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গেছে। এই দেখ না, রক্তে কাপড়খানা ভিজে গেছে, তবু আমি তোমার কথা বলি নি। সর্দ্দার যখন আমার পেটের কথা বের্ করতে পার্‌লে না, তখন আমায় ছেড়ে দিলে। ছাড়ান্ পেয়েই আমি তোমায় সাবধান ক'রে দিতে ছুটে এসেছি, তুমি এখনই এই পথ দিয়ে পালাও—

মণি। দুধের বালক—আমার জন্য এত সহ্য করেছিস্, বাবা ?

ছোট্টু। তাতে কি ? অমন কত সয়েছি ! মা বল্‌তেন, নিজে না সইলে পরের ভাল করা হয় না।

গান।

দরদী না হ'লে ত কেউ দরদ্ বোঝে না।
বুক পেতে না সইলে বেদন পরের ব্যথা ঘুচে না ॥
পরের কান্না শুন্‌লে পরে,
নয়নে যার অশ্রু ঝরে,
বাজে প্রাণের বীণা একটী সুরে,
হয় ব্যথার ব্যথী সে জনা ॥

মণি। নরঘাতী দস্যুর সাহচর্য্যে থেকেও তুমি এমন শিক্ষা কার কাছে পেয়েছ, বালক ?

ছোট্টু। যাঁর কাছে পেয়েছি, তিনি আর নেই—মা, তিনি আর নেই—তিনি আমায় ছেড়ে গেছেন ; কিন্তু যা দিয়ে গেছেন, তা আমি

ছাড়ি নি—ছাড়্বও না ; সে যে মায়ের দান ! আজ অনেক দিন পরে তোমায় দেখে তাঁর কথা মনে পড়েছে ; মনে হচ্ছে—তুমিই আমার সেই মা !

মণি। অপরিচিত শিশু ! সত্যই তুই আমায় আজ নিদারুণ পুত্র-শোকে ভুলিয়ে দিলি। আয়—বাবা, তোকে বক্ষে নিয়ে ভাগ্যতাড়িত দুই মাতা-পুত্র নিয়তি-চালিত সংসারের পথে চ'লে যাই। [ছোট্টুকে বক্ষে ধারণ]

সহসা সানুচর ঠগীসর্দ্দারের প্রবেশ।

ছোট্টু। মা—মা—কি হবে, মা ?

ঠগীসর্দ্দার। এই যে, নেমকহারাম আদুরে নন্দদুলালটীর মত যশোমতীর কোলে উঠে নব বৃন্দাবন-লীলার অবতারণা করেছে। বলি, বাপু হে—আর কেন ? কোল থেকে নেমে লীলার অবসান কর ? [জনান্তিকে] দেখ্‌লে ত, যা বলেছি ঠিক তাই ! বিতিয়ে পেঠের চাম্‌ড়া তুলে দিলুম, তবু বেটা স্বীকার কর্‌লে না ! বেটা বেইমান্—পাজী !

মণি। তুমি—তুমি এ বালককে অযথা তিরস্কার কর্‌ছ কেন ? বালকের অপরাধ কি ?

ঠগীসর্দ্দার। কর্‌ছি সে আমার খুসী। আরও কি করি, তাও দেখ্‌তে পাবে। নেমে আয়, ছট্টু—

মণি। আগে তুমি বল, ওর ওপর কোন অত্যাচার কর্‌বে না ?

ঠগীসর্দ্দার। ওঃ, কি আমার দরদী রে ! ছট্টু, নেমে আয় বল্‌ছি—

ছোট্টু। ছেড়ে দাও, মা ; ওর অবাধ্য হ'লে, ও আমায় জানে মেরে ফেল্‌বে।

মণি। মায়ের কোলে আছ তুমি, তোমার কোন ভয় নেই। আমি প্রাণান্তেও তোমায় পরিত্যাগ কর্‌ব না।

ঠগীসর্দ্দার। বটে রে, মাগি! সুখন্, ছোট্টুকে ছিনিয়ে নে, আর করিম—তুই মাগীর চুলের মুঠী ধ'রে ডেরায় নিয়ে চ।

[অনুচরদ্বয় অগ্রসর হইলে কাঠুরিয়া-সর্দ্দার মণিবাঈয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।]

কাঃ সর্দ্দার। খবরদার, এক পা এগুবি ত তোদের কাঠচেলা ক'রে ফেল্‌ব।

ঠগীসর্দ্দার। বটে! কাঠুরে বুড়োর মরণ-পাখা উঠেছে দেখ্‌ছি! দে, এ বেটাকেই আগে নিকেশ ক'রে দে।

[ঠগীগণ কাঠুরিয়া-সর্দ্দারকে আক্রমণ করিল; কাঠুরিয়া-সর্দ্দার প্রাণপণে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; ঠগীসর্দ্দার সুযোগ বুঝিয়া রণোন্মত্ত কাঠুরিয়া-সর্দ্দারের গলায় বস্ত্রখণ্ডের ফাঁস লাগাইয়া ভূপাতিত করিল, কাঠুরিয়া সর্দ্দার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ও ভূপতিত হইয়া সংজ্ঞা হারাইল। সুখন্ ছোট্টুকে ছিনাইয়া লইল এবং করিম মণিবাঈয়ের মুখে কাপড় বাঁধিয়া ফেলিল; অনন্তর ঠগীগণ দুইজনকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল।

কতিপয় কাঠুরিয়ার প্রবেশ।

১ম কাঠু। একি! সর্দ্দার—সর্দ্দার! দেখ্‌লি, তোরা—আমি ঠিক বলেছি—সর্দ্দার চেল্লাচ্ছে।

২য় কাঠু। তাই ত—কি হবে! সর্দ্দার—সর্দ্দার—

১ম কাঠু। [বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া] ঠগীতে রুমাল মেরেছে, তবে এখনও বাঁচ্‌বার আশা আছে! যা, একটু জল শীঘ্র নিয়ে আয়।

[জনৈক কাঠুরিয়ার প্রস্থান।

২য় কাঠু। এ ঠগীদের জঙ্গলে আমরাও নিত্য কাঠ কাটতে আসি, কিন্তু এমনটাত কথনও হয় না! ওরা ত কথনও আমাদের সঙ্গে দুষমণী করে না।

১ম কাঠু। কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

জল লইয়া কাঠুরিয়ার পুনঃ প্রবেশ।

২য় কাঠু। [শুশ্রূষা করণান্তর] সর্দ্দার—

কাঃ সর্দ্দার। য়্যাঁ—কে—কে তুই রে? মা কোথায় রে?

কাঠুরিয়াগণ। মা!

কাঃ সর্দ্দার। হাঁ, মা! তাকে তোরা দেখিস্ নি? ওঃ নিয়ে গেছে—নিয়ে গেছে—মাকে আমার নিয়ে গেছে! কোথা ছিলি তোরা সব—মাকে বাঁচাতে পার্‌লি নি? ওঃ এতকাল পরে ঠগীরা হামাদের সাথে দুষমণী কর্‌লে। করুক্, মাকে কিন্তু বাঁচাতেই হবে—

১ম কাঠু। আগে সাম্‌লাও, সর্দ্দার!

কাঃ সর্দ্দার। সাম্‌লাবো? কিছু না—কিছু না! হামি সাম্‌লেছে। চ'লে চল্ সব—মায়ের লেগে জান্ দিতে হবে। চল্—চল্—

[দুইজন কাঠুরিয়ার স্কন্ধে ভর দিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সিরাজের বিলাস-কক্ষ

সিরাজ, মেহেদী, নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

রাখ্‌ব ঘিরে তোমায় বঁধু,
ছড়িয়ে দিয়ে হাসিরাশি।
আবেশে হ'য়ে বিভোর,
প্রাণে প্রাণে মেশামিশি॥
খুলে দিয়ে মরম-দুয়ার,
হৃদি-ভরা প্রেম-পারাবার,
দিব সাঁতার তোমায় আমায় বঁধু,
দুটী প্রাণ প্রেম-পিয়াসী॥

সিরাজ। এদের হাবে, ভাবে, ভাষায়, সঙ্গীতের প্রতি মূর্চ্ছনায় প্রেমের পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান; কিন্তু তবুও, মেহেদি—এদের বিষাদ-মাখা প্রাণের একটা প্রতিচ্ছবি যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠ্‌ছে! কেন এমন হয়, মেহেদি?

মেহেদী। বন-বিহঙ্গিনী স্বর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাক্‌লেও সে কখনও সুখী হ'তে পারে না, খান্‌খানান্!

সিরাজ। তা' হ'লে আজ হ'তে ওদের মুক্তি দাও, মেহেদি! অফুরন্ত প্রমোদ-উল্লাসের মাঝে বিষাদ-প্রতিমা মানায় না।

১ম নর্ত্তকী। জনাব, আমরা মুক্তি চাই না! মুক্তি নিয়ে কি কর্‌ব?

নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ হারিয়ে আজ আমরা ভিখারিণীরও অধম হয়েছি—বিশাল দুনিয়ায় আর আমাদের স্থান নেই!

সিরাজ। কি আশ্চর্য্য! যাতে একের তৃপ্তি—তাতে অন্যের অতৃপ্তি; যাতে একজনের সুখ—তাতেই আবার আর একজনের জীবনব্যাপী দুঃখ! এই কি প্রমোদ! [নর্ত্তকীগণের প্রতি] তোমরা যাও—বিশ্রাম কর গে; আমার মনোরঞ্জনের জন্য আর তোমাদের সঙ্গীতের প্রয়োজন হবে না। হীরাঝিলের মুক্ত বাতায়ন-তলে ব'সে তোমাদের ঐ সুধাসঙ্গীত উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে ছড়িয়ে দিয়ো, তাতে যদি জগতের একজন অভাগারও অশান্ত হৃদয়ে এতটুকু শান্তি ফিরে আসে। যাও—

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

আর, মেহেদি—

মেহেদী। জনাবালি—

সিরাজ। প্রমোদ-কক্ষের দ্বার চিরদিনের মত রুদ্ধ ক'রে দাও—মেহেদি, আমি প্রমোদ-পল্বলে আর ডুব্‌তে চাই না। আজ হ'তে আমি আমার অবসর-কালটুকুর সদ্ব্যবহার কর্‌ব—দাদু সাহেবের পাশে ব'সে রাজনীতি, রণনীতি শিক্ষা কর্‌ব।

লুৎফার প্রবেশ।

লুৎফা। আঃ, তা' হ'লে ত আমি বাঁচি! কত যত্নে তোলা ফুলে মনের মত ক'রে মালা গেঁথে রোজই মনে করি, দেবতার গলায় পরাব; কিন্তু মানুষের এমনি দুরদৃষ্ট, দেবদর্শন আর ঘটে না—সাধের মালা রোজই বাসি হ'য়ে শুকিয়ে যায়।

সিরাজ। তোমার দেবতার ত ভারি অন্যায়, লুৎফা! তোমার এতখানি আগ্রহ, এতটা নির্ভরতা, আকুল হৃদয়ের মহান্ উৎসর্গ যে দেবতা

হেলায় প্রত্যাখ্যান করে, তাকে দেবতা সম্ভাষণ ক'রে দেবতার নামে আর কলঙ্ক দিয়ো না, লুৎফা ! সে দেবতা নয়—সয়তান !

লুৎফা। দেবতা চিরদিনই দেবতা ! যে ভাগ্যবান্, সে-ই তাঁর করুণালাভ করে।

সিরাজ। যাক্ ওসব কথা ! আমরা মানুষ—দেবতার আলোচনা করা আমাদের শোভা পায় না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—লুৎফা, আজ হঠাৎ এদিকে কি মনে ক'রে ? ওকি—তোমার চোখের কোণে জল কেন ? কি হ'য়েছে, লুৎফা ?

লুৎফা। নবাবজাদা, শুনেছি দেশের রাজাই প্রজার মা-বাপ্—প্রজার রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা ; সেই রাজা বিদ্যমানে যদি হীন প্রজার অশেষ লাঞ্ছনা—দারুণ নির্যাতন হয়, তার জন্য দায়ী কে, নবাবজাদা ?

সিরাজ। স্বয়ং রাজাই তার জন্য দায়ী, লুৎফা ! কিন্তু তোমার এ কথার তাৎপর্য্য কি ? সমগ্র বাঙ্গালা, বেহারা, উড়িষ্যার মহান্ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজ্যে তাঁর প্রজার উপর অত্যাচার করতে সাহসী হয়, এমন নরাধম কে আছে, লুৎফাউন্নিসা ?

লুৎফা। কে আছে ? রাজা স্বয়ং রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, প্রজার মুখের দিকে চাইবার তাঁর অবসর নেই ; রাজতক্তার যিনি ভাবী মালিক, প্রমোদ-উল্লাসের মোহ-গণ্ডী পার হ'য়ে তাঁর আর বাইরে আস্‌বার শক্তি নেই ; অত্যাচারপীড়িত দীন প্রজার কাতর ক্রন্দন কে শুন্‌বে, নবাবজাদা ?

সিরাজ। লুৎফা, তোমার এ মধুর তিরস্কার-বাণী একটু একটু ক'রে আমার মনের উপর যে স্থায়ী রেখাপাত কর্‌ছে, জীবনব্যাপী চেষ্টাতেও সে দাগ মুছ্‌বে না ; তবুও জানি—লুৎফা, দুর্ব্বল মনের উপর লালসার কি প্রভাব ! মনটা ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গেছে, তবুও তাকে আয়ত্তে আন্‌তে

পারছি না। হতভাগ্য আমি! হাঁ—লুৎফা, যাক্—নির্যাতন লাঞ্ছনা দেখে সহানুভূতিতে তোমার চোখে জল ভ'রে এসেছে; বল্‌তে পার—কে সে ভাগ্যহীন?

লুৎফা। এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ। পরিচ্ছদ দেখে এ দেশীয় ব'লে মনে হয় না; রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, চক্ষু কোটরগত—যেন কি একটা অসহনীয় যন্ত্রণায় অর্দ্ধোন্মাদ! ব্রাহ্মণ এসেছিল নবাব-দরবারে তার দুঃখের কাহিনী জানাতে। হতভাগ্য বোঝে নি যে, ন্যায় বিচার বাঙ্গালা থেকে উঠে গেছে—তাই সে আজ রাজদ্রোহিতার অপরাধে বন্দী।

সিরাজ। বন্দী! চক্রান্ত! বল্‌তে পার—লুৎফা, কার আদেশে ব্রাহ্মণ বন্দী?

লুৎফা। নেহান খাঁর আদেশে।

সিরাজ। নেহান খাঁ! একজন সামান্য সেনানায়কের স্পর্দ্ধা এতদূর বেড়ে উঠেছে! মূর্খ আফ্‌গান কি মনে করেছে, বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বার্দ্ধক্য-জীর্ণ হস্তে রাজ্যরশ্মি ধারণে অশক্ত ব'লে সে-ই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা? নবাবজাদা সিরাজউদ্দৌলা কখনও এরূপ স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেবে না—না কখনও না! মেহেদি, নেহান খাঁ—

মেহেদি। যো হুকুম, জনাবালি—

[প্রস্থান।

সিরাজ। কি অত্যাচার!

লুৎফা। [স্বগত] মেহেরবান্ খোদা, দেবতার মত হৃদয় দিয়ে যাকে এতখানি বড় করেছ, তার মনটাকে দুর্গন্ধময় মোহ-কূপে এমন ক'রে ডুবিয়ে রেখেছ কেন?

সিরাজ। কি ভাব্‌ছ, লুৎফা?

লুৎফা। ভাব্‌ছি, নবাব-বর্ত্তমানে—একজন পদস্থ কর্ম্মচারীকে কৈফিয়ৎ তলব করা কি নবাবজাদার শোভা পায়?

সিরাজ। জানি—তা পায় না; কিন্তু লুৎফা, তুমি কি জান না—মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে? এই যে নেহান খাঁ; লুৎফা—

[লুৎফার প্রস্থান।

নেহান খাঁর প্রবেশ।

নেহান। নবাবজাদা, আমায় তলব করেছেন?

সিরাজ। হাঁ, খাঁ সাহেব! কিন্তু কেন তলব করেছি জানেন্? আপনার অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার কৈফিয়ৎ চাই, বিনাদোষে এক দীন ব্রাহ্মণকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে বন্দী করেছেন কেন—তার সন্তোষ-জনক কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

নেহান। আমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে আপনার কাছে?

সিরাজ। হাঁ, আপনাকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে আমার কাছে।

নেহান। অন্যথায়?

সিরাজ অন্যথায় শাস্তি।

নেহান। হা-হা-হ! যার একটীমাত্র অঙ্গুলি হেলনে ত্রিশ সহস্র আফ্‌গান-সেনার কোষমুক্ত তরবারি সূর্য্যকিরণে ঝল্‌সে ওঠে, সে আফ্‌গান-বীর নেহান খাঁ কখনও নবাবের অন্নদাস এক উচ্ছৃঙ্খল বালকের কাছে নিজের কার্য্যের জন্য কৈফিয়ৎ দেয় না।

[প্রস্থান।

সিরাজ। [রোষে অভিমানে ফুলিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা বলিয়া উঠিলেন] মেহেদি—মেহেদি--

মেহেদীর পুনঃ প্রবেশ।

মহেদী। জনাবালি—

সিরাজ। আমি আজই ফকীরী নিয়ে মক্কা যাত্রা কর্‌ব; তুমি এখনই যাত্রার আয়োজন কর—

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ।

আলি। কোথায় যাত্রার আয়োজন কর্‌ছ, ভাই? এই কর্ম্মক্লান্ত বৃদ্ধকে সঙ্গে নেবে না?

সিরাজ। সমগ্র বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার নবাবের কর্ম্মময় জীবনের এ অবসাদ ক্ষণেকের দুর্ব্বলতা মাত্র; কিন্তু পরান্নভোজী পরের গলগ্রহ একটা উচ্ছৃঙ্খল বালকের অলস জীবনের একটা পরিবর্ত্তন আশু প্রয়োজন, তাই এ যাত্রার আয়োজন, দাদু-সাহেব!

আলি। কার উপর অভিমান ক'রে আপনাকে এমন হীন বিশেষণে বিশেষিত কর্‌ছ, ভাই? নবাব আলিবর্দ্দীর নয়নের রোশ্‌নি তুমি—জীবনের ধ্রুবতারা তুমি—কলিজার কলিজা তুমি, তোমার এ অভিমান এই বৃদ্ধের উপর সাজে, ভাই?

সিরাজ। অভিমান! কিসের অভিমান? কার উপর অভিমান কর্‌ব? পরান্নভোজী ভিক্ষুকের অভিমান কর্‌বার সামর্থ্য কোথায়, দাদু-সাহেব?

আলি। বাঙ্‌লার নবাবী তক্তের ভাবী মালিককে এরূপ হীন সম্ভাষণ কর্‌তে সাহসী হয়, কে সে কম্‌বক্ত? বল—বল, সিরাজ—আমি তাকে শাস্তি দোব—

সিরাজ। নবাবের অধীনস্থ সেনানায়কদের মধ্যেও—না থাক্—মেহেদি! আমার মক্কা যাত্রার আয়োজন কর—আমি আজই ফকীরী নোব।

আলি। সিরাজ! সিরাজ! [সস্নেহে সিরাজকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন] তা কি হয়, ভাই? একখানা শানিত ছুরিকা আগে এই বৃদ্ধের বুকে বসিয়ে দে, তার পর—না না, তা হবে না—আমার জীবনের জীবন—কলিজার কলিজা সিরাজ অভিমানে ফকীরী নেবে—মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেও এ কল্পনা মনে স্থান দিতে পার্‌ব না। সিরাজ—সিরাজ! ভাই! অভিমান পরিত্যাগ কর্, বল্ কে সে কম্‌বক্ত, আমি এখনই তাকে শাস্তি দোব। কথা কইছিস্ না যে? বল্, সিরাজ—বল্,—তুই কি চাস্?

সিরাজ। দীন ফকীরের কিছুই প্রয়োজন নেই, দাদু-সাহেব।

আলি। সিরাজ—সিরাজ—নিষ্ঠুর বালক—[রুদ্ধ আবেগে আলিবর্দ্দীর নয়ন কোণে অশ্রু ভরিয়া উঠিল, রুমালে মুখ ঢাকিলেন।]

সিরাজ। আমি যা চাই, তাই দেবে, দাদু-সাহেব?

আলি। আমি শপথ কর্‌ছি—ভাই, তুই যা চাস্, আমি তাই দোব।

সিরাজ। দাদু-সাহেব, আমায় একদিনের নবাবী দাও; দাম্ভিক আফগান্‌কে দেখিয়ে দোব—নবাব-দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলার আদেশ ভিক্ষুকের কাকুতি নয়!

আলি। এই কথা! এই নে—সিরাজ! নবাবী শিরস্ত্রাণ একদিনের জন্য কেন, চিরদিনের জন্য বাঙ্গালার নবাবীতক্তের মালিকান স্বত্ব সমস্ত বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যাবাসী কোটি কোটি প্রজার সুখদুঃখের বিরাট্ দায়িত্বভার—ইচ্ছামত রাজ্য পরিচালন কর্; আমি এ শুভবার্ত্তা এখনই রাজ্যময় ঘোষণা ক'রে দিচ্ছি।

সিরাজ। না—দাদু-সাহেব, এতবড়-একটা বিরাট্ দায়িত্বের বোঝা চিরদিনের জন্য বইবার সামর্থ্য এখনও আমার হয় নি। আমার প্রার্থনা শুধু একদিনের নবাবী।

আলি। বেশ, তাই নে—সিরাজ, রমজানের প্রথম চাঁদের আলো ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত বাঙ্গালার নূতন নবাবের শিরে অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক্।

[নবাব আলিবর্দ্দী সিরাজের মাথায় শিরস্ত্রাণ পরাইয়া দিলেন]

কে আছিস্ ?

বান্দার প্রবেশ।

দেওয়ান জানকীরাম—

[বান্দার প্রস্থান।

অনতিবিলম্বে জানকীরামের প্রবেশ।

দেওয়ান, অবিলম্বে দরবারের এত্তেলা দাও, আর সঙ্গে সঙ্গে সকলকে জানিয়ে দাও যে, এ দরবারে নবাবীতক্তায় বস্‌বে—আমার স্নেহের দৌহিত্র সিরাজ—আমি নই।

[প্রস্থান।

জানকী। [স্বগত] নবাবের একি খেয়াল—

[প্রস্থান।

সিরাজ। দাম্ভিক নেহান খাঁকে দেখাব—নবাব-দৌহিত্র সিরাজ দরবার!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

দরবার

সিংহাসনে সিরাজ, স্ব স্ব আসনে নেহান খাঁ, জানকীরাম ও ওমরাহগণ সমাসীন্, বন্দী ও বন্দিনীগণ গাহিতেছিল

গান।

বন্দেগী নবাব গরীবের মা বাপ্,
বঙ্গবাসীর আশা ভরসা।
প্রকৃতি-রঞ্জন, অনাথ-পালন,
তব পুণ্যে বঙ্গ শ্যামলা সরসা

বন্দিনীগণ।— সমদৃষ্টি তোমার, তুমি জ্ঞানের আধার,
বিবেকের মত তোমারই বিচার,
বন্দিগণ।— ন্যায়দণ্ড করে শাসন পালন
সকলে।— বন্দিতে তোমায় না জুয়ায় ভাষা ॥
বন্দিনীগণ।— মুছাতে ব্যথিত-ব্যথা প্রসারিত কর,
বন্দিগণ।— অমিয় বচন তব হে নরবর,
অরাতি-ভীতিকর পুরুষসিংহ
বীর্য্যবান্ মহাযশা ॥

[বন্দী ও বন্দিনীগণের প্রস্থান।

সিরাজ। আপনারা বোধ হয় বিস্মিত হয়েছেন, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর আচরণ দেখে মনে করছেন, আমার মত একটা সুকুমারমতি বালকের হস্তে এত বড় একটা সাম্রাজ্যের শাসন-রশ্মি ছেড়ে দেওয়া, হয় তাঁর মূর্খতা —নয় বাতুলতা; কিন্তু আমার মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়।

বিলাস-ব্যসনপ্রিয় একটা উচ্ছৃঙ্খল বালকের বাঙ্গালার শাসন-দণ্ড পরিচালন কর্‌বার যোগ্যতা হয়েছে কি-না—এ শুধু তাঁর পরীক্ষা মাত্র। কি বলেন, নেহান খাঁ সাহেব?

[নেহান খাঁ বিদ্বেষব্যঞ্জক ভ্রুকুটী করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।]

সিরাজ। খাঁ সাহেবের কথাটা ভাল লাগ্‌ল না বোধ হয়? না লাগে আমি নাচার। দেওয়ান, আজ্‌কার দরবারে কারও আর্‌জী আছে?

জানকী। জনাব, ওলন্দাজ বণিক্-সম্প্রদায় হ'তে একজন দূত এসেছে; তাদের প্রার্থনা এই যে, তারা বাণিজ্য-উদ্দেশ্যে বাঙ্গালায় কুটী নির্ম্মাণ কর্‌তে চায়।

সিরাজ। চতুর এই বণিক্-সম্প্রদায়! আচ্ছা, নবাবের প্রস্তাবিত শুল্কবৃদ্ধির কথা তাদের জানানো হয়েছে?

জানকী। ইস্তাহার প'ড়ে তারা শুল্ক রহিত কর্‌বার জন্য নূতন আবেদন-পত্র দাখিল করেছে।

সিরাজ। একদিনের নবাবী নিয়ে কারও অপ্রিয়ভাজন হ'তে চাই না, দেওয়ান! আর্‌জীর বিচার আরও এক সপ্তাহের জন্য মুল্‌তুবী রাখ।

জানকী। উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন কর্‌তে গিয়েছিলেন—নেহান খাঁ সাহেব; তিনি উড়িষ্যার বিদ্রোহের কোন নিদর্শনই দেখ্‌তে পান্ নি। সমগ্র উড়িষ্যায় শান্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজ কর্‌ছে, তাই তিনি তাঁর সেনাদল নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসেছেন।

সিরাজ। হিন্দু-রমণীর তীব্র রূপজ্যোতিঃ খাঁ সাহেবের বাইরের চোখ ঝল্‌সে দিয়ে তাঁর দূরদৃষ্টি রোধ ক'রে দিয়েছিল, তাই বিদ্রোহের কোন নিদর্শনই তিনি দেখ্‌তে পান্ নি। কিন্তু আমি জানি—অন্যূন বারো হাজার বিদ্রোহী উৎকলী সেনা বালেশ্বরের দক্ষিণে জঙ্গল সীমান্তে

সমবেত হয়েছে ; মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে মুস্তফা খাঁ সাহেবকে তাদের বিরুদ্ধে পাঠানো হোক্।

নেহান। [স্বগত] বিলাস-ব্যসনপ্রিয় উচ্ছৃঙ্খল বালকের এতখানি দূরদৃষ্টি—এ যে ধারণা করা যায় না!

জানকী। জনাব, বড় বাড়ীর এলেকাভুক্ত একটি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসীদের দশ আনা রকম হিন্দু, আর ছ' আনা রকম মুসলমান। গ্রামে একটি মাত্র পুষ্করিণীর জল ইতিপূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই পানীয় রূপে ব্যবহার করত, সম্প্রতি কোন কারণে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু মনোমালিন্য ঘটায় হিন্দুরা তাদের পল্লীমধ্যে একটা কূপ খনন করায় আর পানীয় জল অপবিত্র হবে ব'লে মুসলমানদের সেই কূপের জল স্পর্শ করতে নিষেধ করে। এক ফকীর সে নিষেধাজ্ঞা গ্রাহ্য না ক'রে কতিপয় মুসলমানকে উৎসাহিত ক'রে বলপূর্ব্বক সেই কূপ হ'তে বারি আনয়নের চেষ্টা করে, হিন্দুরা তাতে বাধা দিতে গেলে উভয় দলে একটা ঘোরতর দাঙ্গা হয়। এখন মুসলমানেরা হিন্দুদের সহিত সরকারী এলেকাভুক্ত সেই কূপের উপর সমান অধিকারের দাবী ক'রে নবাব-সরকারে আর্জ্জী পেশ্ করেছে।

সিরাজ। উভয় পক্ষের কেউ হাজির আছে?

জানকী। আছে, জনাব। হিন্দুদের পক্ষে এক ব্রাহ্মণ আর মুসলমানদের পক্ষে সেই ফকীর।

[ইঙ্গিত করিবামাত্র রক্ষী সহ জনৈক ব্রাহ্মণ ও ফকীরের প্রবেশ।]

সিরাজ। ফকীর সাহেবের আস্তানাটা কোথায়?

ফকির। জনাব, আমার আস্তানা—পল্লী-সীমান্তবর্ত্তী পুরাতন মসজিদ।

সিরাজ। মস্‌জিদটী বোধ হয়, সরকারী এলেকাভুক্ত ?

জানকী। হাঁ, জনাব !

সিরাজ। তা'·হ'লে মস্‌জিদের উপর অধিকারের দাবী হিন্দুদেরও আছে।

ফকির। সে কি কথা, জনাব! মুসলমানের পবিত্র মস্‌জিদের উপর হিন্দুর অধিকারের দাবী ত দূরের কথা—সেখানে তাদের প্রবেশাধিকার নেই।

সিরাজ। সরকারী-এলেকাভুক্ত স্থানে সকলের সমানাধিকার।

ফকীর। জনাব স্বয়ং মুসলমান হ'য়ে একি ধর্ম্মবিগর্হিত কথা বল্‌ছেন ?

সিরাজ। প্রাণে একটু বেজেছে নয়, ফকীর সাহেব ? তা' হ'লে এখন আপনি বুঝুন—ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে বা কথায় হিন্দুরও প্রাণে এমনি বাজে।

জান কি ফকির,
মুসলমান কারে বলে ?
মহান্—উদার—ধর্ম্মপ্রাণ,
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, জ্ঞানে গরীয়ান্
যেই মহাজন, কায় মন যার
নিয়োজিত ঈশ্বর-সেবায়,
মুসলমান আখ্যা তার।
ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান
পর-ধর্ম্মদ্বেষী না হয় কখন।
যার নীচ মন—
করে মনে বিদ্বেষ পোষণ

বাখানিতে আপনারে
আস্তিক মহান্,
দেখায় স্বধর্ম্মে আস্থা,
নাস্তিক সে জন—ধর্ম্মদ্বেষী দুরাচার।
একই ঈশ্বর-সৃষ্ট হিন্দু-মুসলমান,
ভাই ভাই পরস্পরে,
ভিন্ন রুচি—ভিন্ন সংস্কার।
বুঝিতে না পারি—
তবে হিংসা দ্বেষ কেন পরস্পরে ?
নির্লিপ্ত সাধক তুমি
করিয়াছ ফকীরী গ্রহণ,
ধর্ম্মের সুগম পন্থা
দেখাতে সবারে ;
একি বিসদৃশ আচরণ তব ?
ভ্রান্ত সংস্কারে
যদি ভাবে হিন্দুগণ
মুসলমান সংস্পর্শে
অপবিত্র হবে কূপোদক,
কে তাহা করিবে পরশ,
আত্ম-কলহের বীজ করিতে বপন ?
যদি প্রয়োজন—
স্থানান্তরে করহ খনন কূপ।

ফকীর। ধন্য—ধন্য—নবীন নবাব !
হ'লেও বালক তুমি জ্ঞানে গরীয়ান্ ;

খুলে দিলে অজ্ঞানের জ্ঞানের নয়ন !
হে নবাব—আদর্শ ফকীর !
লহ শত শত সেলাম আমার !
এস হিন্দু—এস ভাই—ভুলিয়া বিদ্বেষ,
দোঁহে দোঁহা করি' আলিঙ্গন,
হৃষ্টমনে চ'লে যাই আপন আলয়ে।

[আলিঙ্গনানন্তর ব্রাহ্মণ ও ফকিরের প্রস্থান।

নেহান। [স্বগত] চতুর বালক এই বয়সেই রাজনীতিজ্ঞ না হ'লেও নীতির কূটমর্ম্ম অনেকটা আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে।

সিরাজ। দেওয়ান,
আন বন্দী রাজদ্রোহী দ্বিজ দুইজনে.

[দেওয়ানের প্রস্থান।

নেহান। গুরু অপরাধে অভিযুক্ত তারা,
নবাব আপনি—বিচার তাদের
করিবেন ?
রাজ-নীতি অতীব কঠোর—
বালকের আলোচনা রাজনীতি ল'য়ে
চাপল্য প্রকাশ মাত্র।

সিরাজ। হ'তে পারে নীতির বিরুদ্ধ ইহা ;
কিন্তু যদ্যপি বালক
রাজাসনে পায় অধিকার,
নহে ইহা নীতি-ব্যভিচার ;
সর্ব্ব কার্য্যে
শুধু অধিকারী সেই—রাজার সমান।

শৃঙ্খলিত ভাস্কর ও রত্নদেব সমভিব্যাহারে
জানকীরামের পুনঃ প্রবেশ।

ভাস্কর। কই—কোথায় নবাব ?

সিরাজ। কহ, বন্দি ! কিবা প্রয়োজন,
আমি প্রতিনিধি নবাবের।

ভাস্কর। এ হেন দুর্দ্দশা হইয়াছে বাঙ্গালার,
নাহি যোগ্য লোক একজন—
হ'তে পারে যেই নবাবের প্রতিনিধি,
তাই নাবালক হেন নবাবী আসনে !
বহিয়াছে রাজ্যময়
অত্যাচার-স্রোতঃ অবাধ গতিতে !
চমৎকার কালের শাসন !
ঘোর কলিযুগে
অধর্ম্মের অক্ষুণ্ণ প্রভাব !

সিরাজ। উন্মাদ ব্রাহ্মণ ! হয়েছ কি বিস্মরণ—
বন্দী তুমি রাজদ্রোহ অপরাধে ?

ভাস্কর। ভুলি নাই—
স্বেচ্ছাচারী নবাবের অত্যাচার-কথা,
ভুলি নাই দারিদ্র্যের ঘোর নির্যাতন।
এই প্রবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ
এসেছিল তীর্থ-দরশনে,
দেখি সুন্দরী কামিনী তার
সহায়-বিহীনা,

নীচমনা লম্পট নবাব
তস্করের মত
হরিল সে ব্রাহ্মণ-বনিতা ।
পত্নীহারা দ্বিজ ভাগ্যহীন—
ছুটে গেল নবাব সকাশে
নিবেদিতে প্রাণের বেদনা ;
কিন্তু হায় দৈব-বিড়ম্বনা—
বন্দী হ'ল দ্বিজ রাজদ্রোহী বলি !
নবীন নবাব !
এ কাহিনী নহে ভুলিবার !
চমৎকার নবাবী বিচার !
তাই ভুলি নাই !
যদি ভুলিতাম—
তা' হ'লে কি দেখিতে, নবাব !
এইখানে—এইভাবে মোরে
শৃঙ্খলিত অসহায় বন্দীরূপে ?
মারাঠা ভাস্কর জীবনে কখনো
করে নাই কারো বন্দিত্ব স্বীকার ;
কাহারো সমীপে
করে নাই উচ্চ শির নত,
লৌহের শৃঙ্খল
স্পর্শ করে নাই কভু
এই ভীম ভুজযুগ !
আজি পুত্রশোকে—পত্নীশোকে

ভেঙে গেছে বুক ;
শক্তিহীন জড়প্রায় শক্তি বিস্ময়মানে।
নহে কি কখনো—
তৃণগুচ্ছে রহে বাঁধা প্রমত্ত কেশরী ?

সিরাজ। ভাল, কি করিতে তুমি—
কার্য্যেতে দেখাও।
শারদ জলদ সম
কিবা ফল শুষ্ক আস্ফালনে ?
সত্য যদি বীর তুমি,
কেন করিলে না পত্নীর উদ্ধার—
দিয়া শাস্তি সমুচিত দুষ্কৃত লম্পটে ?
দুর্ব্বলা রমণী সম আর্ত্ত আবেদন
কেন জানাইতে এলে নবাব-সকাশে ?
আমি বলিতেছি শতবার
নহ বীর তুমি—
কাপুরুষ নারীর অধম !

ভাস্কর। পরবাসে অসহায় নিরস্ত্র ব্রাহ্মণ
কি দেখাবে বীরত্ব আপন ?
তাই এসেছিনু আবেদন ল'য়ে,
কিন্তু নিষ্ঠুর প্রাক্তন—
হিতে হ'ল বিপরীত !
যদি মুক্তি পাই—

সিরাজ। কি করিবে, দ্বিজ !
যদি মুক্তি পাও ?

ভাস্কর। কি করিব?
সবিস্তারে বলিতে না পারি।
শুন—বঙ্গেশ্বর! সংক্ষিপ্ত উত্তর;
যদি মুক্তি পাই—
ল'ব এর সমীচীন প্রতিশোধ।

সিরাজ। ভাল, আমি মুক্তি দিব তোমা,
পার যদি আপনারে মুক্ত করিবারে
লৌহের বন্ধন হ'তে!

ভাস্কর। দিবে মুক্তি?
দাও তবে বঙ্গেশ্বর,
প্রমত্ত মাতঙ্গ বদ্ধ না রহে কথনো
হীন তৃণদলে।
এই দেখ—
ছিন্ন ভিন্ন লৌহের শৃঙ্খল।

[সবলে শৃঙ্খল ছিন্ন করণ]

সিরাজ। যাও—বীর! মুক্ত তুমি!
করি আমন্ত্রণ—
এস বীর, বীরযোগ্য সাজে
প্রতিশোধ-মন্ত্রে দীক্ষা করিয়া গ্রহণ;
এস পুনঃ সমর-অঙ্গনে
দিতে শাস্তি বঙ্গের ঈশ্বরে।
যাও—বৃদ্ধ! তুমিও মুক্ত।

ভাস্কর। নবাবের নিমন্ত্রণে যতটা সুখী হয়েছিলুম, কিন্তু এ মহত্ত্ব দেখে ততটা সুখী হ'তে পার্‌লুম না; কারণ বুঝ্‌তে পার্‌ছি—আমার

প্রতিহিংসা-সাধন ক্ষেত্রে নবাবের এই মহত্ত্বই একদিন প্রবল অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে। সেলাম—নবাব! এস বৃদ্ধ।

রত্ন। কোথায় যাব? মর্‌তে? চল—চল—জল্লাদকে ডেকে নিয়ে চল—তাকে ব'লে দিয়ো, আগে আমায় বধ কর্‌তে।

ভাস্কর। মর্‌তে নয়—বৃদ্ধ! প্রতিশোধ নিতে।

রত্ন। পার্‌বে—পার্‌বে, ভাস্কর? কেমন ক'রে পার্‌বে? আমরা যে বন্দী!

সিরাজ। না—বৃদ্ধ, তোমরা মুক্ত।

রত্ন। তাই ত—মুক্ত আমরা! ভাস্কর, তুমিও মুক্তি নিলে? কেন মুক্তি নিলে, ভাস্কর? মুক্তিদাতার উপর প্রতিশোধ নিতে পার্‌বে কি? বোধ হয়, পার্‌বে না।

ভাস্কর। মুক্তিদাতার উপর নয়—বৃদ্ধ, অত্যাচারী লম্পটের উপর। এস—চ'লে এস—

[রত্নদেব সহ প্রস্থান।

আলিবর্দ্দির প্রবেশ।

আলি। কি কর্‌লি, সিরাজ! বাঙ্গালার ঘরের শত্রুকে এখনও দমন কর্‌তে পারি নি, তার উপর আবার বাইরের শত্রুকে আমন্ত্রণ ক'রে আন্‌লি?

সিরাজ। অত্যাচার-পীড়িত দীন ব্রাহ্মণের তপ্ত অশ্রুধারা যখন বাঙ্গালার মাটিতে পড়েছে, তখনই ত বিপদের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, দাদু-সাহেব! প্রকাশ্য দরবারে একজন নির্ভীক অপরিচিত মারাঠা ব্রাহ্মণের মুখে মহানুভব নবাবের অজস্র নিন্দাবাণী শুনে তাকে শাস্তি না দিয়ে তার শক্তি পরীক্ষা কর্‌বার কৌতূহল আমি কিছুতেই দমন কর্‌তে পার্‌লুম না—দাদু-সাহেব, তাই তাকে সমর-ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ কর্‌লুম।

আলি। তাই ত—সিরাজ, বড় ভাবনার কথা হ'ল—ঘরে শত্রু—আবার বাইরে শত্রু!

সিরাজ। যদি অন্যায় হ'য়ে থাকে—দাদু-সাহেব, বালকের খেয়াল মনে ক'রে আমায় মার্জ্জনা করুন।

নেহান। [স্বগত] এত মহান্ তুমি, সিরাজ! রাজরোষ হ'তে আমায় রক্ষা করতে এমনভাবে আত্মদোষ স্বীকার করলে? ধন্য! না—আমি আর সত্য গোপন করব না—নিজ পাপ নিজ মুখে ব্যক্ত ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। [প্রকাশ্যে] জনাব, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধী আমি—অত্যাচার-পীড়িত মারাঠা ব্রাহ্মণকে আমিই বন্দী করেছিলুম। নিজের পাপ গোপন করতে মহাপ্রাণ নবাবজাদা আমার অপরাধের শাস্তি না দিয়ে কৌশলে ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিয়েছেন। জনাব, এখন প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দিন্।

আলি। যখন নিজের অপরাধ বুঝ্তে পেরে অনুতপ্ত হয়েছ, তখন আবার শাস্তি কেন? তা ছাড়া শাস্তি দেবার শক্তি আমার কোথায়—আমি ত নবাব নই?

নেহান। নবাব—নবাব—অপরাধী গোলামকে শাস্তি দিন্।

সিরাজ। এমন নবাবীতে আমার প্রয়োজন নেই, দাদু-সাহেব! এই নিন্ আপনার নবাবী-শিরস্ত্রাণ। বাপ্, মাথায় দিতে-না-দিতেই মগজ গরম হ'য়ে উঠেছে। এখন দেখি কিসে ঠাণ্ডা হয়। ফৈজীর মন-মাতানো গানে কি লুৎফার মিষ্ট আলাপনে। [প্রস্থান।

নেহান। জনাব!

আলি। আজ আর অবেলায় নবাবী মুকুট মাথায় দোব না। দেওয়ান, দরবার ভঙ্গ হোক্।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অরণ্যমধ্যস্থ ঠগীদিগের গুপ্ত আবাস

একটা পর্ণকুটিরে কালীমূর্ত্তি স্থাপিত

তাড়ির কলস প্রভৃতি লইয়া ঠগীগণ ও কতিপয় রমণীর প্রবেশ ও গীত

গান।

পুঃগণ।— কেয়া মজাদার—কেয়া মজাদার।
স্ত্রীগণ।— পিয়ে হাঁড়িয়া আঁখি লালিয়া কেয়া নেশাকী বাহার ॥
পুঃগণ।— রঙ্গিণ্ দুনিয়াখানা রঙ্গিণ নেশায়,
স্ত্রীগণ।— পিয়ারা বিমু দিল্ হামেসা ঘাব্ড়ায়;
পুঃগণ।— গোলাম হুজুরে হাজির হয়ে হুকুম বরদার ॥
স্ত্রীগণ।— বোলত চিড়িয়া—হা পিয়া কাঁহা পিয়া,
বহুত দখিন বায় ধড়কতা ছাতিয়া,
পুঃগণ।— নয়নকী রোশ্‌নী আও মেরে জানিয়া,
সকলে।— হামি তুহার—তুহি হামার ॥

ঠগী-সর্দ্দারের প্রবেশ।

ঠগী-সর্দ্দার। তোরা ত তাড়ি পিয়ে খুব মজা ওড়াচ্ছিস্; মায়ের পূজো কখন্ হবে বল্ দেখি? মাকে আজ জোড়া নরবলি দোব। একটা সেই নেমকহারাম ছট্টু, আর একটা সেই মাগী। মাগী ভারি একগুঁয়ে—মাগীকে সর্দ্দারণী কর্‌ব বল্লুম, কত চাঁদী সোনা দেখালুম—মাগী রা'টী কাড়্‌লে না! মা বেটী নর-রক্ত খাবে কিনা—তাই মাগীর কিছুতেই মন ফির্‌ল না।

১ম ঠগী। মেইয়া মানুষ বলি দিবি, সর্দ্দার?

ঠগী-সর্দ্দার। ওরে, নর-বলিতে মেইয়া-মরদ বাছ্‌তে নেই—নর-বলিতে মা বড় খুসী! আগে পূজোর জোগাড়টা ক'রে দিয়ে তোরা দেদার ফুরতি কর্।

১ম ঠগী। তাই চল—আগে পূজোর জোগাড় ক'রে দিয়েই সবাই প্রাণ ভ'রে ফুর্‌তি চালাই. [সর্দ্দার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ঠগী-সর্দ্দার। দেখি, মাগীকে আর একবার বুঝিয়ে-শুঝিয়ে। রাজী-হয় ভাল, নইলে বুঝ্‌ব—মাগীর নেহাৎ মর্‌বার পাখা উঠেছে! [প্রস্থান।

জনৈক ঠগী। [নেপথ্য হইতে] শি—ঝট্ট ঘালচু—

২য় ঠগী। [নেপথ্য হইতে] হু—আ—হু—আ—

[মোহনলালের প্রবেশ। দুইজন ঠগী অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিতেছিল।]

মোহন। তাই ত—পথ ভুলে এ আবার কোথায় এলুম! এ ভীষণ জঙ্গলের যে কোথায় শেষ, তাও ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। একি! একখানা জীর্ণ পর্ণ-কুটীর! এমন শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যেও লোক-সমাগম সম্ভব? নিশ্চয়ই সম্ভব, নইলে এমন স্থানে কুটির নির্ম্মাণ কর্‌লে কে? [অগ্রসর এবং কুটিরাভ্যন্তরে কালীমূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল] মা আমার সর্ব্বত্র বিরাজিতা কিনা, তাই এই জনমানবহীন ভীষণ অরণ্যেও মা আমার ভীষণা মূর্ত্তিতে সকলকে জিভ্‌ বের্ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! এই দুর্গম অরণ্যে দেবী-প্রতিমার প্রতিষ্ঠাতা কে?

[পশ্চাদ্দিক্ হইতে দুইজন ঠগী আসিয়া রুমালের ফাঁসী নিক্ষেপ করিল এবং মোহন লালকে সবলে আকর্ষণ করিয়া ভূপাতিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু শক্তিমান্ মোহন লাল প্রাণপণ চেষ্টায় আপনাকে মুক্ত করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ঠগীদ্বয়ের কণ্ঠদেশ বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল]

বেয়াদব্ কুক্কুরের দল! আজ তোদের ঘৃণিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তোদের এ পাশবিক হত্যা-লীলারও শেষ কর্‌ব।

ঠগীদ্বয়। রক্ষে কর—দোহাই তোমার—রক্ষে কর!

মোহন। এই যে কর্‌ছি—যে ফাঁসীতেই তোরা আমার মত পথভ্রান্ত অসহায় পথিককে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিস্, সেই ফাঁসী তোদের গলায় বেঁধে এই জঙ্গলের সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষের অগ্র শাখায় ঝুলিয়ে রাখ্‌ব—যাতে পথভ্রান্ত অসহায় পথিক দূর হ'তে তোদের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখে প্রাণান্তেও এই জঙ্গলের পথে না আসে।

ঠগীদ্বয়। দোহাই তোমার! রক্ষে কর—আর কখনও এ কাজ কর্‌ব না! দয়া কর—দয়া কর—

মোহন। তোদের মত নিষ্ঠুর নরঘাতক পশুর উপর দয়া!

রক্তবস্ত্র-পরিহিতা মণিবাঈয়ের প্রবেশ।

মণি। হাঁ, দয়াল—তাই! যদি দয়া কর্‌তে হয়, তা হ'লে এদের মত হতভাগ্যেরাই প্রকৃত দয়ার পাত্র। তাই এদের হস্তে বন্দিনী আমি—মরণের তীরে দাঁড়িয়েও এদের জন্য দয়া ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি। মৃত্যু-নিয়ে যাদের খেলা, নরহত্যাই যাদের জীবনের প্রথম করনীয় কার্য্য, তাদের শাস্তি মৃত্যু নয়—তাদের হৃদয়ের ঘুমন্ত বিবেক যাতে জেগে ওঠে—কোমল প্রবৃত্তিগুলো একসঙ্গে চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে—মৃত্যুর পরিবর্ত্তে দয়া ক'রে এদের সেই শাস্তি দিন্!

মোহন। কে তুমি, মা করুণাময়ি? কি মূর্ত্তি ধ'রে এই দুর্ব্বৃত্ত নর রাক্ষসদের রক্ষা কর্‌তে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিস্?

মণি। পরিচয়? হাঁ, দেবার মত ছিল; কিন্তু এখন আর কিছুই নেই! শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, এ অভাগিনী মারাঠা-রমণী—ঠগী হস্তে বন্দিনী—দেবী করালিনীর পূজার বলি।

মোহন। পূজার বলি! অথচ তুমিই এই নরহন্তা পিশাচদের প্রাণভিক্ষা চাইছ?

মণি। এ উপকারের প্রত্যুপকার—আমি মৃত্যুর অন্বেষণ কর্‌ছিলুম; এরা আমার কাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর উপায় ক'রে আমায় কৃতজ্ঞতা-শৃঙ্খলে বেঁধেছে।

মোহন। মা, পরিচয় দিয়েছ—শক্তিময়ী মারাঠারমণী ব'লে, অথচ এমন দুর্ব্বল-হৃদয়া তুমি যে, আত্মহত্যা ক'রে মহাপাপে লিপ্ত হ'তে চলেছ! ছি-ছি ছি! যা নরপশুগণ! দেবীর কৃপায় আজ তোরা প্রাণ-ভিক্ষা পেলি। সাবধান—আজ হ'তে পাপের পথ পরিত্যাগ ক'রে মানুষ হবার চেষ্টা কর্। আর মা, তুমিও শুনে রাখ—তোমার মরা হবে না। মোহন লালের হস্তে তরবারি থাক্‌তে বাঙ্গালায় এমন শক্তিমান্ কেউ নেই—যে তার জননীর কেশাগ্র স্পর্শ কর্‌তে সাহসী হয়!

১ম ঠগী। ভাই রে, এঁরা মানুষ নয়—দেবতা! লুটিয়ে পড়্—দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়্—

[ঠগীদ্বয় নতজানু হইল]

দেবতা, তোদের দয়ায় যে প্রাণ হামিলোক ফিরে পেল, আজ থেকে সে প্রাণ তোদের পায়ে জিম্মা দিচ্ছি। হুকুম কর্—দেবতা, গোলামদের কি কর্‌তে হবে?

মোহন। উপস্থিত তোমরা দুজন এই দেবীর রক্ষী হ'য়ে তাঁকে তাঁর স্বগ্রামে রেখে এস; তার পর যা কর্‌তে হবে, ইনিই তোমাদের আদেশ দেবেন্।

১ম ঠগী। মাথায় নিলুম—দেবতা, তোর হুকুম। কিন্তু দেবতা, একটা কথা—তুই এখনই পালা, এ জঙ্গলে দু'শো ঠগীর আড্ডা; তারা ল্যাঠী সড়্‌কী, তলোয়ার চালাতে খুব মজ্‌বুত, তা ছাড়া তাদের রুমাল-

প্যাঁচ্ বড় জবর ! হাতিয়ারে পার আছে, কিন্তু রুমাল-প্যাঁচে পার নেই ! তুই একলা আছিস্, এ গোলক ধাঁধা জঙ্গলে পালাবার পথ পাবি নি—হামাদের সাথে পালিয়ে চল্। হাঁ, আর একটা কথা খেয়াল হয়েছে—একটা লেড়্কাকে সাথে নিতে হবে, নেই ত সর্দ্দার আজই বেচারার জান্ লিবে।

মোহন। আমার জন্য কোন চিন্তা নেই। হাঁ, কোন্ বালকের কথা বল্‌ছ ?

মণি। হাঁ—হাঁ—আছে—আছে—হতভাগ্য বালক আমায় সাবধান কর্‌তে গিয়ে আজ মর্‌তে চলেছে। যদি পারেন—আগে তার উদ্ধারের উপায় করুন ; যতক্ষণ না তার উদ্ধার হয়, ততক্ষণ আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়্‌ব না।

১ম ঠগী। তার লেগে ভাবিস্ নি—মা, হামি তারে সাথে নিয়ে যাবে।

মণি। তাকে না পেলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ব না ; আগে তার উদ্ধার কর, তার পর আমাদের উপায়।

১ম ঠগী। তা' হ'লে তোরা এই মন্দিরের পেছনে ঐ যে বুড়ো বটগাছটা দেখ্‌ছিস্, ঐখানে একটু গা ঢাকা দিয়ে ব'স্, ভূতের ভয়ে ওখানে কেউ যায় না। ওরা বলে—মায়ের ডাকিনী যোগিনী ঐ গাছের কোটরে থাকে, তাই ওরা দূর থেকে ঐ গাছটাকে গড় করে। ওখানে তোদের কোন ভয় নেই।

মোহন। এমনভাবে চোরের মত আত্মগোপন ক'রে থাক্‌তে হবে ? না—কখনও না—তার চেয়ে মৃত্যু ভাল ! তোমরা সেই বালককে নিয়ে এস, আমরা এইখানেই তোমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌ব।

১ম ঠগী। কথা রাখ্—দেবতা, কেন দুষ্‌মণের হাতে জান্ দিবি ?

মোহন। তোমরা যাও—আমাদের জন্য কোন চিন্তা ক'রো না। যতক্ষণ হাতে তলোয়ার আছে, মোহন লাল সয়তানকেও ভয় করে না।

[ঠগীদ্বয়ের প্রস্থান।

মা, তুমি মন্দিরে যাও—তোমার রক্ষিস্বরূপ আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম।

[মণিবাঈয়ের প্রস্থান।

ঐ বুঝি তারা আস্‌ছে—একটু অন্তরালে থাকি।

[তথাকরণ]

অগ্রে রক্তাম্বর পরিহিত ঠগীসর্দ্দার এবং তৎপশ্চাৎ
মাল্য-বিভূষিত চন্দনচর্চ্চিত ছোট্টুকে লইয়া
গীতকণ্ঠে ঠগীগণের প্রবেশ।

ঠগীগণ।—

গান।

চ'লে আয়—চ'লে আয়।
দোব ভক্তিভরে রক্তজবা
রক্তমুখীর রাঙা পায়॥
রক্তখাগীর রক্ত চাই,
নরবলি দিব তাই,
আঁজ্‌লা ভ'রে তাজা রক্ত
ঢেলে দোব মায়ের পায়॥
নাচ্‌ব সবাই তাথিয়া থিয়া থিয়া,
পিয়ে গরম সরাব মস্‌গুল হিয়া,
মায়ের পায়ে পড়্‌ব লুটে,
প্রাণটা খুলে ডাক্‌ব মায়

ঠগী-সর্দ্দার। নে, আগে বেইমান্‌টাকে হাড়িকাঠে ফেল্‌—আগে বেইমান্ বলি দিয়ে তার পর অন্য কাজ—হাঁ, সেই ছুঁড়ি

২য় ঠগী। মাধা তাকে আন্‌তে গেছে, সর্দ্দার! কে একজন দুষ্‌মণ নাকি আমাদের এই জঙ্গলে এসেছিল; দূর থেকে তাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকে রুমাল ফাঁসে কাৎ কর্‌তে মাধা ছুটে গেল দেখে, লক্ষুও ছুট্‌লো—কাজ হাঁসিল ক'রে তারা এল ব'লে—

ঠগী-সর্দ্দার। ভাল, তাই আসুক্; ততক্ষণ বেইমান্‌টাকে হাড়িকাঠে ফেল্—জয় মা কপালিনী! দে—খাঁড়াখানা দে—

২য় ঠগী। [ছোট্টুর প্রতি] এস, বাপ্‌ধন—হাড়িকাঠে মাথাটী রাখ—বেইমানী মত্‌লব পোরা মাথাটা ধড়ে যদ্দিন থাক্‌বে, তদ্দিন সয়তানী বুদ্ধি খেল্‌বে। কাজ কি অত নট্‌খটিতে—দাও মাথাটাকে মায়ের পায়ে উচ্ছুগ্যু!

[ছোট্টু বিনা বাক্যব্যয়ে হাড়িকাঠে মাথা রাখিল]

ঠগী-সর্দ্দার। ছোঁড়াকে বড় পেয়ার কর্‌তুম, ছোঁড়াকে বলি দিতে কল্‌জেটার ভেতর যেন ভালুকে আঁচ্‌ড়াচ্ছে! কোন উপায় নেই—কোন উপায় নেই! বেইমান সে—এ তার বেইমানীর শাস্তি! জয় মা কপালিনি!

[খড়্গ উত্তোলন করিয়া আঘাত করিবার উদ্যোগ করিলে এক-দিক্ হইতে মোহনলাল আসিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিল, অন্যদিক্ হইতে দেবীর খড়্গ হস্তে রণ-রঙ্গিনীর ন্যায় মণিবাঈ প্রবেশ করিয়া আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে সর্দ্দারের সম্মুখীন হইল; সকলেই বিস্ময়-বিমূঢ়, ইত্যবসরে পূর্ব্বোক্ত ২য় ঠগী মাধা ও তাহার অনুচর প্রবেশ করিয়া ছোট্টুকে লইয়া পলায়ন করিল। সর্দ্দার সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

ঠগী-সর্দ্দার। সব বেইমানের জড়—

[মোহনলালকে আক্রমণ ও উভয়ের যুদ্ধ]

লে—তোরাও ঝাঁপিয়ে পড়্; হাতিয়ার, রুমাল-প্যাচে—যাতে পারিস্, দুষ্মণকে খাল্ করা চাই।

[সর্দ্দারের সহিত মোহনলালের যুদ্ধ চলিতেছিল, ঠগীরাও তাহাতে যোগ দিল; কেহ হাতিয়ার, কেহ বা রুমাল-প্যাচ মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; মণিবাঈ প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিল। পরে সর্দ্দার পরাজিত ও বন্দী হইল, এবং মণিবাঈ একজনের কণ্ঠদেশ ধরিয়া বধ করিবার জন্য খড়্গ উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল; অন্যান্য ঠগীগণ পলায়ন করিল।]

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব।—

গান।

ওগো বীরবর—ওগো বীরাঙ্গণা—
পাপীরে ব'ধো না—ব'ধো না।
প্রায়শ্চিত্ত সাধনে কর গো মার্জ্জনা ॥
বাড়াতে দেশের জাতির শক্তি,
দাও গো—দাও গো পাপীরে মুক্তি,
শোন গো সেবকের সার যুক্তি—
মায়ের আদেশ বধিতে মানা ॥

নিজে শক্তিমান্ হ'য়ে বাঙ্গালার এমন একটা প্রবল শক্তির ধ্বংস সাধন ক'রো না—বৎস, নিরস্ত হও।

মোহন। জানেন কি—সন্ন্যাসি, এরূপ নরঘাতক পাষণ্ডদের ধ্বংস একান্ত প্রয়োজন?

ভৈরব। জানি, হতভাগ্যের প্রবৃত্তি আজ অজ্ঞানতায় হাত ধ'রে অন্ধকারময় পাপের পথে ছুটেছে, তাই সে নরঘাতক দস্যু ; তুমি তাকে জ্ঞানের পরশ দিয়ে ধর্ম্মের দিব্য আলোকে তার কর্ত্তব্য পথ দেখিয়ে দিয়ে তাকে মানুষ কর।

মোহন। ভাল—সন্ন্যাসি, তাই হোক্! যাও, সর্দ্দার—মুক্ত তুমি—

[তথাকরণ]

ঠগী-সর্দ্দার। কি রকম? তু হামাকে ছাড়িয়ে দিলি?

মোহন। হাঁ—সর্দ্দার, ছেড়ে দিলুম ; কিন্তু সাবধান—আর কখনও এমন কাজ ক'রো না!

ঠগী-সর্দ্দার। সে কথা পরে। আগে তু বল্, কেন হামায় ছাড়িয়ে দিলি?

মোহন। বাঙ্গালার এমন একটা শক্তিকে নষ্ট করব না ব'লেই তোমায় ছেড়ে দিলুম, সর্দ্দার! আজ থেকে নরহত্যা ছেড়ে তুমি মানুষ হও—

ঠগী-সর্দ্দার। ঠিক্ বলেছিস্, এ কথা হামি এতদিন কারও মুখে শুনি নি—এমন কাম্ভি কোথাও দেখি নি—আঁতে যেন কিসের একটা দরদ্ বাজ্ছে! কত মানুষ মেরেছি—কত সোনা-দানা লুঠ করেছি—লেকিন্ আঁতে কখনও এমন দরদ্ বাজে নি! না—আজ থেকে আর ও কাম হামি কর্বে না—খুন ভি কর্বে না—লুঠ ভি কর্বে না। দোহাই —তু হামারে মানুষ করিয়ে দে—[নতজানু হইল]

ভৈরব। মানুষ হবি? এঁরাই মানুষ—তা' হ'লে এঁদের সঙ্গ ছাড়িস্ নি। [প্রস্থান।

ঠগী-সর্দ্দার। কিছুতেই না—যখন মানুষ পেয়েছি, তখন মানুষের সাথ্ কিছুতেই ছাড়্ব না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্রণা-কক্ষ

বালাজী ও সর্দ্দারগণ

বালাজী। আপনারাই বলুন—পেশোয়ার আসনে বস্‌বার উপযুক্ত কে? পরশ্রীকাতর নীচমনা স্বার্থপর রঘুজী—না আমি? এতদিন ধ'রে তর্ক চ'লে আস্‌ছে, কোন মীমাংসা হয় নি; ফলে আমাদের মধ্যে বিদ্বেষের আগুন বেশ একটু ধোঁয়াচ্ছে। তাই আজ এ তর্কের মীমাংসা কর্‌তে আপনাদের আহ্বান করেছি। রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় একবার ভাল ক'রে পর্য্যালোচনা ক'রে দেখুন—কোষাগার কপর্দ্দকশূন্য—দুর্ভিক্ষে প্রজার হাহাকার—ঘরে বাইরে শত্রু! দিল্লীর বাদ্‌শা শ্যেন-দৃষ্টিতে এই-দিকেই চেয়ে আছে। এ অবস্থায় প্রজার অন্নকষ্ট নিবারণ, শত্রুদমন ক'রে যে রাজ্যে শান্তি স্থাপন কর্‌তে পার্‌বে—মহান্ পেশোয়ার গৌরবের আসনের অধিকারী হবে সে—না অন্য কোন স্বার্থান্ধ মারাঠাকুলের কলঙ্ক নরাকারে পশু? আমি ভবিষ্যদ্বাণী কর্‌ছি—যদি আপনাদের ইচ্ছায় রঘুজী পেশোয়া পদের অধিকারী হয়, তা' হ'লে স্থির জান্‌বেন—রাজ্যে যে অশান্তির আগুন এখন একটু একটু ধোঁয়াচ্ছে, অনুকূল বাতাস পেয়ে সে আগুন দাবানলের মত জ্ব'লে উঠ্‌বে। প্রজার হাহাকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হবে—একটা প্রবল শত্রুর সংঘর্ষে মহান্ পেশোয়ার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হবে। এখন ভেবে দেখুন আপনাদের কর্ত্তব্য কি?

১ম সর্দ্দার। আমার বিবেচনায়—মারাঠাবীর বালাজী বাজীরাওই মহান্ পেশোয়া পদের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি; আপনারা কি বলেন?

২য় সর্দ্দার। আমারও ঐ মত।

৩য় সর্দ্দার। কিন্তু আমি বলি—রঘুজিই বা অনুপযুক্ত কিসে? যে পেশোয়া পদ লাভ করতে বালাজী বাজীরাও স্বয়ং সচেষ্ট, রঘুজী সেই পদপ্রার্থী; তাই পরস্পরের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জেগে উঠেছে। দুজনেই ছুটেছেন স্বার্থের পশ্চাতে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বার্থপরতার অপরাধ একা রঘুজীর উপর চাপানো যুক্তি-সঙ্গত ব'লে মনে হয় না।

১ম সর্দ্দার। মশায়ের ইচ্ছাটা রঘুজীই পেশোয়া হ'ন্, কেমন?

৩য় সর্দ্দার। আমি তা বলি নি; আপনারা একজনের পক্ষপাতী হ'য়ে আর একজনের উপর অন্যায় দোষারোপ করছেন, আমি তার প্রতিবাদ করেছি মাত্র।

বালাজী। ভাল, তাই যেন করলেন, কিন্তু আপনার নিজেরও একটা মত আছে ত?

৩য় সর্দ্দার। আমার মতামতে কি যায়-আসে? যেখানে দশের মত প্রবল, সেখানে একজনের মতামতের কোন মূল্য নেই।

১ম সর্দ্দার। ও সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে! মশায় নিজের মত্‌টা মুখ ফুটে না বললেও আমরা বেশ বুঝতে পারছি—মশায় রঘুজীর পক্ষপাতী। কিন্তু এ পক্ষপাতিত্বে সর্দ্দার বালাজী বাজীরাওয়ের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমরা মারাঠা—অস্ত্রের সাহায্যেই অতি সহজেই জটিল তর্কের মীমাংসা ক'রে থাকি।

৩য় সর্দ্দার। সেরূপ মীমাংসায় রঘুজীও জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে। তবে চিন্তার বিষয় এই যে, আত্ম-কলহের বীজ রাজপুতনায় উপ্ত হ'য়ে সমগ্র রাজপুত জাতির সর্ব্বনাশ করেছে। আজ যদি মারাঠা জাতির মধ্যে সেই আত্মকলহের সূচনা হয়, তা' হ'লে তাদের জাতীয় অভ্যুত্থান আজ শত্রুদলের হৃদয়ে যে একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, অচিরেই

তাদের সে আতঙ্ক দূরীভূত হবে। মারাঠার অধঃপতন অনিবার্য্য জেনে তাদের হৃদয় পরিপূর্ণ উল্লাসে নেচে উঠ্‌বে।

বালাজী। সর্দ্দার সত্যই বলেছেন, আত্মকলহই যে জাতীয় সর্ব্বনাশের মূল, এ কথা কে অস্বীকার কর্‌বে? যাতে মারাঠা জাতির মধ্যে এই আত্ম-কলহের সূচনা না হয়, সর্ব্বাগ্রে আমাদের সেইদিকেই দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। তুচ্ছ পেশোয়ার পদ সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের জন্যও আমি এ আত্ম-কলহের সৃষ্টি কর্‌তে চাই না। আমি সেইজন্যই আপনাদের আহ্বান করেছি—যদি রঘুজীকেই আপনারা যোগ্য মনে করেন, পেশোয়া-পদ তাকেই দান করুন; তবে ভাল-মন্দের জন্য দায়ী আপনারা।

২য় সর্দ্দার। জানি, আপনি মহান্—উদার—পেশোয়া-পদের একমাত্র যোগ্য পাত্র; আর এও জানি—আত্মকলহের আশঙ্কায় এ গৌরবের অধিকার আপনি স্বেচ্ছায় আর একজনকে বিলিয়ে দিতে পারেন; কিন্তু তথাপি দেশের জন্য—দশের জন্য—মারাঠা জাতির জন্য এত বড় একটা দায়িত্বভার একজন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া সমীচীন ব'লে মনে হয় না।

১ম সর্দ্দার। আমরা কখনও অন্যায়ের ভ্রুকুটী সহ্য কর্‌ব না, তাতে যদি আত্ম-কলহের সৃষ্টি হয় হোক্—কি বলেন, সর্দ্দার?

রঘুজীর প্রবেশ।

রঘুজী। কেন তা সৃষ্টি হবে, সর্দ্দার? আমি আত্ম-কলহের পক্ষপাতী নই—বালাজী পেশোয়া হ'তে চান্ হোন্; সুশাসনে রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করুন—বিদ্রোহীদের দমন ক'রে অরাজকতা নিবারণ করুন—দিল্লীশ্বরের লুব্ধ শ্যেন-দৃষ্টি হ'তে মারাঠার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষা করুন—আমি মহান্ পেশোয়া পদের প্রত্যাশী নই; শুধু একটা অনুরোধ—হীন

স্বার্থের জন্য অযথা আত্ম-কলহের সৃষ্টি ক'রে ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-ব্যাপী সাধনায় প্রতিষ্ঠিত মারাঠা শক্তি ক্ষুণ্ণ করবেন না।

সর্দ্দারগণ। সাধু—সাধু—সাধু!

বালাজী। আমিও পেশোয়া পদের প্রার্থী নই—রঘুজী, পেশোয়া হবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কখনও মনে স্থান দিই নি। কিন্তু কি করি—রাজ্যের ভিত্তিস্তম্ভস্বরূপ এই সর্দ্দারদের অনুরোধ উপেক্ষা করবার সাধ্য আমার নেই। তাঁরা আমাকেই পেশোয়া পদে অভিষিক্ত করতে চান্, তাই রোগীর ঔষধ সেবনের মত নিতান্ত অনিচ্ছায় এমন একটা গুরু দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিতে চলেছি; এখন যদি তুমি আমায় ভারমুক্ত ক'রে অব্যাহতি দাও, বড়ই বাধিত হই।

১ম সর্দ্দার। মারাঠা-কুল-গৌরব মহান্ উদার বালাজী বাজীরাওয়ের এ প্রস্তাব মহত্ত্বের পরিচায়ক হ'লেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এরূপ গুরু দায়িত্ব ভার অন্যের উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয় না।

৩য় সর্দ্দার। আপনাদেরও কি ঐ মত? যোগ্যতা হিসাবে রঘুজী ভোঁসলে পেশোয়া পদের একেবারেই অনুপযুক্ত?

রঘুজী। যদি ওঁদের ধারণা তাই হয়—ওঁরা যোগ্য ব্যক্তিকেই পেশোয়া পদ অর্পণ করুন, আমি সানন্দে তাঁকে মহান্ পেশোয়া ব'লে বরণ করছি; কিন্তু দশের মতের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে অযথা একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি ক'রো না, সর্দ্দার!

৩য় সর্দ্দার। যখন তর্ক উঠেছে, তখন তার মীমাংসা হওয়াই ভাল। ওঁদের সপ্রমাণ করতে হবে—রঘুজী ভোঁসলে পেশোয়া পদের অনুপযুক্ত কিসে?

বালাজী। এর জন্য প্রমাণ-প্রয়োগের আবশ্যক কি, সর্দ্দার? রঘুজীই পেশোয়া পদ গ্রহণ করুন, আমি সানন্দে তাঁকে বরণ করছি।

রঘুজী। প্রয়োজন নেই—বালাজী, আমি বেরারে ফিরে যাচ্ছি। সর্দ্দারগণ, আপনারা বালাজীকেই পেশোয়া পদে অভিষিক্ত করুন। মহান পেশোয়া! বিদায়। [গমনোদ্যোগী হইলেন, বালাজী বাধা দিলেন]

বালাজী। যদি সমগ্র সর্দ্দারবৃন্দের ইচ্ছায় আমায় এই বিরাট্ দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করতে হয়, তা' হ'লে সর্দ্দার রঘুজী ভোঁস্‌লের সহানুভূতি, উপস্থিতি ও সাহায্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

সর্দ্দারগণ। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—

বালাজী। বন্ধু রঘুনাথজী—বর্ত্তমানক্ষেত্রে সাধারণের চক্ষে আপনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য আমাদের এই সৌহার্দ্দ্যের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করতে—আসুন সর্ব্বাগ্রে আমরা ভগবান্ রামলিঙ্গ-দেবের মন্দিরে পরস্পরে রাখী বিনিময় করি; তার পরের কর্ত্তব্য তার পর।

সর্দ্দারগণ। সাধু প্রস্তাব—সাধু প্রস্তাব!

রঘুজী। উত্তম—আমি সানন্দে প্রস্তুত।

বালাজী। কাল শুক্লানবমী, ফুটন্ত জ্যোৎস্নার প্রথম রজত-তরঙ্গ ধরণীর বক্ষে বিচ্ছুরিত হবার পূর্ব্বেই আমরা দেবাদিদেবের মন্দিরে মিলিত হব—বন্ধু, মনে থাকে যেন।

রঘুজী। উত্তম!

[প্রস্থান।

৩য় সর্দ্দার। এ শুভ মিলন-সন্দর্শনে আনন্দ উপভোগ করবার সৌভাগ্য হ'তে কি সর্দ্দারেরা বঞ্চিত থাকবে, মহান্ পেশোয়া?

বালাজী। সর্দ্দারেরাই রাজ্যের ভিত্তিস্তম্ভ—পেশোয়ার দক্ষিণ হস্ত। দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধুর শুভ-মিলনের পবিত্র মুহূর্ত্তে, পাছে জন-সংঙ্ঘের মতানৈক্য বশতঃ কোন কারণে অমঙ্গল সূচিত হয়, তাই ক্ষণকালের জন্য

শুভানুধ্যায়ী সর্দ্দারগণের সাহচর্য্য পরিহার করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। আশা করি, চির শুভাকাঙ্ক্ষী সর্দ্দারগণ ভাবী পেশোয়ার সে ত্রুটি মার্জ্জনা কর্‌বেন।

৩য় সর্দ্দার। [স্বগত] নূতন বন্ধুত্বস্থাপনে এরূপ নিভৃত সাক্ষাৎ! মনে যেন একটা খট্‌কা লেগে গেল।

[অভিবাদনান্তর প্রস্থান।

বালাজী। [ইঙ্গিতে ১ম সর্দ্দারকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন, পরক্ষণেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল] আপনারা তা' হ'লে এখন আস্‌তে পারেন।

[অভিবাদনান্তর সর্দ্দারগণের প্রস্থান।

স্বার্থের পথে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন কল্পনাতীত—অভিনব—চমৎকার!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বেরার সীমান্তস্থ উপত্যকার সানুদেশ

মণিবাঈ ও ঠগীগণ সহ ঠগী-সর্দ্দারের প্রবেশ।

মণি। বেরারের সীমান্তে যখন এসে পড়েছি, তখন আর আমার ভাবনা তোমাদের ভাব্‌তে হবে না, সর্দ্দার! তোমরা স্বচ্ছন্দে দেশে ফিরে যেতে পার।

ঠগী-সর্দ্দার। কি বল্‌ছিস্‌, তুই মা—আবার হামিলোক দেশে ফির্‌বে? আরে ছোঃ! যখন এমন মা পেয়েছি, তখন আর কারুর তোয়াক্কা রাখি না, তোর সাথ ছাড়্‌ব না। দে—মা, হামাদের মানুষ করিয়ে দে!

মণি। পাগল! তেমন মানুষ ছেড়ে একটা দুর্ব্বলা নারীর কাছে মানুষ হ'তে এসেছিস্‌! সংসারের আবর্জ্জনা মন্দভাগিনী আমি—আমার সঙ্গে থেকে জীবনব্যাপী সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তোমাদের কর্ম্মময় জীবন হেলায় নষ্ট ক'রো না, সর্দ্দার! আমার কথা শোন, দেশে ফিরে যাও—সেখানে গিয়ে মোহনলালের সন্ধান ক'রে, তার উপদেশ মত দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ ক'রে মানুষ হবার চেষ্টা কর।

ঠগী-সর্দ্দার। উ-হুঁ, তা হবে না—মায়ের ছেলে মাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না; মানুষ কর্‌তে—তু মানুষ ক'রে দে; জাহান্নমে পাঠাতে হয়—তু জাহান্নমে পাঠিয়ে দে—

মণি। একান্তই যাবে না?

ঠগীসর্দ্দার। না—কিছুতেই না মার্‌তে হয় মার, রাখ্‌তে হয় রাখ—হামিলোক তুহারে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

মণি। সত্যই যাবে না? উত্তম, তা' হ'লে প্রতিজ্ঞা কর—পুত্র, সংসার-পরিত্যক্তা যে অভাগিনী নারী আজ সর্ব্বস্বহারা হ'য়েও তোমাদের লাভ ক'রে শক্তিমান্ শতাধিক পুত্রের জননী, সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে তার আদেশ তোমরা অবনত মস্তকে পালন কর্‌বে?

সকলে। কসম খেয়ে বল্‌ছি, মা—আলবৎ কর্‌ব!

মণি। যদি প্রয়োজন হয় ত এ অভাগিনীর জন্য প্রাণ দেবে?

সকলে। আল্‌বৎ দোব।

মণি। তা' হ'লে প্রস্তুত হও—পুত্রগণ, কর্ম্মময় জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য শক্তির সাধনায়; তার পর যে দুর্ব্বৃত্ত কদাচারী লম্পট নরপশুর অত্যাচারে আজ তোমাদের জননী রাজরাণী হ'য়েও পথের ভিখারিণী, সেই অত্যাচারী সয়তানের তপ্ত রক্তে তোমাদের লাঞ্ছিতা, অপমানিতা জননীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে তোমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর; প্রয়োজন হয় ত —দেহের শেষ শোণিত বিন্দুটী পর্য্যন্ত উৎসর্গ কর।

সকলে। কর্‌ব—আল্‌বৎ কর্‌ব! তুহার লেগে হামি লোক জান্ দোব—

মণি। আশ্বস্ত হলুম। তা' হ'লে এস—পুত্রগণ, পুরুষের ছদ্মবেশে আমি তোমাদের নবীন নেতারূপে অগ্রসর হই, আর তোমারা ছায়ার মত আমার অনুসরণ কর।

[সকলে গমনোদ্যোগী হইলে বেগে ছোট্টুর প্রবেশ]

একি—ছোট্টু—তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

ছোট্টু। আমি ঐ পাহাড়টায় উঠেছিলুম।

মণি। অবাধ্য শিশু—পাহাড়ে উঠেছিলি কেন?

ছোট্টু। সমান জমি থেকে যতদূর দেখা যায়, মনে হ'ল পাহাড়ের উপর থেকে তার চেয়ে ঢের বেশি দেখা যাবে, তাই পাহাড়ে উঠেছিলুম।

পাহাড় থেকে দেখ্‌লুম, মা, একটা বুড়ো লোক, দেখ্‌তে ঠিক পাগলের মত, পরণে ছেঁড়া কাপড়, রুক্ষ মাথা, গায়ে একটা ছেঁড়া মের্‌জাই, খরাপেয়ের মত ঐ খাড়া পাহাড়টার গা বেয়ে উঠ্‌ছে; যখন সে উপরের ঝর্‌ণার পানে চাইতে লাগ্‌ল, তার জিভটা আপনি বেরিয়ে আস্‌তে লাগল। দেখে মনে হ'ল—তার খুব তেষ্টা পেয়েছে; কিন্তু হতভাগা উঠ্‌তে পার্‌লে না—গড়াতে গড়াতে নীচে প'ড়ে গেল—আর উঠ্‌ল না। তাই দেখে তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে এলুম, মনে কর্‌লুম—তার কাছে ছুটে যাব; কিন্তু মা, পথ খুঁজে পেলুম না ব'লে এইদিকে চ'লে এলুম।

মণি। সর্দ্দার, তৃষ্ণার্ত্ত বৃদ্ধকে পিপাসার জল দিয়ে তোমার মায়ের প্রথম আদেশ পালন কর; আর পার ত তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস।

[সর্দ্দার ও ঠগীগণের প্রস্থান।

আয়, ছোট্টু—আমার সঙ্গে আয়।

ছোট্টু। চল—মা, আমি আস্‌ছি। ক'জন লোক ঘোড়ায় চ'ড়ে ঐ দিকে গেল, তারা কোথায় যায়, একবার দেখে আসি।

[প্রস্থান।

মণি। চতুর বালক, মানুষ হ'লে একটা মানুষের মত মানুষ হবে।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে অবধূতের প্রবেশ।

অবধূত।—

গান।

ওমা, চল না নিয়ে হাত ধ'রে।
থাকতে আঁখি অন্ধ আমি
পথটা ঘেরা আঁধারে॥

জ্বেলে দিয়ে জ্ঞানের আলো,
দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দে মা সাদা কালো,
এই চোখেতে সবই ভাল,
যেন সবাই দেখে আপন পরে ॥
থাকে না ভেদ কান্নাহাসি,
শুধু ভালবাসা-বাসি,
প্রেম-প্লাবনে ডুবিয়ে দে মা—
ধরাখানা জোর ক'রে ॥

[প্রস্থান।

ভাস্করের প্রবেশ।

স্মৃতি—স্মৃতি —
যন্ত্রণার হেতু দুর্ণিবার !
জ্বালাইয়া হৃদিমাঝে অশান্তি-অনল
তুষানল সম
পলে পলে দগ্ধ করে হৃদি অন্তস্তল !
শুনিয়াছি আশিবিষের দংশনে
দুঃসহ যাতনা,
কিন্তু এযে শতগুণ তার
জ্বালাময়ী স্মৃতির তাড়না।
আছে বহুবিধ মন্ত্রৌষধি
নিবারিতে অনল-প্রবাহ,
হরিতে বিষের ক্রিয়া, রক্ষিতে জীবন ;
কিন্তু স্মৃতির দহন—
মন্ত্রৌষধি কিছু নাহি মানে !

সেই স্মৃতির অনলে
দহে হৃদি অহর্নিশ,
ভ্রমি ধরা উন্মাদের পারা শান্তিহীন !
হে ঈশ্বর—বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি,
দাও—দাও, দয়াময়—বিস্মৃতি আমায় !
কলঙ্কিতা মণিবাঈ—
অসহ্য—অসহ্য এই স্মৃতির তাড়না !
অহো !
উন্মত্ত সাগর কেন গ্রাসিল না তায় ?
অভাগিনী কেন না মরিল ?
বাঁচিল যদ্যপি—
মোর পাশে কেন না ফিরিল ?
দেখিতাম তবে কেবা শক্তিমান্
ব্যভিচারী দুর্ম্মতি পামর
ছিঁড়ে লয় হৃৎপিণ্ড হিয়া হ'তে মোর !
কিন্তু হায়—নিঠুর প্রাক্তন !

[কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন]

কিসের প্রাক্তন ?
দুর্ব্বলের প্রলাপ-বচন !
দুর্ব্বল অক্ষম আমি—
তাই পাপীর কবল হ'তে
না পারিনু উদ্ধারিতে আপন ভার্য্যায় !
ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি—
রক্ষণের ভার লয়েছিনু যার,

না পারিনু রক্ষিতে তাহারে।
অপরাধী আমি—কি দোষ তাহার ?
কিন্তু প্রতীকার নাহি কি তাহার ?
পাপিষ্ঠের অত্যাচার-স্রোত
বহিবে কি চিরদিন অবাধগতিতে ?
সহি শিরে মূষিকের পদাঘাত
চির নিদ্রাতুর র'বে পশুরাজ ?
যদি এই কলির ব্রাহ্মণ
শক্তিহীন—গণ্ডূষে শোষিতে
অনন্ত সাগর-বারি,
অশক্ত করিতে ভস্ম—কপিলের তেজে
দুর্দ্ধর্ষ সগরবংশ,
তথাপি দুর্ব্বল নয় এই ভুজযুগ
ধরিতে কৃপাণ,
কাটিয়া পাড়িতে ভূমে দুষ্কৃত অধমে।
প্রতিশোধ —প্রতিশোধ—

সহসা বালকবেশে মণিবাঈয়ের প্রবেশ।

মণি। আরও উচ্চৈঃস্বরে—গিরি বন, জল স্থল, অনিল আকাশ প্রতিধ্বনিত ক'রে আবার বল—ব্রাহ্মণ, "প্রতিশোধ"। তোমার ঐ কঠোর প্রতিজ্ঞাবাণী শুনে সারা বিশ্বের স্থাবর জঙ্গমের হৃদয়ে প্রতিহিংসার তড়িৎ প্রবাহ ছুটুক্—সর্ব্বংসহা ধরিত্রী কেঁপে উঠুক্—বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরের শান্তির আসন ট'লে যাক্। কলির ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মতেজের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি ক'রে যদি এই পাপ পৃথিবীখানাকে ভস্মীভূত কর্‌তে না পার—বীর তুমি, দুর্দ্ধর্ষ শক্তির বিরাট্ শকট চালিয়ে এই পৃথিবীর বুকখানাকে দ'লে চ'ষে

সমভূমি ক'রে দাও—অত্যাচারীর তপ্ত রক্তে একটা মহাপ্লাবন সৃষ্টি ক'রে ধরাখানা ডুবিয়ে দিয়ে সপ্তসিন্ধুর সঙ্গে একাকার ক'রে দাও।

ভাস্কর। ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্ষিপ্ত প্রতিহিংসার বিশ্বগ্রাসী দাবানল জ্বেলে বিরাট্ বিশ্বমাঝে ছুটে বেড়াচ্ছ কে তুমি, বালক?

মণি। কি পরিচয় দোব, ব্রাহ্মণ! আমার মত একজন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দীন হতভাগ্যের দেবার মত পরিচয় এমন কিছু নেই, যাতে কেউ সহজে চিন্‌তে পারে; তবে যে বাঙ্গালার অত্যাচারী নবাবের অত্যাচারের স্বাদ পেয়েছ, তার কাছে আমিও তারই মত একজন অত্যাচার-পীড়িত হতভাগ্য, এই পরিচয়ই যথেষ্ট!

ভাস্কর। অত্যাচারী নবাবের অত্যাচারের স্বাদ তুমিও পেয়েছ, বালক? তাই বুঝি প্রতিশোধের সঙ্কল্প নিয়ে সুদূর বাঙ্গালা থেকে বেরার সীমান্ত পর্য্যন্ত ছুটে এসেছ, একটু সাহায্য ভিক্ষা করতে—পরিচিত স্থানে স্বজন বান্ধবের সাহায্য পেলে না, এই অপরিচিত স্থান—কে তোমার সহায় হবে, বালক?

মণি। স্থান পরিচিত হোক্ আর অপরিচিতই হোক্, যেখানে মানুষ আছে—বিপন্নকে সাহায্য কর্‌তে সেখানে কোটি কোটি কোষমুক্ত শাণিত কৃপাণ একটী ইঙ্গিতে একসঙ্গে সূর্য্যকিরণে ঝল্‌সে ওঠে।

ভাস্কর। কিন্তু বালক,
এখন আর নাহি সেইদিন।
ছিল দিন—
যবে ব্যথিতের আর্ত্তনাদ
শুনিবার লাগি'
উৎকর্ণ রহিত কত ব্যাকুল শ্রবণ,
কত প্রসারিত কর—

টানিয়া লইত বুকে ব্যাকুল আগ্রহে,
ব্যথিত তাপিত জনে
কতই যতনে মুছাইত ব্যথা !
কত মহাপ্রাণ—
দিত প্রাণ আর্ত্তের রক্ষণে।
ছিল ব্রাহ্মণের তেজ—
সাগরের বারি গণ্ডূষে শোষিতে,
অভিশাপে দাবানল করিতে সৃজন !
কিন্তু এই কলিযুগে গিয়াছে সকলি ;
আছে শুধু জীর্ণ স্মৃতিটুকু
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের উপকথা রূপে !
বাঙ্গালা হইতে সুদূর বেরারে
আসিয়াছ মানুষের করিতে সন্ধান ;
অবোধ বালক !
পেয়েছ কি একটী মানুষ ?
শুনি তব বিষাদ-কাহিনী,
যার নেত্রকোণ হ'তে
বিন্দুমাত্র অশ্রুজল পড়েছে ঝরিয়া ?
ভরিয়া উঠেছে হৃদি
তোমা লাগি' সম বেদনায় ?
নাই—নাই, রে বালক, একজনও নাই !
ফেরো যদি এই ভাবে
ভারতের প্রতি দ্বারে দ্বারে,
আশা না পূরিবে তব ;

তোমার চীৎকার কেহ না শুনিবে,
তোমার রোদনধ্বনি
শুধু বায়ুভরে ভেসে যাবে
দিগন্তের কোলে !

মণি। ঘুমন্ত যদ্যপি আজি সমগ্র ভারত,
তুমি তবে কি বিশ্বাসে,
কোন্ বলে হ'য়ে বলীয়ান্
আগুয়ান প্রতিবিধিৎসিতে ?
একা তুমি—বলীয়ান্ অরি
কি করিবে তার ?
উন্মাদের প্রয়াস তোমার
আলিঙ্গিতে নিশ্চিত মরণ।

ভাস্কর। মৃত্যু-অভিলাষী আমি,
তাই ধাইতেছি মৃত্যুর পশ্চাতে।
করিয়াছি পণ—
মন্ত্রের সাধন কিংবা দেহের পতন।
জান না—বালক,
কী ব্যথায় জ্বলিছে অন্তর !
নিরন্তর মরণ কামনা—
হারা হ'য়ে হৃদয়ের মণি,
আশু মৃত্যু শ্রেয়ঃ গণি—
দুর্ব্বহ জীবন ভার ;
তাই প্রতিজ্ঞা আমার—
প্রতিবিধিৎসায় জুড়াইতে জ্বালা।

মণি। বুঝিয়াছি এতক্ষণে
কি বেদনাভারে
আকুল অন্তর তব।
প্রিয় হ'তে প্রিয়তর যেই,
বন্ধু কিংবা পরিজন-বিয়োগ-ব্যথায়
আকুলিত তুমি—
ছুটিতেছ উন্মাদ কল্পনা ল'য়ে।
কিন্তু হে ব্রাহ্মণ!
হারায়েছ যেই প্রিয়জন,
তারে যদি পুনঃ ফিরে পাও,
এই পণ র'বে কি অটুট?
পণরক্ষা হেতু
হইবে কি আগুয়ান্
আত্ম-বলিদানে?

ভাস্কর। স্তব্ধ হও, অশিষ্ট বালক!
হেন বাণী না আনিয়ো মুখে।
যা গিয়াছে—গিয়াছে তা চিরতরে।
পাপস্পর্শে পবিত্রতা গিয়াছে যাহার,
সে কভু ফেরে না আর;
সুনিশ্চয় গিয়াছে সে মরণের পার।
রে বালক, ধর বচন আমার,
লুপ্ত স্মৃতি জাগায়ো না পুনঃ।
বিষময় স্মৃতি—
ভুঞ্জিতে শুধুই জ্বালা—জ্বালা দুর্নিবার!

মণি। বুঝিলাম,
এও এক পণ চমৎকার!
চমৎকার বিচার তোমার!
যাও দ্বিজ,
যথা ল'য়ে যায় বিবেক তোমার।
ভিন্নপথ যাত্রী আমি—
ওই কর্ত্তব্যের পথ সম্মুখে আমার।

[বেগে প্রস্থান।

ভাস্কর। হীনবুদ্ধি এ ক্ষুদ্র বালক
শুধু বুঝিয়াছে প্রতিশোধ সার।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রমোদ-কক্ষ

[একটী আসনে সিরাজ ও ফৈজী। ফৈজীর অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া সিরাজ অর্দ্ধশায়িত, গোলাম হোসেন পানপাত্র সরবরাহ করিতেছিল এবং সিরাজের অলক্ষ্যে ফৈজীর সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইতেছিল —নানাপ্রকার ইঙ্গিতে গুপ্ত প্রণয়ের একটা চিত্তাকর্ষক অভিনয় চলিতেছিল। নর্ত্তকীগণ গাহিল।]

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

ধর বঁধু—নাও উপহার।
উছলিত রূপ, নবীন যৌবন,
ভঙ্গিভরা প্রেম পারাবার॥
হৃদয়-আসন দিব হে পাতিয়া,
সাধের কুসুমহার এনেছি গাঁথিয়া,
সোহাগে তোমার গলে
পরাইব কুতূহলে
আবেশে পড়িব ঢলিয়া—
দিব সখা খুলি' মরম-দুয়ার॥

পানোন্মত্ত সিরাজ ফৈজীর অঙ্কে ঢলিয়া পড়িল, ফৈজী অতি সন্তর্পণে ক শয়ন করাইয়া দিল এবং নিদ্রিত সিরাজের নিকট হইতে উঠিয়া প্রথমে নর্ত্তকীগণকে বিদায় করিয়া দিল; তার পর কয়েক পদ সরিয়া গিয়া ইঙ্গিতে গোলাম হোসেনকে আহ্বান করিল; গোলাম

হোসেন সাগ্রহে পূর্ণ পানপাত্র ফৈজীর মুখে তুলিয়া ধরিল ; ফৈজী এক নিঃশ্বাসে তাহা পান করিল ; অনন্তর গোলাম হোসেনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল]

ফৈজী। আর কতদিন এমনি ক'রে সইবো, প্রিয়তম? দারুণ পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়! হাতের কাছে সুস্নিগ্ধ বারি অথচ পান করবার উপায় নেই! উঃ কি যন্ত্রণা!"

গোলাম। [ফৈজীকে বক্ষে টানিয়া লইল এবং প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিল] ধৈর্য্য—আরও দিন কতক ধৈর্য্য ধ'রে থাক, প্রিয়তমে! আমাদের সুখের দিন আস্‌বেই আস্‌বে।

ফৈজী। ওঃ সে কবে? কতদিনে—প্রিয়তম? আর পারি না!

গান।

সখা, আর যে সহিতে পারি না।
আকুল পিয়াসা ছাতি ফেটে যায়,
আর বুঝি সখা বাঁচি না॥
বাদল ভরা আকাশ পানে
চেয়ে চেয়ে ডাকি ফটিক জল,
বুকে হানে বাজ বরষি বাদল
অনলের ধারা অবিরল,
মরণ দিতেছে স্নিগ্ধ পরশ
তবু কেন সখা মরি না॥

[পরিপূর্ণ আবেগে ফৈজী গোলাম হোসেনের বক্ষে মুখ লুকাইল।]

গোলাম। পারবে না—পারবে নাকি—প্রিয়তমে, আর দিনকতক ধৈর্য্য ধারণ ক'রে থাক্‌তে? উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করতে শুনেছি,

সিরাজ নাকি নবাবের সাথী হবে। প্রতীক্ষা কর, প্রিয়তমে—সেই সুবর্ণ-সুযোগের—মাত্র কটা দিন—রমজানের আলো এবার খোদা তোমার আমার জন্যই দুনিয়ার বুকে জ্বেলে দিচ্ছেন।

ফৈজী। উঃ সে কতদিন! আঁধার কেটে গিয়ে তবে ত আলো ফুটবে যুগ-যুগান্তর কাল পরে! গোলাম হোসেন—প্রিয়তম—আমায় ধর!

গোলাম। তবে—তবে কি তুমি চাও—প্রিয়তমে, পথের কণ্টক এখনই অপসারিত করতে? বল—তোমার জন্য গোলাম হোসেন পারে না এমন কাজ দুনিয়ায় নেই।

ফৈজী। পার তুমি গোলাম হোসেন—আমাদের সুখের পথের কণ্টক এখনই অপসারিত করতে?

গোলাম। আলবৎ পারি, প্রিয়তমে—যদি তুমি অনুমতি দাও। [সহসা উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সবেগে স্বীয় কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল] না—না—তোমার অনুমতির প্রয়োজন নেই—আজই—এই মুহূর্ত্তে আমি আমাদের পথের কণ্টক অপসারিত করব। উগ্র সরাবের নেশায় নবাবজাদা আজ যে সংজ্ঞা হারিয়েছে, সে সংজ্ঞা আর ফিরতে দোব না—

[নিদ্রিত সিরাজকে ছুরিকাঘাত করিবার উদ্যোগ; ফৈজী সবেগে উঠিয়া গোলাম হোসেনের হাতখানা ধরিয়া ফেলিল এবং রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল]

ফৈজী। না—না—মেরো না—মেরো না—আমি পারব ধৈর্য্য ধারণ করতে; রমজানের চাঁদের আলো যতদিন না ফোটে, ততদিন প্রয়োজন হয়—আরও দীর্ঘকাল ধ'রে ধৈর্য্য ধারণ ক'রে থাকব; এমন কি যতদিন না আমার জীবনের দীপ নিবে যায়, তুমি ক্ষান্ত হও—

গোলাম। শত্রু নিপাত করতে অস্ত্র তুলেছি, বাধা দিয়ো না, ফৈজী, তাতে বিপদ্ হবে!

ফৈজী। হোক্ বিপদ্, তবু নেমক্‌হারামী কর্‌ব না। না—গোলাম হোসেন, প্রাণান্তেও না।

[সহসা সিরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে গোলাম হোসেনের দিকে চাহিয়া রহিল—ফৈজী সিরাজের সম্মুখে নতজানু হইল।]

ফৈজী। মার্জ্জনা—নবাবজাদা—মার্জ্জনা—

সিরাজ। গোলাম—না—কে আছিস্?

রক্ষীর প্রবেশ।

শৃঙ্খলিত কর এই বিশ্বাসঘাতকে।

[রক্ষীর তথাকরণ]

আর নারি,
কি ক'ব অধিক তোমা?
বুকভরা ভালবাসা ল'য়ে
আমি ছুটিয়াছি পশ্চাতে তোমার,
তুমি কাল-বিষধরী,
বিনিময়ে তার
হৃদয়ে আমার করিলি দংশন!
এই নারী বিশ্বাসঘাতিনী—
জগতের মোহ-আকর্ষণ!
ভ্রান্ত অন্ধ নর দিবস যামিনী
ছুটিতেছে পশ্চাতে তাহার,
সর্ব্বস্ব দিতেছে ডালি তাহার চরণে!

এ অসার রূপ,
ছলনায় সৃজন যাহার,
হিয়া যার প্রতারণাময়—
মূঢ় সেই—তার সনে যে করে প্রণয়—
আত্মনাশ-অভিলাষে করে হলাহল পান।
ধিক্ নারী—ধিক্ নারী জাতি!
রক্ষি!
শৃঙ্খলিত করি এই পাপিষ্ঠা কামিনী,
ল'য়ে যাও হীরাঝিলে ;
পাষাণ-প্রাচীর-গাত্রে
কর তারে জীবন্ত প্রোথিত।
আর এই কৃতঘ্ন গোলামে
মৃত্তিকায় অর্দ্ধদেহ করিয়া প্রোথিত,
বেত্রাঘাতে ক্ষিপ্ত করি বুভুক্ষু কুক্কুরে
দেহ ছাড়ি দলে দলে ;
প্রমোদ কক্ষের দ্বার
আজি হ'তে রুদ্ধ ক'রে দাও ;
এ জীবনে আর না দেখিব
বিশ্বাসঘাতিনী রমণীর মুখ।

ফৈজী। সাহাজাদার জয় হোক্!
অন্ধ হ'য়ে মোহ লালসায়
করিয়াছি যেই মহাপাপ,
যোগ্য দণ্ডে হবে
যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত তার।

জগতের বিশ্বাসঘাতিনী নারীকুল
দেখি দুর্দ্দশা আমার,
করে যদি শিক্ষালাভ,
হবে জগতের মহা উপকার।
সাহাজাদা,
দাঁড়াইয়া মরণের তীরে অভাগিনী,
নতজানু জোড় করে মাগে
এক ভিক্ষা—
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতা কামিনী,
ছিল যার একদিন
তব প্রেমে পূর্ণ অধিকার,
ছিল ভাগ্যবতী
লভি তব অনুরাগ আদর সোহাগ,
আজি শেষ বিদায়ের কালে
রাখ তার শেষ অনুরোধ,
মুছে ফেল পাপিনীর স্মৃতি,
চিরতরে হৃদিপট হ'তে ;
মোর আচরণে যেই ভ্রান্ত সংস্কার
জন্মিয়াছে তব মনে রমণীর প্রতি,
তাও মুছে ফেল।
সরলা বালিকা লুৎফা অনুরাগী তব,
অতুলন তার প্রেম,
কর তারে জীবন-সঙ্গিনী,
হবে চিরসুখী—মিটিবে পিয়াসা,

পূর্ণ হবে অপূর্ণ বাসনা।
বিদায়—সাজাদা!
চল রক্ষি— [রক্ষি সহ প্রস্থান।

সিরাজ। মিথ্যা কথা—এত প্রবঞ্চনা!
ছলাময়ী বিশ্বাসঘাতিনী নারী—
মরুমাঝে মরীচিকা সম
তার ভালবাসা,
শুধু নিরাশায়—
পিপাসিত পুরুষ বধিতে।
লুৎফাও সেই নারী!
তার প্রেম—হা-হা-হা—

গোলাম। মার্জ্জনা—দোহাই সাহাজাদা! গোলামকে প্রাণভিক্ষা দিন্।

সিরাজ। মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আহ্বান ক'রে এখন মর্‌তে ভয় হচ্ছে, মূর্খ? রক্ষি, নিয়ে যাও—

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ।

আলি। একটা পাকাচুলো বুড়োর একটা অনুরোধ রাখ্‌বে, দাদু ভাই?

সিরাজ। আপনার অনুরোধ! আদেশ বলুন। কি আদেশ, দাদু-সাহেব?

আলি। একটা মাছিকে যখন ইচ্ছা কর্‌লেই মারা যায়, তার জন্যে কামান দাগ্‌বার দরকার হয় না, তখন আমার অনুরোধ—এ যাত্রা তাকে রেহাই দাও। সে অনেক দিনের কথা—তখন তুমি এতটুকু, সে এ বুড়োর একটা মহৎ উপকার করেছিল—নিজের জান্ তুচ্ছ ক'রে একটা ক্ষ্যাপা

ঘোড়ার দুর্দ্দমনীয় গতিরোধ ক'রে আমার কলিজার কলিজা তোমায় বাঁচিয়েছিল; নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাবীর বিনিময়েও সে কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনও শোধ কর্‌তে পার্‌বে না।

সিরাজ। দাদুসাহেবের আদেশ শিরোধার্য্য। যা—গোলাম, আজ হ'তে খান্ খানান্ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর কৃতজ্ঞতার ঋণ মুক্ত।

[রক্ষী ও গোলাম হোসেনের প্রস্থান।

আলি। এস, দাদুভাই—অবরোধের বদ্ধ বায়ু ছেড়ে হাওয়াখানার মুক্ত বাতাসে একটু বেড়িয়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বামলিঙ্গ দেবের মন্দির-সম্মুখ

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণের প্রবেশ।

সন্ন্যাসিগণ।—

গান।

শিব শুভঙ্কর, ভোলা মহেশ্বর
শঙ্কর হর শ্মশানচারী।
বিঘ্ন-বিনাশন, শূলী ত্রিলোচন,
ভবেশ-ভব-ভয়হারী॥

সন্ন্যাসিনীগণ।—অপর্ণা অভয়া উমা দনুজ দলনী শ্যামা,
বামে বিরাজিতা গিরীন্দ্রনন্দিনী গৌরী॥

সন্ন্যাসিগণ।— জটাজুট শিরে, আধ চাঁদ ভালে,
ফণী-গরজন জাহ্নবী কলকলে ;
সন্ন্যাসিনীগণ।—নৃমুণ্ড মালিনী কভু উলঙ্গিনী
অন্নদা অম্বিকা রাজ-রাজেশ্বরী।
সন্ন্যাসিগণ।—ভূতনাথ ভব কভু ভূত সঙ্গে
যোগিনী নাচে মনোরঙ্গে,
আসবে মাতিয়া তাথিয়া থিয়া থিয়া,
অসুর নাশিতে ভীমা ভয়ঙ্করী॥

[সকলের প্রস্থান।

অনুচরগণ সহ বালাজীর প্রবেশ।

বালাজী। মন্দিরের পশ্চাতে গুল্মান্তরালে তোমরা লুকিয়ে থাক, যেমন উপদেশ দিয়েছি—ইঙ্গিত মাত্রই বুভুক্ষু শার্দ্দূলের মত সকলে এক সঙ্গে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে। মনে রেখো—রঘুজী ভোস্‌লার ছিন্ন শিরের মূল্য সহস্র স্বর্ণমুদ্রা! যে সর্ব্বপ্রথমে ঐ শির আমায় উপহার দেবে, আমি তাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দোব ; তা ছাড়া অতিরিক্ত জায়গীর—[সহসা অশ্ব শদশব্দ শুনিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন, তারপর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন] ঐ অশ্বপদ শব্দ! সম্ভবতঃ রঘুজী। তোমরা প্রস্তুত থাক।

[অনুচরগণের প্রস্থান।

কূটনীতি পরায়ণ রঘুজীর মুখে বন্ধুত্বের ভাণ, অন্তরে বিদ্বেষের শাণিত ছুরিকা—শুধু আঘাতের সুযোগ প্রতীক্ষা কর্‌ছে। মূর্খ রঘুজী—অশ্বপদ শব্দ যেন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আস্‌ছে! আসুক্—আমিও প্রস্তুত। [ইতস্ততঃ পরিক্রমণ]

রাখী ও পুষ্পমাল্য হস্তে রঘুজীর প্রবেশ।

রঘুজী। বন্ধু, আছ কতক্ষণ মম প্রতীক্ষায়!
বিলম্ব কি হয়েছে আমার?
প্রভুভক্ত প্রিয় অশ্ব মোর
পবন গতিতে—প্রাণপণে
দীর্ঘ পথ করিয়াছে অতিক্রম,
এবে শ্রান্ত সে—একমাত্র সঙ্গী মোর,
নিঃসঙ্গ আসিতে হবে,
তাই বাঁধি তারে ওই বিটপীর মূলে
প্রবেশিনু দেবতা-মন্দিরে একা;
মারাঠার মহান্ কর্ত্তব্য করিতে পালন,
ভুলি বৈরভাব, মুছে ফেলি অন্তরের কালি,
পুণ্যরাখী-বিনিময়ে
করিবারে বন্ধুত্ব স্থাপন,
একতায় বাড়াইতে মারাঠা-শকতি,
এস বন্ধু প্রসারিয়া কর—
পুণ্য-পীঠে করি পরস্পরে রাখী-বিনিময়।
তার পর—প্রীতি-নিদর্শন এই ফুল হার
পরায়ে তোমার গলে
নবীন পেশোয়া বলি'
সগৌরবে করিয়া নন্দিত
মহান্ পেশোয়া পদে বসাব তোমায়।
একি—নিরুত্তর কেন, প্রিয়বর?
অকস্মাৎ কেন ভাবান্তর?

বালাজী। রঘুজী, চমৎকার অভিনয় তব !
হতাম যদ্যপি তোমা সম ভাবুক মহান্,
কত ভাবান্তর দেখিতে আমাতে ;
কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য আমার—
নহি আমি ভাবুক তেমন !
আজি দেখিতেছি—
ভাব-অভিনয়ে অদ্বিতীয় তুমি !
বিষকুম্ভপয়োমুখ
উপমায় শুনিয়াছি বহুবার,
আজি দেখিনু প্রত্যক্ষ,
তাই বলিতেছি, চমৎকার অভিনয় তব !

রঘুজী। একি রহস্যময় বচন তোমার ?
জাগ্রতে কি দেখিনু স্বপন ?
মনে রেখো, প্রিয়বর,
মারাঠার অনন্ত কর্ত্তব্য
বর্ত্তমান রয়েছে সম্মুখে তোমার !
বাজিছে কালের ভেরী গম্ভীর আরাবে
জাগাতে মারাঠা-শক্তি
ছত্রপতি শিবাজীর সনে
সুপ্ত যাহা বিলাস-তন্দ্রার কোলে।
এস বন্ধু—ত্বরা কর—

বালাজী। ভাল, কালক্ষেপে যদি
বিঘ্ন ঘটে স্বার্থসিদ্ধি পথে,
ধর অস্ত্র— যুদ্ধ কর—

রঘুজী। যুদ্ধ! একি—উন্মত্ত হয়েছ তুমি?
ভুলেছ কি কার সনে কর বাক্যালাপ?

বালাজী। ভুলি নাই, রঘুজী!
তোমা সনে করিতেছি বাক্যালাপ—
নহে ইহা উন্মাদের উন্মত্ত প্রলাপ!
পেশোয়া পদের প্রতিদ্বন্দ্বী আমরা দুজন,
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্বের মীমাংসা হইবে,
তাই তোমা করেছি আহ্বান;
ধর অস্ত্র—
অস্ত্র মুখে শ্রেষ্ঠত্বের হোক্ পরিচয়!

রঘুজী। তাই যদি ছিল অভিপ্রায়—
তবে প্রতারক নির্লজ্জ অধম,
কি হেতু এ মিত্রতার ভাণ?
ক্রূর অভিনয়—রাখী-বিনিময়?
দ্বন্দ্বযুদ্ধে ছিল যদি সাধ—
বিস্মরিয়া বীর-আচরণ,
কাপুরুষ সম
কেন হেন অশিষ্ট আচার?
ধিক্—ধিক্ নির্লজ্জ-অধম!

[গমনোদ্যোগ, বালাজী কর্তৃক বাধা প্রদান]

বালাজী। কোথা যাও, কাপুরুষ?
দ্বন্দ্বযুদ্ধে করেছি আহ্বান,
রণে ভীয়ান—কর পলায়ন?
মারাঠার এই কি আচার?

শোন, রঘুজী, উদ্দেশ্য আমার—
প্রতিদ্বন্দ্বী দুইজন না র'বে ধরায় ;
একমাত্র পেশোয়ার পদ,
হয় তোমার—নয় আমার—
জয়ী যে হইবে রণে।

রঘুজী। বুঝিয়াছি বীরত্ব তোমার ;
পরাজয়—মৃত্যুভয়ে সম্মুখ-সংগ্রামে
না করি আহ্বান, হীন কাপুরুষ,
চাহ দেখাইতে বিক্রম আপন,
আক্রমিয়া অস্ত্রহীন জনে ?
শোন—মূর্খ,
অস্ত্রহীন যদ্যপি রঘুজী,
তথাপি না ডরে
তোর মত অধম মূষিকে।
পথের কণ্টক তুই—
রয়েছিস্ পথরোধ করি,
পদাঘাতে সে কণ্টক এখনি সরাবো।

[রঘুজী রিক্তহস্তে বালাজীকে আক্রমণ করিলে, বালাজী তৎক্ষণাৎ বংশীধ্বনি করিবামাত্র তাহার অনুচরগণ প্রবেশ করিল।]

বালাজী। দুর্ব্বৃত্তকে আক্রমণ কর—

[অনুচরগণ আক্রমণ করিল ; রঘুজী রিক্তহস্তে সাধ্যমত বাধা দিতে লাগিলেন।]

রঘুজী। বিশ্বাসঘাতক মারাঠা—এই কি বীরত্বের পরিচয় ?

বেগে ভাস্করের প্রবেশ।

ভাস্কর। ধিক্ কাপুরুষের দল! তোরা না মারাঠা? সশস্ত্র বীর পাঁচজন—একজন নিরস্ত্রকে আক্রমণ কর্‌তে তোদের লজ্জা করে না? কি বল্‌ব—আমিও নিরস্ত্র; একখানা অস্ত্র পেলে আমি তোদের কুকুরের মত বধ কর্‌তেম। অস্ত্র নেই বটে, কিন্তু বীর মারাঠার বজ্রমুষ্টি এখনও শিথিল হয় নি—

[মুষ্ট্যাঘাতে দুইজন অনুচরকে ভূপতিত করিয়া রঘুজীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন]

রঘুজী। স'রে যাও—ভাই, স'রে যাও—আমার জন্য তুমি কেন বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রাণ দেবে? নিরস্ত্র হ'য়ে সশস্ত্র শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে যাওয়া উন্মত্ততা—নিশ্চিত-মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আহ্বান করা। এ উন্মত্ততা ত্যাগ কর, ভাই! [আহত রঘুজী ভূপতিত হইলেন]

ভাস্কর। [ভূপতিত অনুচরের তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্ষণপরে তরবারি ভগ্ন হইলে, তিনি আকুল স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন] একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্র—

অস্ত্র লইয়া বেগে ছট্টুর প্রবেশ।

ছোট্টু। এই নাও—একটা ঠগীবালকের হাতের হাতিয়ার; পার যদি—জান্ বাঁচাও।

[ভাস্করকে অস্ত্র দিয়া প্রস্থান।

[ভাস্কর নূতন অস্ত্র লইয়া সানুচর বালাজীকে আক্রমণ করিলে, বালাজী ও তাহার অনুচরগণ সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।]

ভাস্কর। প্রাণদাতা বালক, তোমার অস্ত্র নিয়ে যাও—বিপন্নের উদ্ধার হয়েছে। তাইত, বালক চ'লে গেছে। [রঘুজীর নিকটে গিয়া] আপনার আঘাত কি গুরুতর ?

রঘুজী। [ধীরে ধীরে অতিকষ্টে উত্থানের চেষ্টা করিতে করিতে] বিজয়ী বীর যুবক, তোমার অসীম সাহস আর অপূর্ব্ব বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে আমি আমার আঘাতের কথা ভুলে গেছি ! বল—প্রাণদাতা বীর যুবক, তুমি কে ? তুমি কি মারাঠা ?

ভাস্কর। ভাগ্যতাড়িত দীন মারাঠা আমি—এ ভিন্ন আমার অন্য পরিচয় নেই !

রঘুজী। [পরিপূর্ণ উল্লাসে, অভিনব উদ্যমে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল] মারাঠা তুমি—ব্যস্ ! বিজয়ী বীর যুবক, মহান্ পেশোয়া পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে জয়লক্ষ্মী আজ তোমায় বরণ করেছেন ; পেশোয়া পদ আজ হ'তে তোমার।

ভাস্কর। মার্জ্জনা কর্‌বেন ; প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে লব্ধ জয়মাল্য আপনারই প্রাপ্য। সশস্ত্র থাক্‌লে জয়লক্ষ্মী আপনাকেই বরণ কর্‌তেন—আমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন হ'ত না। তা ছাড়া ভাগ্যতাড়িত দীন ব্রাহ্মণ আমি—মহান্ পেশোয়া পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ! আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিই এ গৌরবময় আসনের একমাত্র অধিকারী।

রঘুজী। তা'হ'লে এস, প্রাণদাতা বীরযুবক, এ গৌরবের আংশিক অধিকার তোমাকেও গ্রহণ কর্‌তে হবে। আজ হ'তে তুমি আমার দক্ষিণ-হস্ত প্রধান সেনানায়ক—আমার বন্ধু—আমার ভাই ! চল—ভাই, স্নেহের আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ ক'রে তোমায় আমি বেরারে নিয়ে যাই—

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কানন-পথ

বালাজী ও তাহার অনুচরগণের প্রবেশ

১ম অনু। তা' হ'লে—সর্দ্দার, এখন কি কর্‌বেন মনে কর্‌ছেন?

বালাজী। তাই ভাব্‌ছি, এখন কি কর্‌ব! এই অপমান-মসীলিপ্ত মুখ নিয়ে কেমন ক'রে পুনায় যাব? এ পরাজয়-কলঙ্ক-কাহিনী এতদিনে দেশময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে। আমায় দেখে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিদ্রূপের হাসি হাস্‌বে—বীর-সমাজ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। রঘুজী যাদু জানে—বেরারের সর্ব্বপ্রধান নেতা সে—যে যাদুমন্ত্রে বেরারবাসীকে মুগ্ধ করেছে, সেই যাদুমন্ত্রে পুনঃ মারাঠা-সর্দ্দারগণকে করায়ত্ত ক'রে আপনাকে পেশোয়া ব'লে ঘোষণা কর্‌বে—ব্যস্। তা' হ'লে সব দিক্ জ্বলজ্বলাট হ'য়ে গেল!

বেগে সাহুজীর প্রবেশ।

সাহু। সে পথে কাঁটা—রাওজী, সে পথে শেয়াকুলের কাঁটা।

বালাজী। কি রকম? একি, সাহুজী—তুমি? তুমি কোত্থেকে? ওকি, চুপ্ ক'রে রইলে যে?

সাহু। একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি, রাওজি, ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছি না—আগে রাওজীর কোন্ প্রশ্নটার উত্তর দোব। রাওজী

রকমটাও শুনতে চান্, আবার আমার আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটাও জানতে চান্, এই প্রশ্নস্রোতের দোটানার মাঝে আমি কুঠো গাছটা বৈ ত নয়!

বালাজী। রঙ্গরস রাখ, সাহুজী : রঙ্গরসের একটা সময় আছে।

সাহু। আছে নাকি? দুনিয়ার লোকে ঐ সময় নিয়ে কত কথা বলে বটে; কিন্তু—রাওজী, ও কথাটা আমি ঠিক পরিপাক ক'রে উঠ্‌তে পারি না। মোটামুটি এইটুকু বুঝি যে, যাতে একটু আনন্দ পাওয়া যায়, সে কাজ করতে পাঁজিপুঁথি ঘেঁটে অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ, কালবেলা, বারবেলা, কালরাত্রি, গণ্ডযোগ—এ সব—অকালের ফিরিস্তি বার করবার প্রয়োজন হয় না।

বালাজী। বলেছি ত—সাহু, আমার মানসিক অবস্থা এখন ভাল নয়—তোমার রঙ্গরস এখন ভাল লাগ্‌ছে না।

সাহু। পাঁজীর কালাকালের নির্ঘণ্টটাও কালাকাল? মাপ্ করবেন, রাওজী, ঐ রঙ্গরস শব্দটার ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ অনুধাবন করবার ব্যুৎপত্তিটুকু আমার আজও হ'ল না। যাক্, যখন হ'লই না, তখন আজ থেকে রঙ্গরস দূরের কথা, এক 'হাঁ' 'না' ছাড়া আর কথাও ক'ব না—বার্ত্তাও ক'ব না।

১ম অনু। আহা-হা, চটেন কেন—চটেন কেন—রাওজী ত আর আপনাকে কথাবার্ত্তা কইতে নিষেধ করেন নি?

সাহু। না।

১ম অনু। তবে কি জানেন, ওঁর মানসিক অবস্থাটা এখন ভাল নয়, তাই রঙ্গরস ওঁর ভাল লাগ্‌ছে না; নইলে বৈঠকে কি রংমহালের মজ্‌লিসে রঙ্গরস ত চাই।

সাহু। হাঁ।

১ম অনু। যাক্ ও সব কথা, এখন ঐ পথে কাঁটার কথা কি বল্‌ছিলেন, তাই বলুন!

সাহু। না।

১ম অনু। সে কি, সাহুজী! একটা প্রয়োজনীয় কথা বল্‌তে এসেছেন, আর বল্‌বেন না?

বালাজী। কি সাহু—বল্‌বে না?

সাহু। না।

বালাজী। তবে রে, স্পর্দ্ধিত কুক্কুর—[অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত]

সাহু। না, তা' হ'লে আর পারা গেল না! রাওজী নিজেই এইমাত্র কথা কইতে নিষেধ কর্‌লেন, আবার এখনই পেড়াপীড়ি কর্‌ছেন সেই নিয়ম লঙ্ঘন কর্‌তে—এ যে বাবা শাঁখের করাতে পড়্‌লুম।

১ম অনু। ওঃ—তাই বলুন?

সাহু। আর বল্‌ব কি, সর্দ্দার বল্‌তে ভরসাও হচ্ছে—আবার সাহসও হচ্ছে না! যাক্, যা হবার তাই হবে; এখন বক্তব্যটা ব'লে পেট্টা হাল্‌কা ক'রে ফেলি। শুনুন্ রাওজী, আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, পুনায় রঘুজীর কোন চাল্‌ই চল্‌বে না। সর্দ্দারদের ইচ্ছা রাওজী পেশোয়া হন্—রঘুজী নয়।

বালাজী। সর্দ্দারেরা জানে, আমি রঘুজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি।

সাহু। করেছেন কেন—কর্‌বেন, এইরূপই তারা শুনেছিল; কিন্তু কথাটা সকলে বিশ্বাস করে নি—অনেকে তাদের সন্দেহের কথাও বলেছিল—

বালাজী। বিশ্বাস করেন নি?

সাহু। এক পেশোয়া পদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রস্তাবটা কি সহজে বিশ্বাস করা যায়, রাওজী ?

বালাজী। বটে—তারপর ?

সাহু। তার পর আর কিছু নেই। এখন যারা রঘুজীর পক্ষপাতী, তাদের হাত করতে পেশোয়া পদের মালেকান্ স্বত্ব যে রাওজীর অধিকারে আস্‌বে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তবে এ কাজ হাসিল হ'লে থোক্-থাক্ কিছু অর্থের প্রয়োজন, তা রাওজী মনে কর্‌লে তারও উপায় কর্‌তে পারেন।

বালাজী। অর্থ ?

সাহু। আজ্ঞে হাঁ, অর্থ—অর্থাৎ স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা। লোকবল বাড়াতে হ'লেই আগে অর্থবল চাই। প্রচুর অর্থ চাই—রাওজী, প্রচুর অর্থ চাই।

বালাজী। কিন্তু সে আশা নেই, সাহুজী; দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ—প্রজাদের ঘরে ঘরে হাহাকার—তারা প্রয়োজন হ'লে দেহের রক্ত ঢেলে দিতে পার্‌বে; কিন্তু আমার সাহায্যের জন্য একটী কপর্দ্দকও দিতে পার্‌বে না।

সাহু। তা'হ'লে অন্য উপায় দেখুন—মোট কথা অর্থ চাই।

বালাজী। অন্য উপায় ত কিছুই দেখ্‌ছি না।

সাহু। শুনেছি, রঘুজীও অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে দলবল নিয়ে সুজলা সুফলা বাঙ্গালার দিকে ছুটেছে; রাওজীও তাই করুন।

বালাজী। সেখানে কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ হ'তে পারে ?

সাহু। উপায় ? উপায়—ছলে বলে কৌশলে পরস্ব গ্রহণ—

বালাজী। পরস্বাপহরণ মহাপাপ, সাহুজী!

সাহু। আহা-হা, পরস্বাপহরণ কেন, রাওজী ? যে উপায়ে এক

রাজা অন্য রাজার রাজ্যখানাকে নিজের ব'লে ভোগদখল করে, ঠিক সেই উপায়ে পরের সঞ্চিত অর্থ নিজের ব'লে গ্রহণ ক'রে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করলে কখনও পাপের ভাগী হ'তে হয় না।

বালাজী। তুমি জান না, সাহুজী, বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, তাই রাজ্যজয়ে পাপস্পর্শ করে না ; কিন্তু অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ মহাপাপ !

সাহু। তা' হ'লে পেশোয়া পদের আশা ত্যাগ ক'রে পবিত্র সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করুন, মহা পুণ্য সঞ্চয় হবে।

বালাজী। রঘুজী কি এই পথ অবলম্বন করেছে ?

সাহু। দস্তুর মত—সে তার নূতন সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিত নামীয় একজন ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠিয়েছে, বাঙ্গালা হ'তে অর্থ সংগ্রহ করতে। যদি পেশোয়া হ'তে চান্, রাওজী, আপনিও সেই পথ অবলম্বন করুন।

বালাজী। নিরীহ বঙ্গবাসীর উপর উৎপীড়ন ক'রে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, সাহু ?

সাহু। এ যুগে বলী, কর্ণ, দধিচি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, রাওজী ! এখন যুগ ধর্ম্ম অনুযায়ী চলতেই হবে, নইলে কার্য্যসিদ্ধির কোনও উপায় নেই। তার পর বঙ্গবাসীর মত নিরীহ জাতি পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। মেষ শাবকের মত তারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করে, মাথা তোলে না—চীৎকারও করে না।

বালাজী। বেশ, তা'হ'লে এস—আজই পুনায় ফিরে গিয়ে আবশ্যক মত সৈন্য সংগ্রহ করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্রণা কক্ষ

আলিবর্দ্দী, নেহান খাঁ, মুস্তাফা খাঁ, মীরজাফর

আলি। বল কি, মুস্তাফা খাঁ! বল কি, নেহান খাঁ! এত অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ব্বৃত্ত বর্গীদল কাটোয়ার দুর্গ জয় ক'রে সেখানকার খাজ্‌নাখানা লুঠ ক'রে নিলে?

মুস্তাফা। বর্গীদল বর্দ্ধমান অভিমুখে রওনা হয়েছে শুনে আমি আমার সেনাদল নিয়ে সেইদিকে ছুটলুম; পথে সংবাদ পেলুম—তারা কাটোয়া দুর্গ জয় ক'রে সেখানকার খাজনাখানা লুঠ করেছে।

আলি। চতুর এই বর্গীদল! দেশ জয় করা তাদের উদ্দেশ্য নয়—তাদের উদ্দেশ্য অত্যাচার উৎপীড়ন লুণ্ঠন; তাই তারা তোমাদের খণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত রেখে ইচ্ছামত গ্রাম নগর লুণ্ঠন কর্‌ছে। তাই ত!

মীর। সেরূপ ক্ষেত্রে আমরাও যদি আমাদের সৈন্যদলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ক'রে তাদের প্রত্যেক দলের অনুসরণ করি, তা'হ'লে কি তাদের দমন করা অসম্ভব?

মুস্তফা। যতটা সহজ মনে কর্‌ছেন, খাঁসাহেব, কাজটা তত সহজ নয়! জানি, তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হ'য়ে খণ্ড যুদ্ধ কর্‌ছে, কিন্তু তাদের পাত্তা পাবেন কেমন ক'রে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঝড়ের মত কোথা হ'তে নিমেষে কোথায় মিলিয়ে যায়?

আলি। তা' হ'লে কি কর্‌বে, মুস্তাফা খাঁ? নিরীহ প্রজার উপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা যত শুন্‌ছি, প্রাণটা ততই অস্থির হ'য়ে

উঠ্‌ছে, কোন প্রতীকার কর্‌তে পার্‌ছি না—কোন প্রতীকার কর্‌তে পার্‌ছি না!

নেহান। আমার মতে তাদের সঙ্গে সন্ধি করাই যুক্তি সঙ্গত!

মীর। সন্ধি? প্রাণান্তেও না! যে সর্ত্তে তারা সন্ধি কর্‌তে চায়, সে কথা শুন্‌লে ঘৃণায়, ক্ষোভে, রোষে মৃতের হিম অসাড় দেহখানাও রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌বে—আর নিষ্প্রভ চক্ষু যুগল হ'তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হবে—শিথিল হস্ত দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ হ'য়ে যাবে।

নেহান। এমন কি সর্ত্ত তাদের—খাঁসাহেব?

মীর। সর্ত্তের প্রথম প্রস্তাবেই তারা চায় সমগ্র বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার রাজস্বের উপর চৌথস্বরূপ এক চতুর্থাংশ অথবা নগদ বারোলক্ষ টাকা।

আলি। তাই দোব ভাই—অত্যাচার পীড়িত প্রজাদের রক্ষা কর্‌তে রাজস্বের এক চতুর্থাংশ চৌথ স্বরূপ তাদের উপঢৌকন দিয়ে আমি সন্ধি কর্‌ব।

সিরাজের প্রবেশ।

সিরাজ। তা কিছুতেই হবে না দাদু-সাহেব; অত্যাচারী দস্যুকে চৌথ দিয়ে বাঙ্গালার নবাবের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হবে না। অনুমতি দিন্‌ দাদুসাহেব, বর্গী-দলনে আমিও খাঁ সাহেবের সঙ্গী হব।

আলি। কি বল্‌ছ, ভাই, তুমি বর্গীদলনে যাবে? তা কি হয়, সিরাজ? আমার কলিজার কলিজা তুই—প্রাণ থাক্‌তে আমি তোকে ঘাতকের গুপ্ত ছুরিকার মুখে পাঠাতে পার্‌ব না!

সিরাজ। তবে কি ভোগ-বিলাসের সুখস্বাদ গ্রহণেই বাঙ্গালার ভাবী নবাবের জীবন গঠিত হবে, দাদু-সাহেব আজীবন বিলাস-ব্যসনের কোলে লালিত হ'য়ে যে সংসারের কঠোরতা, জ্বালা, দুঃখ, দারিদ্র্যের স্বাদ নিজে

উপভোগ করে না, সে পরের দুঃখ বুঝ্‌বে কেমন ক'রে, দাদু-সাহেব ? না, দাদু-সাহেব, আপনি অনুমতি দিন্, আমি বর্গীদল-দলনে যাব।

আলি। তাই ত, সিরাজ।

মীর। [জনান্তিকে] দেখ্‌ছেন, খাঁসাহেব, আদরের দৌহিত্রের কাণ্ডখানা !

মুস্তাফা। [ইঙ্গিতে মীরজাফরের কথার প্রত্যুত্তর দিলেন]

সিরাজ। 'তাই ত' বলে ভাব্‌লে চল্‌বে না ; দাদু-সাহেব, আপনাকে অনুমতি দিতেই হবে, নইলে আমি আজ হ'তে খানাপিনা ত্যাগ কর্‌ব।

মীর। আমার মনে হয়, এতে ভয়ের কোন কারণ নেই—যেহেতু বর্গীরা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করে না , তা ছাড়া নিপুণ সেনানায়ক মুস্তাফা খাঁ আমার সঙ্গী হ'লে চিন্তার কোন কারণ থাক্‌বে না।

আলি। সবই বুঝি—ভাই, সবই বুঝি ! তবে কি জান, স্নেহের দুর্ব্বলতা ; তা থাক, যখন একান্তই ছাড়্‌বি নি, সিরাজ, তখন আমার সঙ্গেই চল, ভাই চতুর বর্গীদের কার্য্যকলাপ আমি একবার স্বচক্ষে দেখে আস্‌ব। মীরজাফর, রাজধানী রক্ষার ভার তোমার উপর। চল, নেহান, চল মুস্তাফা, আমরা অবিলম্বে যাত্রার আয়োজন করি। গমনোদ্যোগ]

মোহনলালের প্রবেশ তৎপশ্চাৎ দুইজন
সশস্ত্র রক্ষীর প্রবেশ।

১ম রক্ষী। বিনা এত্তেলায় কোথায় যাস্, অশিষ্ট বাঙ্গালী ?

মোহন। ফিরে যাও, শিষ্ট রক্ষি, আমি আমার অভিলষিত স্থানেই এসে পড়েছি।

১ম রক্ষী। ফের্, কম্‌বক্ত—[মোহনলালকে আক্রমণোদ্যোগ করিলে আলিবর্দ্দী ইঙ্গিতে তাহাকে নিবারণ করিলেন।]

আলি। কাজ কি আর বীরত্ব দেখিয়ে—দু'জন সশস্ত্র প্রহরী তোমরা একজন নিরস্ত্র যুবক বিনা এত্তেলায় নবাবের মন্ত্রণা-কক্ষে প্রবেশ কর্‌ছে, দেখেও যখন তার গতিরোধ কর্‌তে পার নি, এখন আর তার গতিরোধের চেষ্টা ক'রে বাহাদুরী দেখাবার প্রয়োজন নেই—যাও—

[নতমুখে রক্ষিদ্বয়ের প্রস্থান।

বল—যুবক, তুমি কি চাও?

মোহন। করুণাময় ন্যায়ের অবতার! বুঝেছি, আপনিই নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ। আমি আপনাকেই চাই।

আলি। আমাকেই চাও? ভাল, তা' হ'লে তোমার প্রয়োজনের কথা বল্‌তে পার।

মীর। কিন্তু যুবকের এই অনধিকার প্রবেশ কি নবাবের নিকট অপরাধ ব'লে গ্রাহ্য হবে না?

আলি। সে বিচার পরে, আগে যুবকের প্রয়োজনের কথা বল্‌তে দাও।

মোহন। জনাব, আমার নিজের তেমন প্রয়োজন হ'ত না, যদি দুর্ব্বৃত্ত বর্গীরা কেবল আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যেত; আমার সংসারের একমাত্র অবলম্বন—আমার বৃদ্ধা জননীকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা ক'রে যেত; কিন্তু প্রয়োজন হয়েছে, জনাব, আমার দরিদ্র প্রতিবাসীর জন্য, আমার গ্রামবাসীর জন্য। দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদল নিরীহ গ্রামবাসীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে ক্ষান্ত হয় নি—সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে—সম্মুখে যাকে পেয়েছে, তাকেই হত্যা করেছে। জনাব, সে শোচনীয় দৃশ্য আপনি চোখে দেখেন নি, তাই এখনও স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন; কিন্তু আমি চোখে দেখেছি—স্থির থাকৃতে না পেরে প্রতিকারের আশায় সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে জনাবের কাছে ছুটে এসেছি। জনাব, রক্ষা করুন—

সহায়হীন দীন দরিদ্র প্রজাদের, অত্যাচারী দস্যুর কবল হ'তে রক্ষা করুন। আর—

আলি। আর কি, যুবক ?

মোহন। বল্‌তে সাহস হয় না যে, জনাবালী—

আলি। স্বচ্ছন্দে বল, যুবক ; আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি।

মোহন। আর জনাব যদি এই অত্যাচার দমনে অসমর্থ হন্, মেহেরবা'নী ক'রে আমায় কিছু সৈন্য ভিক্ষা দিন্—আমি একবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব—মাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারি কি না।

আলি। কত সৈন্য পেলে তুমি বর্গীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার, যুবক ?

মোহন। সুশিক্ষিত দুইশত সেনা পেলে আমি বর্গীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'তে পারি, জনাবালী।

আলি। আমার প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষ পঞ্চদশ সহস্র সেনা নিয়ে যা করতে পারে নি, তুমি এক'কী মাত্র দুইশত সেনা নিয়ে তা পার্‌বে, যুবক ?

মোহন। আমার তাই বিশ্বাস, জনাবালী।

মীর। উন্মাদ—উন্মাদ !

আলি। পার্‌বে, যুবক ?

মোহন। যদি সৈন্য ভিক্ষা পাই, তা' হ'লে এ উন্মত্ততা কাজে দেখাব, জনাবালী !

সিরাজ। দাদু-সাহেব, অনুমতি দন্—বর্গীদলনে আমি এই বীর বাঙ্গালীর সঙ্গী হব।

আলি। না, ভাই ! যুবক নিজের বীরত্ব দেখাতে যাচ্ছে, তার উদ্যমে বাধা দোব না। তুমি আমার সঙ্গে এস—

[নেপথ্যে গ্রামবাসিগণের কোলাহল]

ওকি—কিসের কোলাহল ?

মোহন। বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, জনাবালি ? অত্যাচার-পীড়িত দীন গ্রামবাসিগণ নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে সিংহদ্বারে সমবেত হয়েছে; সম্ভবতঃ প্রহরী কর্ত্তৃক বাধা পেয়ে তারা কোলাহল কর্‌ছে।

আলি। বাধা পেয়ে কোলাহল কর্‌ছে ? কে আছিস্—সিংহদ্বার মুক্ত ক'রে দে। অত্যাচারপীড়িত ব্যথিত সন্তান প্রাণের বেদনা জানাতে পিতার কাছে ছুটে আস্‌ছে, কেউ তাদের বাধা দিস্ নি—সকলকে আস্‌তে দে—নবাবের গুপ্ত মন্ত্রণাগার আজ দরবার গৃহে পরিণত হোক্।

মোহন। মেহেরবান্ নবাব. আপনাকে বহুৎ বহুৎ সেলাম !

গীতকণ্ঠে গ্রামবাসী পুরুষ, স্ত্রী ও বালকগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

করুণা আধার হে বঙ্গেশ্বর,
করুণায় রাখ দীনের প্রাণ।
মোরা অতি দীন, সহায়-বিহীন,
দারুণ সঙ্কটে যায় ধন মান ॥

পুংগণ।—ক্ষেত খামারে সারাদিন খেটে
রেখেছিনু যা মুখে রক্ত উঠে,
সঞ্চিত ধন বর্গী নিলে লুঠে,
শুধু নিরাশায় করি হায় হায়,
এ ঘোর বিপদে কে করিবে ত্রাণ ॥

স্ত্রীগণ।—লজ্জা-আভরণ বস্ত্র অলঙ্কার,
নিয়াছে কাড়িয়া ছেঁড়া টেনা সার,
বেত্র আঘাতে শোণিতের ধার,
রক্ত-সূত্রে আছে আয়তি-নিশান ॥

বালকগণ।—আছাড়ে পাঁজর গিয়াছে ভাঙিয়া,
গেছে কত শিশু জগৎ ছাড়িয়া,
ক্ষুধায় আকুল কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কতদিন আর রহিবে প্রাণ॥

আলি। আর না—আর শুন্‌তে পারি না—ক্ষান্ত হও তোমরা—বল বল—তোমরা কি চাও? নেহান খাঁ, কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠকে আমার আদেশ জানিয়ে বল—আজ হ'তে নবাবী ধনাগার অত্যাচারপীড়িত প্রজাদের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাক্‌বে আর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঘোষণা ক'রে দাও যে, প্রজাগণ আত্মরক্ষার জন্য ইচ্ছামত অস্ত্র ব্যবহার কর্‌তে পার্‌বে।

[মুস্তাফা ও নেহান খাঁর প্রস্থান।

গ্রামবাসিগণ। নবাবের জয় হোক্‌!

[প্রস্থান।

আলি। আর সেনাপতি মীরজাফর, তোমার অধীনস্থ দুইশত সুশিক্ষিত সেনা এই যুবকের সঙ্গে দাও। এস সিরাজ, আমরাও যাত্রার আয়োজন করি।

[সিরাজ সহ প্রস্থান।

মোহন। করুণাময় মহাপুরুষ—আপনাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ!

[মোহনলাল ও মীরজাফরের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ভাস্করের অরণ্য-শিবির

ভাস্কর ধীরে ধীরে চিন্তিত মনে পাদচারণ করিতেছিলেন

ভাস্কর। স্তব্ধ নিশীথিনী !
নিস্তব্ধ বনানী !
শ্রান্ত সেনাদল নিশ্চিন্ত নিদ্রার কোলে
দিয়াছে ঢালিয়া অবসন্ন দেহভার।
শান্তিময়ী ধরা !
আমি শুধু একা
শান্তিহীন, তন্দ্রাহীন, চিন্তা-জর্জ্জরিত
স্মৃতির তাড়না সহি
যাপিতেছি বিনিদ্র রজনী।
মুছে দাও, হে বিশ্বনাথ !
কলুষিতা রমণীর স্মৃতি ;
বিনিময়ে তার
জ্বেলে দাও প্রতিহিংসানল—
আরো তীব্র—আরো জ্বালাময়,
উঠুক প্রদীপ্ত শিখা আরো লেলিহান,
পুড়ে যাক্ সারা বিশ্বখান,
গর্জ্জিয়া উঠুক সিন্ধু প্রলয়-গর্জ্জনে,
ভীম ঝঞ্ঝা গম্ভীর স্বননে,

ব'য়ে নিয়ে যাক্
দিক্ হ'তে দিগন্তের কোলে,
প্রকৃতির তাণ্ডব লীলার মাঝে,
শুধ একবাণী—সংহার'—সংহার' !
কে—

পুরুষবেশে মণিবাঈয়ের প্রবেশ।

মণি। রজনীর গাঢ় অন্ধকারে বোধ হয় চিন্‌তে পার্‌বেন না, আমি সেই বালক।

ভাস্কর। প্রতিশোধের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তুমি যে সাহায্যের আশায় ছুটেছিলে, বালক, তোমার সে আশা কি পূর্ণ হয়েছে ?

মণি। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণ, তুমিই বা কি আশায়, কি উদ্দেশ্য নিয়ে সুদূর বেরার থেকে বাঙ্গালায় ছুটে এসেছ ?

ভাস্কর। আশা ও উদ্দেশ্য আমার কিছু নেই, বালক ; প্রভুর ভৃত্য আমি—এসেছি প্রভুর আদেশে।

মণি। হীন দস্যুবৃত্তি কর্‌তে—কেমন ? চম্‌কে উঠ্‌লে যে ! মনে করেছ, আমি কিছুই সংবাদ রাখি না ? তা নয়—ব্রাহ্মণ, তোমার নিষ্ঠুরতার সংবাদ কাকেও রাখ্‌তে হয় না—ব্যথিতা মর্ম্মপীড়িতা প্রকৃতির নয়নের প্রতি অশ্রুবিন্দুটী শিশির রূপে পৃথিবীর বুকে প'ড়ে জগতের সমস্ত স্থাবর জঙ্গমকে তোমার নিষ্ঠুরতার কথা জানিয়ে দিচ্ছে ; গভীর সমবেদনায় কাতর বাতাস মর্ম্মপীড়িত হ'য়ে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে ; আর্ত্তের আর্ত্তনাদে—ব্যথিতের হাহাকারে কর্ণ বধির হ'য়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ, তোমার প্রতিহিংসার আগুনে একটা দেশ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল ; কিন্তু তোমার প্রকৃতবৈরী সৌভাগ্যের সুখময় অঙ্কে অক্ষত দেহে সুখ-নিদ্রায়

বিভোর। নিবিয়ে দাও—ব্রাহ্মণ, তোমার এ হীন প্রতিহিংসার অনল-শিখা! পরিহার কর—ব্রাহ্মণ, তোমার এ জঘন্ত দস্যুবৃত্তি—নিরীহের উপর অমানুষিক বিরাট্—বিকট অত্যাচার! মনে রেখো ব্রাহ্মণ, তোমার এ নিষ্ঠুর অত্যাচার দীন বঙ্গবাস অবাধে সহ্য কর্‌লেও ধর্ম্ম তা সইবে না; মানুষ তোমায় মার্জ্জনা কর্‌লেও—ঈশ্বর তোমায় মার্জ্জনা কর্‌বেন না।

ভাস্কর। মূর্খ! ঈশ্বর কোথায়? ঈশ্বর নেই! ধর্ম্ম, ঈশ্বর, দুর্ব্বলের একটা কুসংস্কার। দিন ছিল—যখন ব্রাহ্মণের একটা মুখের কথায় সগরবংশ ধ্বংস হ'ত, সে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের উপকথা; তখন ব্রাহ্মণ ছিল, ধর্ম্ম ছিল, বোধ হয় ঈশ্বরও ছিল; এখন কলিযুগে আছে শুধু, দেহ ও মনের বল—কর্ম্মীর কর্ম্ম—বীরের পুরুষকার। আমি সেই পুরুষকারের সাধক, প্রভুর আদেশে অত্যাচারের বিরাট্ শকট বাঙ্গালার বুকের উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে চলেছি—প্রভুর জন্ত অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে আর—না থাক্, কিছু বল্‌তে চাই না তোমাকে, বালক; তোমার হিত উপদেশ শোন্‌বারও আমার অবসর নেই—প্রবৃত্তিও নেই। তুমি স্ব-ইচ্ছায় যেতে পার।

মণি। যখন শুন্‌বে না, তখন আর কোন কথা বল্‌তে চাই না। কিন্তু জেনে রেখো, ব্রাহ্মণ, আঘাতের একটা প্রতিঘাত আছে। আর ঈশ্বর নেই, এ কথা বলা তোমার সাজে না; কারণ দায়ে পড়্‌লে তুমিও বিশ্বনাথকে ডাক্‌তে ছাড় না।

ভাস্কর। অশিষ্ট বালক, বলেছি ত, যে দুর্ব্বল—তার কাছে তোমার এ উপদেশের ছড়া আওড়াও গে, আমায় বিরক্ত ক'রো না।

মণি। [স্বগত] শুন্‌লে না—তবে যাও, প্রভু, প্রতিহিংসা সাধনের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে—নিরীহ দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার কর্‌তে; আর আমিও

যাব—তোমার সেই অত্যাচারের বিরাট্ শকটের সম্মুখে বুক পেতে দিয়ে তার গতিরোধ কর্‌তে—দেখ্‌ব তোমার নিষ্ঠুর সঙ্কল্প ব্যর্থ হয় কিনা।

[প্রস্থান।

ভাস্কর। কেবা এ বালক—সেইদিন হ'তে
ছায়া সম অহরহঃ ফিরিছে পশ্চাতে ?
সরল বালক—
ক্ষুদ্র হিয়াখানি তার,
সহজে গলিয়া যায় পরের ব্যথায়,
তাই নিবারিতে মোর অত্যাচার
করিছে প্রয়াস।
মূর্খ বালক! বৃথা এ প্রয়াস তোর।
যে বেদনা অন্তরে আমার,
শতাংশ তাহার
অত্যাচারে না হয় প্রকাশ।
কোথা অত্যাচার ?
অর্থহীনে না করি পীড়ন,
সেইমত বালক রমণী।
সযত্ন সঞ্চিত অর্থ
কে কবে তুলিয়া দেয়
স্ব-ইচ্ছায় অপরের হাতে ?
তাই সহিতেছে নির্যাতন!
শক্তিমান্ রাজা
কাড়ি লয় দুর্ব্বলের সিংহাসন্,
জগতের এই ত নিয়ম!

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ

ভৈরব।—

গান।

দুনিয়ায় ওই কথাটী খাঁটী।
জোর যার মুলুক তার
আছে বচন পরিপাটী ॥
দুর্ব্বলের অদৃষ্ট বল, বলীর বল পুরুষকার,
কামিনীর কটাক্ষ বল. শিশুর রোদন সার,
সবার সেরা মনের বল
অভাবে যার সব মাটি ॥

ভাস্কর। ঠিক বলেছ, সন্ন্যাসি, মনের বলই শ্রেষ্ঠ বল, আর পুরুষাকারই চরম সাধনা।

ভৈরব। তা যদি বুঝে থাক, মারাঠা বীর! তা' হ'লে ছত্রপতি শিবাজীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ভারতের সুপ্ত মারাঠাশক্তিকে আবার জাগিয়ে তোল। [প্রস্থান।

ভাস্কর। মারাঠার হিতাকাঙ্ক্ষী কে এই সন্ন্যাসী? কি সংবাদ?

জনৈক চরের প্রবেশ।

চর। ন্যূনাধিক দুইশত সেনা নিয়ে মোহনলাল জঙ্গল সীমান্তবর্ত্তী নদীর পরপারে এসে পড়েছে, তাদের পশ্চাতে সসৈন্যে স্বয়ং নবাব।

ভাস্কর। কত সৈন্য অনুমান হয়?

চর। পাঁচ কি ছয় হাজার।

ভাস্কর। আশ্চর্য্য! আমার অরণ্য-শিবিরের সন্ধান এরা জানলে কেমন ক'রে? তবে সেই বিশ্বাসঘাতক বালক—যাক্—অবিলম্বে এখানকার ছাউনী তুলে অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে তানাজীকে বিষ্ণুপুর অভিমুখে

রওনা হ'তে বল—আর অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে আমি নবাবকে সেলাম দিতে যাব। যাও— [চরের প্রস্থান।

নবাবকে ইন্দুর কলে ফেল্‌বার সুবর্ণ-সুযোগ—অন্তরায় শুধু মোহনলাল আর তার দুইশত সেনা। প্রতিকার কর্‌তে অহেতুক লোকক্ষয়—তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। [বংশীধ্বনি করিল]

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

[তিনি সৈনিকের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া] তুমি পার্‌বে?

সৈনিক। কি কর্‌তে হবে আদেশ করুন, পণ্ডিতজি!

ভাস্কর। প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দিতে হবে, পার্‌বে?

সৈনিক। আমরা প্রস্তুত, পণ্ডিতজি!

ভাস্কর। উত্তম, তা' হ'লে তোমার মত আরও এগারজনকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে দখিণের জলা পার হ'য়ে, নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রান্তভাগে এমন একটা স্থান নির্ব্বাচন কর—যেখানে দুইশত মশাল প্রজ্বলিত হ'লে সে আলোক সম্মুখের ঐ নদীতীর হ'তে সুস্পষ্ট দেখা যায়; দীর্ঘ বংশদণ্ডে মশাল বেঁধে তোমরা ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে এমনি ভাবে অগ্রসর হবে, যেন আলেয়ার আলোর মত। ঐ মোহনলালের বাহিনী নিশ্চয়ই তোমাদের দিকেই অগ্রসর হবে; পরিণামে যুদ্ধ অনিবার্য্য, আর সুশিক্ষিত দুইশত সেনার সম্মুখে যখন মুষ্টিমেয় তোমরা বারজন মাত্র, তখন যুদ্ধের ফলাফলও সহজেই অনুমেয়! কিন্তু তথাপি ভাই সব—আজ তোমাদের এ মহান্ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন হয়েছে—নবাব-সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত কর্‌তে হ'লে আগে মোহনলালকে প্রতারিত করা চাই।

সৈনিক। পণ্ডিতজীর আদেশ শিরোধার্য্য! [প্রস্থান।

ভাস্কর। কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে সংবাদ পেলে, এই অযথা লোকক্ষয়ের প্রয়োজন হ'ত না। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নদীতীর

মোহনলাল ও সৈন্যগণ

মোহন। ঐ সম্মুখের জঙ্গলে বর্গীদস্যু ভাস্করের গুপ্ত শিবির, সাবধানে নদী পার হ'য়ে শিকারী ক্ষুধিত মার্জ্জারের মত নিঃশব্দে জঙ্গলে প্রবেশ কর্‌তে হবে। মনে থাকে যেন, অতি সজাগ তার সেনাদল—আর সে নিজেও নিশাচরের মত রাত্রে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। খুব সাবধান—এস, চ'লে এস,—

[সহসা দূরে বহুসংখ্যক মশালের আলোক জ্বলিয়া উঠিল এবং অশ্বপদ শব্দ শোনা গেল।]

তাই ত—বুঝি সব ব্যর্থ হ'ল! ঐ বর্গীরা পালাচ্ছে—রাত্রের অন্ধকারে বনপথ অতিক্রম কর্‌তে ঐ মশালের আলোকই তাদের একমাত্র সম্বল।

১ম-সৈন্য। তা' হ'লে আমাদের প্রতি এখন কি আদেশ হয়?

মোহন। আদেশ নয়—ভাই সব! অনুরোধ—প্রাণপণে ওদের অনুসরণ কর্‌তে হবে। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে নদীপার হও, বন্ধুগণ! অশ্ব পৃষ্ঠে কশাঘাত ক'রে তড়িদ্বেগে অগ্রসর হ'য়ে ওদের সম্মুখের পথ রোধ কর; যেমন ক'রেই হোক, ওদের নেতা ভাস্কর পণ্ডিতকে বন্দ করা চাই। এস—চ'লে এস—

[সকলের প্রস্থান

সাহুজীর প্রবেশ।

সাহু। কি ঘুমই ঘুমিয়েছিলুম, বাবা! অপরাহ্ণে দুটী আহার ক'রে তেপান্তর মাঠে বটগাছের ছায়ায় একটু আড়মোড়া ভাঙ্‌তে গেলুম, চোখ মেলে দেখি—একেবারে নিশীথ রাত্রি! শুধু কি তাই? রাওজী আর তার দলবল আমাকে একলাটী সেই তেপান্তর মাঠে ফেলে একেবারে উধাও! চেঁচিয়ে গলা ধ'রে গেল—কাকস্য পরিবেদনা! এখন এই রাত্রিকালে ঘোর অন্ধকারে যাই-ই বা কোথায়—আর করিই বা কি? বাপ্, যেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার তেমনি বিদ্‌ঘুটে মাঠ! সাম্‌নে—পেছনে—ডাইনে—বাঁয়ে যেদিকে চাও—খালি তেপান্তর মাঠ ধূ ধূ কর্‌ছে! মানুষ ত দূরের কথা একটা-আধটা রাতচরা পাখীরও সাড়াটী পর্য্যন্ত নেই! তবে অপদেবতা—এ হে হে—রাম—রাম—রাম! তাঁরা যে আছেন, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। রাম—রাম—রাম—তাঁরা পুত, তাঁরা আমার ঝি—আমি তাঁদের পুষ্যি পুত্তুর, তাঁরা কর্‌বেন আবার কি? মনকে প্রবোধ দিচ্ছি বটে, কিন্তু বাবা গা ছম্‌ছমানীটা ত যাচ্ছে না! আরে রামচন্দ্র! এমন দেশে আবার মানুষে আসে! একবার রাতটা পোহালে হয়, রাওজী যেখানে যাবেন যান্—যা করেন করুন, শর্ম্মা কিন্তু আর বাঙ্গালা মুলুকে থাক্‌ছে না। এদিকেও আবার বিপদ্ বড় কম নয়—বর্গীর উৎপাতে দেশটা যে রকম জ্বালাতন হ'য়ে পড়েছে, তাতে এ মূর্ত্তিখানি যার চোখে পড়্‌বে, তিনি জ্যান্ত ছেড়ে দেবেন না। তাই ত এখন করি কি? এ যে, বাবা—এগুলেও বিপদ্, আবার পেছুলেও তাই! রাত্রিটা না হয়—রাম নাম ক'রে কোন রকমে কাটিয়ে দিলুম, কিন্তু দিন ত কাট্‌বে না? হায়—হায়—হায়—রাওজীর পরামর্শ শুনে কেন এ আহাম্মুকী কর্‌লুম! ও বাবা, ও আবার কিসের শব্দ! ও বাবা ও যে ঘোড়ার পায়ের শব্দ!

এত রাত্রে এই তেপান্তর মাঠে ঘোড়া কখনই নয়, বাবা! ওঁরা আর কেউ নয়—তাঁরা! ঘোড়ার মূর্ত্তি ধরেছেন। রাম—রাম—রাম—তাই ত, এগুতেও ত মন সর্‌ছে না—আবার পেছুতেও পা উঠ্‌ছে না। যা থাকে কপালে, চোখ বুজে—নাকে কানে কাপড় গুজে এইখানে ব'সে রাম নাম ক'রে রাতটুকু কাটিয়ে দিই। রাম—রাম—রাম—
[উপবেশনান্তর তথাকরণ]

সসৈন্যে নেহান খাঁর প্রবেশ।

নেহান। দেখ্‌তে পেয়েছ তোমরা মশালের আলো? বর্গীদস্যুরা আমাদের আগমন-বার্ত্তা পেয়ে নিশ্চয়ই এ জঙ্গল ত্যাগ ক'রে পলায়ন করেছে; তাদের অনুসরণ কর্‌তেই হবে। বর্ত্তমান অভিযানে স্বয়ং নবাব, আমি আর মুস্তাফা খাঁ; আর সেই দাম্ভিক বাঙ্গালী দুইশত সেনা নিয়ে চতুর মারাঠা ভাস্কর পণ্ডিতকে বন্দী কর্‌তে ছুটেছে—বিজয়গৌরব অর্জ্জনের মোহিনী আশায় পশ্চাতে আমরা তিনজন ছুটেছি বটে, কিন্তু সেই অপরিণামদর্শী বাঙ্গালীর আশা সুদূরপরাহত, বাকী আমি আর মুস্তাফা খাঁ। তোমাদের ন্যায় বীর, চতুর রণকুশল সেনাদল যখন আমার সহায়, তখন জয়গৌরবের সম্পূর্ণ অধিকারী আমি—মুস্তাফা খাঁ নয়, ভাই সব! শুধু এই কথাটা মনে রেখো। ঐ—ঐ আবার শত শত মশালের আলোক একসঙ্গে জ্ব'লে উঠ্‌ল—চ'লে এস ভাই সব—নদী পার হ'য়ে ঐ আলোক লক্ষ্য ক'রে আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে।

[সসৈন্যে প্রস্থান।

[নেপথ্যে মুস্তাফা খাঁ]

মুস্তাফা। ঐ মশালের আলো লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হও, সৈন্যগণ! পলায়িত বর্গী-দস্যু ভাস্করকে বন্দী করা চাই।

মুঃ সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো—

সাহু। ও বাবা, এ ভুতুড়ে মাঠ্‌টা বড় কম নয়—সারারাত ভূতের নাচন-কোঁদন—দফা সার্‌লে দেখ্‌ছি! ভালয় ভালয় রাতটা কাট্‌লে বাঁচি! রাম—রাম—রাম—

দুইজন মুসলমান সৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈন্য। তাই ত, চাচা, এখন কি করা যায় বল দেখি? পেছিয়ে পড়েছি শুন্‌লে মুস্তাফা খাঁ আর রক্ষে রাখ্‌বে না—গর্দ্দানা নেবেই নেবে!

২য় সৈন্য। তাই ত ভাব্‌ছি! কি করা যায়?

১ম সৈন্য। আমি বলি, চল্‌ পালাই—প্রাণে বাঁচ্‌লে ঢের চাকুরী জুটবে; আর না জোটে ভিক্ষে কেউ ঘোচায় নি।

২য় সৈন্য। তা'ত বটে; কিন্তু—

১ম সৈন্য। চুপ—চুপ্‌—ওখানে কি একটা নড়্‌ছে না? চল্‌ ত দেখি—[অগ্রসর হইয়া সাহুজীকে দেখিয়া] চাচা মার দিয়া—একশালা বর্গী এঁহা ছিপ্‌কে বৈঠা হ্যায়! চল্‌ শালাকো পাকড় লে যাই—সব কসুর মাফ্‌ হো যায়গা—[সাহুজীর হস্ত ধারণ করিয়া] তুম কোন্‌ হ্যায়?

২য় সৈন্য। আর জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন? ওর পোষাক দেখে বুঝ্‌ছ না—বেটা খাঁটী বর্গী?

সাহু। দোহাই—বাবা মাম্‌দো খুড়ো! আমায় ধ'রো না, বাবা; আমি তোমায় জোড়া বখ্‌রী দোব।

১ম সৈন্য। চল্‌ শালা—

সাহু। মাম্‌দো হ'য়ে অমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পাতাচ্ছ কেন, বাবা? ছেড়ে দাও না—

১ম সৈন্য। এই যে দিচ্ছি—চল্‌। [টানিয়া লইয়া চলিল]

সাহু। মাম্‌দোগুলো কি বেয়াড়া, বাবা! রামনামও শান্‌লো না—

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ভাস্করের অরণ্য-শিবির

বেগে ভাস্কর প্রবেশ করিলেন

ভাস্কর। তানোজী—তানোজী—

বেগে তানোজীর প্রবেশ।

তানোজী। আদেশ করুন, পণ্ডিতজী!

ভাস্কর। আগে সংবাদ কি তাই বল। নবাব আর তার দৌহিত্রকে অবরুদ্ধ কর্‌বার কি করেছ?

তানোজী। সে ব্যবস্থা অনেকক্ষণ করেছি, পণ্ডিতজী! নবাব এখন ইঁদুর কলে পড়েছেন।

ভাস্কর। সাবাস্! সৈন্যগণকে আদেশ দাও, সাবধানে অবরোধ রক্ষা কর্‌তে। আশাতীত অর্থলাভের এ সুবর্ণসুযোগ যেন হেলায় হারিয়ো না, তানোজী!

তানোজী। কোন চিন্তা নেই, পণ্ডিতজী; তানোজী কর্ত্তব্য ভোলে না।

ভাস্কর। তা' হ'লে এস—আমরা স্বকার্য্য সাধনে যত্নবান হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে সিরাজ ও আলিবর্দ্দী]

সিরাজ। [নেপথ্যে] দাদু-সাহেব, বড় পিপাসা!

আলি। [নেপথ্যে] এই পথে এস, ভাই—যদি অবরোধ হ'তে মুক্তিলাভ করতে পারি, তবে সহজেই পানীয় সংগ্রহ হবে।

আলিবর্দ্দী ও সিরাজের প্রবেশ।

তাই ত, সিরাজ—এদিকেও যে পথ নেই! বর্গীদস্যুরা চতুর্দ্দিক্ হ'তে আমাদের অবরোধ করেছে।

সিরাজ। উঃ—বড় পিপাসা, দাদু-সাহেব—ছাতি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে।

আলি। তাই ত, কি করি। একি করলে, খোদা? একবিন্দু জলের জন্য আমার কলিজার কলিজা সিরাজকে হারাতে বসেছি! ভাগ্যহীন আলিবর্দ্দীর নসীবে কি শেষে এই ছিল!

সিরাজ। ওঃ আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না—ছাতি ফেটে যায়! [শয়ন করিল]

আলি। কি করলে—কি করলে, খোদা? দাও—মেহেরবান্! আমার নয়নানন্দ সিরাজকে ফিরিয়ে দাও—আমার সর্ব্বস্বের বিনিময়ে আমার জানের জান সিরাজকে ফিরিয়ে দাও! আমার রাজ্য—আমার ঐশ্বর্য্য—আমার নবাবী—সব নাও—ঈশ্বর, বিনিময়ে আমার সিরাজকে ফিরিয়ে দাও! আহা-হা, ফুটন্ত গোলাপের মত মুখখানিতে যেন কে কালি মেড়ে দিয়েছে। আয়ত চক্ষুদুটী নিষ্প্রভ হ'য়ে আস্‌ছে—হৃদয়ের স্পন্দনও যেন মৃদু হ'য়ে আস্‌ছে—খোদা—খোদা—কি করলে? দয়া কর—দয়া কর—দীন আলিবর্দ্দী খাঁকে তার জীবনসর্ব্বস্ব সিরাজকে ফিরিয়ে দাও—দাও—দাও, মেহেরবান্—

[সিরাজ অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

ওহো-হো, বুঝি এখনই সব শেষ হয়! কি করলে খোদা—কি করলে? কেউ নেই? সমগ্র বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার নবাবকে বিন্দুমাত্র পিপাসার জল দিয়ে উপকার করে, এতবড় বাঙ্গালায় কি এমন কেউ নেই?

[নেপথ্যে মোহনলাল]

মোহন। আছে—জনাব, দীন মোহনলাল আছে ; কিন্তু কেমন ক'রে যাব ? প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ ; পথমুক্ত কর্‌তে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি—যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি—মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে এতদূর এসেছি, বুঝি আর পার্‌লুম না! তানোজী—তানোজী—একটুখানি দয়া কর—আমায় একটীবারের জন্য পথ মুক্ত ক'রে দাও—আমি বিন্দুমাত্র পিপাসার বারি দিয়ে বাঙ্গালার ভাবী নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা করি ; বিনিময়ে যা চাও, তাই দোব—প্রয়োজন হয়—আমার শির দোব—

[নেপথ্যে ভাস্কর]

ভাস্কর। মোহনলালের শির জামিন রেখে পথ মুক্ত ক'রে দাও, তানোজী !

[সিরাজ যন্ত্রণায় ছট্ ছট্ করিতে লাগিল]

আলি। খোদা—খোদা—কি কর্‌লে, খোদা—

জলপাত্র লইয়া বেগে মোহনলালের প্রবেশ।

মোহন। জনাব, এই জল নিন্।

আলি। য়্যাঁ—কে ? মোহনলাল ? জল এনেছ ? দাও—দাও—[জলপাত্র লইয়া] সিরাজ—সিরাজ—দাদা—এই জল নাও—

[সাগ্রহে সিরাজ জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া গাত্রোত্থান করিল।]

মোহনলাল, তোমার ঋণ আমি কখনও শোধ কর্‌তে পার্‌ব না—তুমি আমার কলিজার কলিজা সিরাজকে বাঁচালে !

সিরাজ। প্রাণদাতা মোহনলাল—বাঙ্গলার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দৌহিত্রের প্রাণদাতা বাঙ্গালী বীর—তোমার মহত্ত্বের দ্বারে আজ হ'তে সিরাজ-উদ্দৌলা চিরবিক্রীত রইল !

আলি। বাঙ্গালী বীর যুবক, এই শত্রুব্যূহ ভেদ ক'রে কেমন ক'রে তুমি জল আন্‌লে ?

মোহন। কেমন ক'রে এসেছি শুন্‌বে, নবাব ? এইটুকু জলের জন্য ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে আমার নিজের শির জামিন রেখে এসেছি।

আলি। য়্যাঁ—শির জামিন রেখে এসেছ !

সিরাজ। মহান্, উদার আদর্শ বাঙ্গালী, কি করলে—নিজের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে আমার জীবন রক্ষা করলে ! কেন তোমার এ দুর্ম্মতি হ'ল, বাঙ্গালী ?

মোহন। দুর্ম্মতি কি বল্‌ছেন, নবাবজাদা ! মানুষের যদি এ সুমতি না হয়, তা' হ'লে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি, নবাবজাদা ? বাঙ্গলার মস্‌নদের ভাবী মালিক সিরাজ-উদ্দৌলার অমূল্য জীবন রক্ষা কর্‌তে একটা অতি হীন ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর প্রাণের বিনিময় ! এর চেয়ে মানুষের কি সৌভাগ্য হ'তে পারে, জনাব ?

আলি। অহো-হো !

সিরাজ। দাদুসাহেব, এ বিনিময়ের কি বিনিময় চলে না ? নিশ্চয়ই চলে—আমি বর্গীনেতা ভাস্করের হস্তে আত্মসমর্পণ কর্‌ব। [গমনোদ্যোগ, আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক বাধা প্রদান]

আলি। উন্মত্ত বালক, কোথা যাও ?

সিরাজ। মহান্ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হয়েছি, আমায় বাধা দেবেন না, দাদু-সাহেব

ভাস্করের প্রবেশ।

ভাস্কর। মহাপ্রাণ নবাব, ভাস্কর পরস্বাপহারী দস্যু হ'লেও মহত্ত্বের অমর্য্যাদা কর্‌তে জানে না। একটা দীন দরিদ্র প্রজার জীবন রক্ষা কর্‌তে যে দেবহৃদয় রাজ্যেশ্বর নিজপ্রাণ এমনিভাবে উৎসর্গ কর্‌তে অগ্রসর হয়,

সে মহাপ্রাণতার সম্মুখে ভাস্কর চিরদিন মাথা নোয়াতে বাধ্য। যাও, প্রভুভক্ত বাঙ্গালী বীর—মুক্ত তুমি! আর নবাবজাদা সম্মুখ সংগ্রামে বাঙ্গালার নবাবকে পুনরাক্রমণ ক'রে আজ আমি আপনাদের অবরোধ স্বেচ্ছায় মোচন করলুম। যান্—নবাব, মুক্ত আপনারা।

[প্রস্থান।

আলি। অদ্ভুত চরিত্র এই ভাস্কর পণ্ডিত!

সিরাজ। দাদু-সাহেব, মুগ্ধনেত্রে আপনি শুধু চেয়ে আছেন ভাস্কর পণ্ডিতের দিকে—তার এই অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার দেখে; কিন্তু আপনার একমাত্র স্নেহের দৌহিত্রের প্রাণদাতার কথাটা কি একবারও ভাবছেন না?

আলি। সে কথা বহুপূর্ব্বেই ভেবেছি, সিরাজ! তুচ্ছ পুরস্কার দিয়ে এতবড় একটা মহত্ত্বের ঋণ শোধ করা যায় না, ভাই; তবুও আমি মোহন-লালকে যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার দোব। মোহনলাল, তুমি আর দুইশত সৈন্যের সেনানায়ক নও, আজ হ'তে তুমি বাঙ্গালার নবাবের দক্ষিণহস্ত—পাঁচহাজারী মুনসবদার, আর তোমার স্থান বাঙ্গালার ভাবী নবাব সিরাজের পার্শ্বে; এই বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর বক্ষে—[মোহনলালকে আলিঙ্গন]

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য

উত্তমাচার্য্যের প্রাঙ্গণ

উত্তমাচার্য্য

উত্তম। নিপাত যাও—নিপাত যাও—নিপাত যাও—এত দেশ থাক্‌তে, এত সহর, নগর, পল্লী থাক্‌তে বেটারা এল কিনা বিষ্ণুপুরে! জঙ্গলী দেশ—আছে শুধু শাল, সেগুন, মহুয়া; অলপ্পেয়ে লক্ষ্মীছাড়া বেটারা তারই লোভে ছুটে এল? শুধু কি এল—এরই মধ্যে দু'তিন খানা গাঁ লুঠ—সাবাড়! যখন এতটা রগ্ ঘেঁসে এসেছে, তখন বিষ্ণুপুরে একবার হানা না দিয়ে আর যাবে না দেখ্‌ছি! তাই ত, এই বুড়ো বয়সে শেষটা মাগছেলের হাত ধ'রে পথে বস্‌তে হ'ল! হায়—হায়—হায়! অধঃপাতে যাও—অধঃপাতে যাও—

প্রতিবেশিগণের প্রবেশ।

১ম প্রতি। রক্ষে কর—দাদা-ঠাকুর, রক্ষে কর!

২য় প্রতি। বর্গীরা বড় বাঁধ পার হ'য়ে এসেছে, দাদা-ঠাকুর; কি হবে?

৩য় প্রতি। শুনেছি, তারা যেখানে পড়্‌ছে, কুটোটীও রেখে আস্‌ছে না!

উত্তম। আহা-হা, তোমরা স্থির হও না—বলি, বর্গীবেটাদের কার

ঘাড়ে দুটো মাথা যে, বাবা মদনমোহনের রাজ্যি বিষ্ণুপুরে পা দেয়! তোমাদের কোন চিন্তা নেই।

১ম প্রতি। আঃ বাঁচ্‌লুম, দাদা-ঠাকুর; প্রাণটায় অনেকটা ভরসা হ'ল। দিন্—দিন্—একটু পায়ের ধূলো দিন্।

২য় প্রতি। দাদা-ঠাকুর যখন ভরসা দিয়েছেন. তখন আর আমাদের পায় কে? নে—নে—সবাই দেবতার পায়ের ধুলো নিয়ে বুক ফুলিয়ে যাই চল্—

[সকলের তথাকরণ]

প্রতিবেশিগণ ।—

গান ।

কি ভয়—কি ভয় আর
　　যখন পেয়েছি অভয়।
আমাদের গাঁয়ের ঠাকুর, দাদা-ঠাকুর
　　কেউ-কেটা নয় ॥
তিনি মস্ত গুণবান্, জ্ঞানে গরীয়ান্,
নিষ্ঠায় তিনি ঋষি-ঠাকুর, কে তাঁর সমান,
তিনি শ্মশান জাগান্, মরা বাঁচান্,
　　তার মাম্‌দো ভূতে গাঁট্‌রী বয় ॥
তিনি গাছ চালিয়ে যান্,
তিনি শুধুই হাওয়া খান্,
অতি ভক্ত, বেজায় শক্ত
　　তিনি মহাপ্রাণ ;—
তাঁর মুটোর ভেতর স্বর্গনরক
　　তিনি কথায় করেন হয়কে নয় ॥

[পুনরায় পদধূলি লইয়া সকলের প্রস্থান।

উত্তম। মূর্খ্য বেটাদের যা বল্‌লুম, তাই বিশ্বাস ক'রে দিব্বি আনন্দ কর্‌তে কর্‌তে চ'লে গেল; কিন্তু আমার যে প্রাণ মান্‌ছে না! কি কর্‌ব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। একি—মহারাজ নয়?

বিষ্ণুপুররাজের প্রবেশ।

রাজা। প্রভো, কি শুনি—কি শুনি!
অকস্মাৎ পড়িল অশনি—
শান্তিময় রাজ্যে মোর
আসিতেছে দুরন্ত বর্গীর দল!
ভীত সর্ব্বজন—
প্রজাগণ সশঙ্কিত সবে,
ছাড়ি গেহ করিছে প্রয়াণ দিকে দিকে।
রাজা আমি—
আছে মোর লক্ষাধিক সেনা;
কিন্তু হায়—
বারিতে তস্কর দলে
হারায়েছে আপন শকতি!
কোষবদ্ধ অসি কভু মুক্ত করে নাই,
কি করিবে তারা?
সম্মুখ সংগ্রামে পড়িবে সকলে
ছিন্নমূল কদলীর প্রায়।
কহ—প্রভো, কি হবে উপায়?

উত্তম। মহারাজ!
বৃথা চিন্তা কর পরিহার;
রাজ্য কি তোমার?

রাজ্য যাঁর—রাখিবেন তিনি।
কায়মনে পূজ' রাজা, মদনমোহনে,
আতঙ্ক হইবে দূর,
রাজ্যরক্ষা প্রজারক্ষা ধনরক্ষা আর
একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা মদনমোহন।

রাজা। জানি, প্রভো!
যাঁর রাজ্য রাখিবেন তিনি ;
কিন্তু হায়—প্রবোধ না মানে মন,
যেন অলক্ষণ নেহারি সতত !
জানি তিনি ভক্তাধীন,
আপদ্ বিপদে
সতত করেন রক্ষা আপন ভক্তেরে।
কিন্তু, প্রভু!
কোথা সে ভকতি মোর ?
আমি অকৃতি অধম,
সাধনার কিবা ধার ধারি ?
তাই সদা শঙ্কা জাগে প্রাণে।
ভাবি মনে কি হয়—কি হয় ;
কৃপাময় কৃপাবান্ হইবে কি
অকৃতির প্রতি ?

উত্তম। রাজা, বুঝিতে না পারি—
কেন হেন মতিভ্রম তব
বিশ্বাসে মিলায় বস্তু
তর্কে বহুদূর—মনীষীবচন,

কি হেতু অনাস্থা তায় ?
সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে
সতত উচিত রহিবারে
আস্থাবান ইষ্টদেব প্রতি ;
ফল তার—দেব-কৃপালাভ ;
তুমি তবে কি হেতু, রাজন্ !
ইষ্টদেবে হারাও বিশ্বাস ?
সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্,
করহ অর্পণ সব তাঁর শ্রীচরণে ;
ত্যাগ কর ফলাফল আশা—
যদি নিজ আশা মিটাইতে চাও।
জানি, আছে তব অগণিত সেনাদল,
শক্তিমান্ কিংবা হোক্ অশক্ত দুর্ব্বল,
নাহি প্রয়োজন—
থাক্ তারা যেমন রয়েছে,
বিলাস তন্দ্রার কোলে করিয়া শয়ন ;
মুক্ত যদি তোরণের দ্বার—
থাক্ মুক্ত ;
রক্ষিশূন্য যদি কোষাগার—
থাক্ অরক্ষিত তাহা ;
রেখে দাও উন্মুক্ত ভাণ্ডার,
দ্বাররক্ষিগণে দাও সুখ-অবসর,
দেবতার যদ্যপি সকলি—
রাখ সব তাঁহারি রক্ষণে ;

নিশ্চিন্ত তন্দ্রার কোলে
আপনিও নিদ্রা যাও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে।
দেখিবে তখন—
তুমি আমি শুধু ভাবি অকারণ,
যাঁর কার্য্য কবিবেন তিনি।

রাজা প্রভু, শিরোধার্য্য আদেশ তোমার,
তুমি আচার্য্য আমার,
দায়ভার স'পিয়া তোমার পায়
নিশ্চিন্ত হইনু আমি।

[প্রস্থান।

উত্তম তাই ত, মূখ্যু বেটাদের মত রাজাকেও এক রকম হ, য, ব, র, ল ক'রে বুঝিয়ে দিলুম, ভাব্ছি, এখন ম্যাও ধরে কে? রাজা ত আমার কথামত কোন প্রহরী পাহারা বা সৈন্য-সামন্তের ব্যবস্থা কর্বেন না, দেখা যাক্ এখন ঠাকুর কি করেন।

পাঁড়েজীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে
গুপীনাথের প্রবেশ।

গুপী। বোনাই বাবু, বোনাই বাবু, দেখ ত বোনাই বাবু, পাঁড়েজীর কি আক্কেল! আমি এত ক'রে বল্ছি, কিছুতেই আমার কথায় কান দিচ্ছে না। তাই আমি এঁকে তোমার কাছে ধ'রে নিয়ে এসেছি—তুমি এর বিচার কর।

উত্তম। বলি, আহাম্মুকচন্দ্র—হয়েছে কি?

গুপী। সে কি—বোনাইবাবু! তুমি আমার নামটাও ভুলে গেলে? আমার নাম ত আহাম্মুকচন্দ্র নয়—আমার নাম গুপীকান্ত।

উত্তম। আচ্ছা—আচ্ছা—গুপীকান্তই হোক্ আর ম্যাড়াকান্তই হোক্, কি হয়েছে তাই বল্ ?

গুপী। এই তুমিই ধর না কেন, বোনাই বাবু, ধর গিয়ে—এই ডামা-ডোলের সময়—ধর গিয়ে—যখন শালারা আস্‌ছে, তখন—ধর গিয়ে—বোনাই বাবু, আমার মত—ধর গিয়ে—নাবালকের—ধর গিয়ে—একজন পাহারাদার নইলে কি চলে ! ধর গিয়ে—বোনাইবাবু—চলে কি ?

উত্তম। তা ধর্‌ছি গিয়ে—তুমি যখন আমার মত একজন রাজ-পুরোহিতের স্ত্রীর সহোদর, তখন আর চল্‌বে কি ক'রে? তা তুমি কি চাও ?

গুপী। ধর গিয়ে—সেই কথাই নালিশ কর্‌ছি, বোনাইবাবু; তাই আমি পাঁড়েজীকে বল্‌লুম—ঠাকুর বাড়ীর দেউড়ী আগ্‌লে আর হবে কি ? বর্গীরা ত আর ঠাকুর-পূজোর চাল-কলা বাঁধ্‌তে আস্‌ছে না ? তুমি এসে আমার পাহারা দাও ; তাতে শুধু বোনাই বাবুর উপকার করা হবে না—আমার বাবার বংশরক্ষা হবে ; তা পাঁড়েজী—ধর গিয়ে—কোন জবাবই দিলে না, খালি চানাই চিবোচ্ছে—খালি চানাই চিবোচ্ছে !

উত্তম। তা পাঁড়েজী, তুমি এর কথার জবাব দাও নি কেন ?

পাঁড়ে। হুজুর, হাম্ যব্ কস্‌রৎ কর্‌কে ভাঙ্ ছান্‌কে বাদামকা সরবৎ পিচ্ছকা হু ফের্ থোড়িসি চানা লেকর মৌজ্‌সে চবা রহা হুঁ, ইয়ে বেতমিজ্ গিধ্‌ধোর আ কর টে টে কর্‌নে লগা ! ফের জব্ হুজুরকা নাম লিয়া, তব্ ম্যয় মজ্‌বুর্ হোকার চানা চাবাতে হুয়ে হুজুরকে পাশ চলা আ রহা হুঁ ।

গুপী। দেখ্‌লে—দেখ্‌লে—বোনাইবাবু, বেটা ছাতুখোর—ধর গিয়ে—আমাকে গিধ্‌ধোর বল্‌লে ! ধর গিয়ে—আমি কাকে আঁচ্‌ড়াচ্ছি না কাম্‌ড়াচ্ছি ?

উত্তম। এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু, পাঁড়েজি! জান, এ ছোক্‌রা আমার কে?

গুপী। ধর গিয়ে—বেটা ছাতুখোর কেমন ক'রে বুঝ্‌বে আমি বোনাই বাবুর কত বড় আপনার লোক! বেটা খালি মুটো মুটো চানা খেতে জানে আর তালঠুকে ডিগ্‌বাজী দিতে জানে। ওরে ছাতুখোর, শোন্—আমি বড় কেউ-কেটা নই, আমি বোনাই বাবুর শালা শ্রীমান্ গুপীকান্ত আর বোনাই বাবু—ধর গিয়ে—আমার বাবাত-ভগ্নীপৎ।

গান।

আমি কেউ-কেটা নই।
আমি বোনাই বাবুর গুণের শালা,
এ রতন একটী বই আর দুটী কই॥
প'ড়ে আঙ্ক আঙ্ক সিদ্ধি,
পেকেছে আমার বুদ্ধি
সরস্বতী ভাব্‌ছে বসে আমায় বিদ্যে দেবার পুঁজি কই॥
তবু আমার বয়স কাঁচা,
মা বলে অমন ছেলের মুস্কিল বাঁচা,
ডুবুরি যার পেটে নেমে বিদ্যে বুদ্ধির পায় না থই॥

শুন্‌লে, বোনাই বাবু, শুন্‌লে—গুরুমশাই আমার বিদ্যের বহর দেখে কেমন গান বেঁধেছে, শুন্‌লে?

উত্তম। থাক্, ঢের শুনেছি! পাঁড়েজি, আজ থেকে হামেসা তুমি এর হুকুম তামিল কর্‌বে।

পাঁড়ে। যো হুকুম!

গুপী। ধর গিয়ে বুঝেছ, পাঁড়েজি, আমি—ধর গিয়ে—বড় একটা কেউ-কেটা নই! এখন আর ধর গিয়ে—খালি চানা চিবুলে চল্‌বে না, যা বল্‌ব তা শুন্‌তেই হবে হাঁ—পাঁড়েজি, ইধার আও। [পাঁড়েজীর অগ্রসর

হওন] [গুপীকান্ত অন্যদিকে গিয়া]—এই ইধার আও। [পাঁড়েজীর তথাকরণ—এইরূপ বারবার ; পরে গুপীকান্ত]—এই, হাম্‌রা সাথ্‌ আও—

[গুপী ও পাঁড়েজীর প্রস্থান।

উত্তম। অকালকুষ্মাণ্ড! আমায় জ্বালাতন কর্‌লে! তাই ত, এখন বাবা মদনমোহন কি কর্‌বেন কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। সকলকেই বোঝাচ্ছি—সান্ত্বনা দিচ্ছি, কিন্তু নিজে ত কই শান্ত হ'তে পার্‌ছি না।

মদনের প্রবেশ।

মদন। হাঁ বাবা, ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছ? বর্গীদের ভাবনা বুঝি? মোহন-দা বলেছেন, কিছু ভাবতে হবে না—তোমায় ভাব্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছেন।

উত্তম। কে বারণ ক'রে দিয়েছে?

মদন। মোহন-দা বারণ ক'রে দিয়েছেন।

উত্তম। যেমন তুই, তেমনি তোর মোহন-দা—বড় বড় বাহাদুর! যাদের নাম শুনে দেশের লোক ভয়ে আহার-নিদ্রা ভুলেছে, আর ওর মোহন-দা বলেছেন, তাদের ভয় কর্‌বার কোন কারণ নেই! জ্যাঠামি কর্‌বার জায়গা পাস্‌ নি, বাপের সঙ্গে এলি জ্যাঠামি কর্‌তে—দূর হ, অপোগণ্ড শিশু!

মদন। না—বাবা, আমি সত্য বল্‌ছি, মোহন-দা শুধু ঐ ব'লে আশ্বাস দেন্‌ নি ; আরও বলেছেন—রাজবাড়ীর দল-মাদল কামান দুটো পরিষ্কার ক'রে রাখ্‌তে, আর গোলাবারুদ ঠিক রাখ্‌তে। কোন লোক দরকার হবে না, একা মোহনদা-ই ঐ দুটো কামান নিয়েই বর্গীদের তাড়িয়ে দেবে।

উত্তম। হয়েছে—হয়েছে—ছেলে আমার এতদিনে একটি রত্ন হয়েছে! গুপেটার সঙ্গে মিশে বেটা এই বয়স থেকে গাঁজা ধরেছে! বলেছেন—দল-মাদল কামান নিয়ে বর্গী তাড়াবে! যে কামান রাজার প্রপিতামহের তস্য প্রপিতামহের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন বাহাদুর বীর ঐ দল-মাদল কামান একটু নড়াতে পারলে না, সেই কামান নিয়ে বর্গী তাড়াবেন, ওঁর মোহন-দা! বেটা নিশ্চয়ই গাঁজা ধরেছে—গুলি ধরেছে—চরস ধরেছে—চণ্ডু ধরেছে—আফ্‌গারীর চৌদ্দপুরুষ ধরেছে—অধঃপাতে গিয়েছে! দূর হ—দূর হ, বেটা কুলাঙ্গার! আজ বেটার গাঁজাখাওয়া বে'র্ ক'রে দিচ্ছি! এ বেটাকেও দেখে নোব আর বেটার মোহনদা'কে দেখে নোব! কুলাঙ্গার—কুলপাংশুল—পাজী বেটা, চল্—কোথায় তোর মোহন-দা; হয় আজ তোমার শেষ, নয় আজ তোদের গাঁজার শেষ—

[মদনের কণ্ঠদেশ ধরিয়া ধাক্কা দিতে দিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

তোরণ-সম্মুখ

তানজী ও জনৈকমারাঠা-সৈন্য

তানজী। কি দেখে এলে?

সৈনিক। যা দেখে এলুম—সর্দ্দার, সবই আশ্চর্য্য! নগর প্রবেশ থেকে আরম্ভ ক'রে এই তোরণ-দ্বার পর্য্যন্ত এলুম, কোথাও একটা প্রহরী বা পাহারার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেলুম না! রাজপুরী সম্পূর্ণ অরক্ষিত—তোরণ-দ্বার মুক্ত—প্রাসাদ-শিখর জনশূন্য—পুরী নিস্তব্ধ—যেন কোন আশঙ্কা বা উদ্বেগের কোন চিহ্ন নেই! দেবালয়ে নিত্যপূজা যেমন চ'লে আস্‌ছিল, ঠিক তেমনি চল্‌ছে—যেন কিছু হয় নি।

তানজী। অদ্ভুত এই বঙ্গদেশবাসী! এদের কূট-চরিত্র অধ্যয়ন কর্‌বার শক্তি সাধারণ মানুষের নেই! চিনেছিল একজন—সে সম্রাট্ আকবর সাহ; তাই শাসনের দণ্ড নামিয়ে রেখে প্রীতির শৃঙ্খলে সমস্ত দেশটাকে বেঁধে রাখ্‌তে প্রাণপণ যত্ন করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের সেই হিন্দুরাজা দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা-শত্রু দ্বারদেশে উপস্থিত জেনেও যে, এরূপভাবে নিশ্চিন্ত আছে, এ আমার ধারণাই হয় না! বাইরের চোখ দিয়ে তুমি যে পুরী অরক্ষিত মনে করেছ, আমার মনে হয়, তা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। তোমরা মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে যে জয়াশা কল্পনা ক'রে—কল্পিত অরক্ষিত পুরী আক্রমণ কর্‌তে চলেছ, সেই অরক্ষিত পুরী হ'তে সহস্র সহস্র শক্তিমান্ সেনা তোমাদের ধ্বংস-উদ্দেশ্যে মুহূর্ত্তে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পারে, বিচিত্র কি? পুরী সুরক্ষিত হোক আর অরক্ষিতই হোক্, আমরা আমাদের কর্ত্তব্যে এতটুকু শৈথিল্য প্রকাশ কর্‌ব না। শোন—সৈনিক, দুইশত সৈনিক নিয়ে মলহর রাওকে আমার আদেশ জানিয়ে বল, পুরীর উত্তরাংশে দেবালয়-সন্নিধ্যে অবস্থান কর্‌তে; অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে আমি স্বয়ং তোরণপথে পুরী প্রবেশ কর্‌ব। প্রবেশের পূর্ব্বে মাত্র তিনবার বংশীধ্বনি কর্‌ব; ঐ সাঙ্কেতিক শব্দ শোন্‌বামাত্র যেন মলহর রাও অনতিবিলম্বে দেবালয়ে প্রবেশ করে। শুনেছি, অতুল ধনরাশি ঐ মন্দিরে। সাবধানে কার্য্য কর্‌তে হবে। প্রত্যেককে জানিয়ে দিয়ো—ভুলেও যেন কেউ বিগ্রহ স্পর্শ না করে। আমার লক্ষ্য—রাজার ধনাগার। শত শত বৎসরের সঞ্চিত অর্থে বিষ্ণুপুর-অধিপতির ধনাগার পরিপূর্ণ; সে অর্থের আশা আমি কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না। যে কোন প্রকারে তা হস্তগত কর্‌তেই হবে। পণ্ডিতজীরও আদেশ তাই। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ! যাও—

[উভয়ের প্রস্থান।

মদনের কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া উত্তমাচার্য্যের প্রবেশ।

উত্তম। হতভাগা গাঁজাখোর—কোথায় তোর মোহন-দা? এই যে একপ্রহর কাল এখান-সেখান ক'রে সারা পৃথিবী খুঁজ্‌লুম, কই সে গাঁজাখোরকে ত দেখ্‌তে পেলুম না! অর্ব্বাচীন—অকালকুষ্মাণ্ড! বাপের সঙ্গে প্রতারণা? আজ দেখ্‌ব, যদি সে গাঁজাখোরকে না পাই, তা' হ'লে তোর একদিন কি আমার একদিন!

মদন। বিশ্বাস করুন, বাবা; আমার কথা এক বর্ণও মিথ্যা নয়! গুরু আপনি—দেবতা আপনি—আপনার সঙ্গে প্রতারণা কর্‌তে পারি, এতখানি দুঃসাহস আমার কোথায়, বাবা? মোহন-দা—মোহন-দা—কোথায় তুমি—একবার এসে ব'লে যাও, আমার কথা মিথ্যা নয়—বাবার ভ্রম দূর কর, মোদন-দা এস—একবার এস—

গান।

কেন নিদয় হ'য়ে রইলে ভাই,
　　একটীবার দেখা দাও।
হৃদে আশার আলোক জ্বেলে
　　কেন নিরাশা আঁধারে ডুবাও॥
আমি ভ্রান্ত পথহারা,
ভ্রমি ধরা পাগল পারা,
সহি ব্যথা অবির ,কারে ক'ব কে শুনিবে
　　তু.ম যদি না রে চাও॥

উত্তম। বক্কেশ্বর বেটার ভণিতার বহরটা একবার দেখ! দাদার জন্যে একেবারে শোক উথ্‌লে উঠ্‌ল! গাঁজাখোর বেটার জন্যে একেবারে মায়াকান্না জুড়ে দিলে! রস্, তোর ভীরুকুটী ভাঙ্‌ছি! কে আছিস্—

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

এই হতভাগাটাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর দালানের থামে বেঁধে রাখ্। ওর ঐ গাঁজাখোর মোহন ছোঁড়াকে যতক্ষণ না দেখাতে পার্ছে, ততক্ষণ কোনমতে ছাড়্বি না। নিয়ে যা—

[মদনকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

যত সব গাঁজাখোর, গুলিখোর, নেশাখোর জুটে আমার অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট ক'রে দিলে। কিন্তু মোহন ছোঁড়াটা কে? যার জন্যে ছেলেটা একেবারে এতখানি উন্মত্ত! আর ছোঁড়ারই বা কি দুঃসাহস! বেটা বলেছে কিনা ঐ পাহাড়ের মতন কামান দুটোকে নিয়ে বর্গী তাড়াবে; ছেলেটা তাতেই বিশ্বাস করেছে, তাড়াতাড়ি আমায় সে কথা বল্তে ছুটে এসেছে; তাই বা বল্লে কি ক'রে? কিছুই যেন বুঝ্তে পার্ছি না; যেন সব হেঁয়ালীর মত বোধ হচ্ছে! ছেলেটাকেও কঠোর শাস্তি দিয়েছি—মনটা কেমন কর্ছে! দূর ছাই, কিছু ভাল লাগ্ছে না! অন্তর্যামী ঠাকুর—এ আমায় কি বিপদে ফেল্লে তুমি? ভেদ ক'রে দাও এ রহস্য, ঠাকুর—[সহসা তোপধ্বনি] ওকি—কে তোপ দাগ্লে? কোথা হ'তে তোপ দাগ্লে? [পুনঃ তোপধ্বনি] ঐ আবার—[মারাঠাগণের আর্ত্তনাদ] একি—এ যে বর্গীদের আর্ত্তনাদ! তবে কি যুগযুগান্ত কাল ধ'রে যে কামান বিষ্ণুপুরের কোন শক্তিমান্ পুরুষ দাগ্তে সাহস করে নি, আজ কি সেই দল-মাদলে তোপ দাগ্ছে; কে দাগ্ছে? ঠাকুর মদনমোহন—তবে কি—তবে কি—যাই দেখি—

[বেগে প্রস্থান।

সসৈন্যে তানজীর প্রবেশ।

তানজী। আশ্চর্য্য! আমি উপর্য্যুপরি দু'-তিনবার তোরণ-পথে প্রবেশ কর্তে চেষ্টা কর্লুম, যেন কোন অলক্ষ্য শক্তি বিরাট্ অগ্নিময়

গোলক উদ্গীরণ ক'রে আমার প্রত্যেক উদ্যম ব্যর্থ ক'রে দিলে! কি করি? কোন্ পথে পুরী প্রবেশ করি? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব—না—না—দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের যে অংশ ভগ্ন, প্রাচীরের সেই অংশ একেবারে ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে পুরী-প্রবেশ করতে হবে। বিলম্ব করো না, সৈনিকগণ, এই মুহূর্ত্তে ভগ্নপ্রাচীর ভূমিসাৎ ক'রে দাও—যেমন ক'রে হোক্ পুরী প্রবেশ করতেই হবে।

সৈনিকগণ। হর হর মহাদেও।

[সকলের প্রস্থান।

বিষ্ণুপুর-রাজ।—[নেপথ্যে] সাবধান—যেন কেউ একটীমাত্র অঙ্গুলী সঞ্চালন ক'রে বাধা দেবার চেষ্টা ক'রো না! যাঁর রাজ্য—যাঁর ঐশ্বর্য্য—তিনিই তাঁর রক্ষাকর্ত্তা! নির্ভর কর তাঁর উপর! জয় মদনমোহনজী—

[নেপথ্যে ঘন ঘন তোপধ্বনি]

[মারাঠাগণের ভীষণ আর্ত্তনাদ]

দুই বগলে দল্-মাদল দুইটী কামান লইয়া সর্ব্বাঙ্গে বারুদমাখা অবস্থায় অগ্রে মোহন এবং একটী মশাল হস্তে

তৎপশ্চাৎ মদনের প্রবেশ

মদন। মোহন দা—মোহন দা! এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে মোহন দা? ওঃ, তোমায় যে কত খুঁজেছি, তোমার জন্য কত কেঁদেছি, তার ঠিক নেই! বাবার কাছে কত তিরস্কার—কত নির্যাতন সয়েছি, তবু তুমি এলে না! কেন এলে না, মোহন দা?

মোহন। কেন, ভাই, যেমন কথা দিয়েছি, তেমনি ত এসেছি: একটু বিলম্ব হ'লে বর্গীরা বোধ হয় পুরী প্রবেশ করত। রাজার সাধের সাজানো ঘর, আস্‌বাব-পত্র সব ভেঙে চুরমার ক'রে দিত! ভাগ্যি ঠিক

সময় এসেছিলুম, তাই ত সব রক্ষা হ'ল ! ঐ বুঝি বর্গী-সর্দার তানজী দক্ষিণ দিকের ভগ্ন প্রাচীর ভূমিসাৎ ক'রে দিলে ! এইবার পুরীপ্রবেশ করবে— ঐখান থেকেই তাদের বাধা দিতে হবে। ওদিকে মলহর রাও ঠাকুর বাড়ী প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে ; তার লোভ—দেবতার ঐশ্বর্য্য। তাকে ঐখান থেকেই ফেরাতে হবে। এস আমরা পূর্ব্ব প্রাচীর হ'তে কামান দাগি—

[উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে বিরাট্ কোলাহল ও ঘন ঘন তোপধ্বনি ও মারাঠা সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ)

বেগে তানজীর প্রবেশ।

তানজী। তাই ত, অলক্ষ্যে ব'সে কে অমন ঘন ঘন তোপ দাগছে ! মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার শতাধিক, মলহর রাওয়ের শতাধিক সৈন্য তোপের মুখে উড়ে গেল ! বিশ্বধ্বংসী বিরাট্ অগ্নিগোলক ভেদ ক'রে কেমন ক'রে পুরীপ্রবেশ করব ? দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা-বাহিনীর বিপুল উদ্যম কখনও এমন ভাবে বিরাট্ নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হয় নি ! মারাঠা-ভাগ্যচক্রে একি অদ্ভুত আবর্ত্তন—চিরজয়ী মারাঠার একি অসম্ভাবিত পরাজয় ! পণ্ডিতজীর আদেশ—হয় জয়-গৌরব অর্জ্জন—নয় প্রাণ বিসর্জ্জন ! তবে কি নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে সমস্ত মারাঠাশক্তিকে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দোব ?

ভাস্করের প্রবেশ।

ভাস্কর। না—না—না—মর-জগতের ক্ষুদ্রজীব, মৃত্যুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে যেয়ো না ! চ'লে এস—জেনে রেখো—এ আমাদের পরাজয় নয় ! যেখানে ক্ষুদ্র মানুষের শক্তির বিরুদ্ধে দৈবশক্তি অস্ত্র ধারণ করে, সেখানে বিজয়-গৌরবের অধিকারী শক্তিমান্ দেবতা নয়—জরামৃত্যুর অধীন হীন

নগণ্য মানুষ! চ'লে এস, বীর—দেবতার ঐশ্বর্য্য দেবতাকেই ভোগ করতে দাও। জয় মদনমোহন জী—

[উভয়ের প্রস্থান।

[হস্তে ও কোমরে একই রজ্জুবদ্ধ পরস্পর বিপরীতমুখী এবং গর্দ্দভ ও মর্কটের মুখোস পরিহিত গুপীকান্ত ও পাঁড়েজীর প্রবেশ। পাঁড়েজী চানা চিবাইতেছিল।]

গুপী। ও দিদি—দিদি—ও বোনাই বাবু—শীগ্‌গীর এস—শীগ্‌গীর এস—দেখে যাও আমার দুর্দ্দশাটা! এই ডামাডোলের মাঝখানে আমায় ফেলে তোমার—বিশ্বাসী দরওয়ান পাঁড়েজী পালিয়েছে। বর্গী বেটারা আমায় মারতে গিয়ে শুধু নাবালক ব'লে প্রাণে মারে নি—চোখে ঠুলি পরিয়ে পিছ্‌মোড়া ক'রে তেঁতুল গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল; কিন্তু বোনাই বাবু, আমি তোমার শালা—একটা বীরের মত বীর; তাই তেঁতুল গাছ শুদ্ধ উপ্‌ড়ে নিয়ে এতখানি পথ ছুটে এসেছি! আমার বন্ধন মোচন কর, বোনাইবাবু; আর শালা তেঁতুল গাছকে টান্‌তে পারি না! হেঁইয়া মারি জোয়ান্—[সজোরে আকর্ষণ]

পাঁড়ে। আঃ টান মত্ তুম্, গুপীবাবু তো? ম্যয় সম্‌ঝা কি শালা লোক মুঝ্‌কো এক বয়লকো দুমপর্ পিছ্‌মোড়া কর্‌কে বাঁধ দিয়া হ্যায়! [চানা চিবান]

গুপী। আরে কে ও—পাঁড়েজী নাকি? তুমি তা' হ'লে তেঁতুল গাছ নয়! তবে কি শালারা তোমার সঙ্গে আমার গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছে? তা বাবা পাঁড়েজী—এতখানি পথ তোমায় টেনে নিয়ে এলুম, তোমার মুখ দিয়ে একবার রাম বেরুল না—রহিমও বেরুল না?

পাঁড়ে। কেয়া করে—বাবুজী? কেয়্‌সে বাতেঁ করুঁ, হাম চানা চবাতা থা!

গুপী। তোমার গুষ্টির মুণ্ডু চবাতা থা! বলি, বাবা বীরভদ্র, সারাদিন ত চানা চিবোচ্ছ—লাসখানিও কম নয়; বাবা, বর্গীরা যখন এল, তখন তুমি তাদের এতটুকু বাধা দিতে পার্‌লে না—নাকে সর্‌ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে নাকি? আমাকেও ত রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না।

পাঁড়ে। কেয়া করেঁ, বাবু, ভাঙ্‌কা মৌজমে জব্‌ চানা চবা রহে থে, তব্‌ শালা লোক আ পৌঁছা আউর ঝট্‌ মুঝ্‌কা পকড় লিয়া—

গুপী। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝি আমার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধ্‌ দিয়া? বলিহারি বাহাদুর সিং—তারিফ আছে, বাবা!

জনৈক মারাঠাসৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। [স্বগত] তাই ত, বাবা, এমন একটা সহর—এতবড় একটা রাজবাড়ী—কিছু কর্‌তে পারা গেল না! লুঠ-তরাজ্‌ ক'রে পাওনা গণ্ডা যা ভাগে পড়ে, সে দিকেও অষ্টরম্ভা! দেশে কি একটা আওরাত নেই, যার গা থেকে দু পাঁচ ভরির সোনাদানার জেবর খুলে নেবো। হায় রে বরাত! ও বাবা, মুখোস পরা এ দুজন আবার কে? দিব্বি পিছ্‌মোড়া ক'রে বেঁধেছে! বা-বা-বা-আওরাত না পাই, এই দুবেটার গায়ে দেখ্‌ছি ভরি কতক সোনা চক্‌ চক্‌ কর্‌ছে; এ সুযোগ হাতছাড়া করা হবে না।

[সৈনিক ক্ষিপ্রহস্তে পাঁড়েজীর হস্ত হইতে স্বর্ণময় বলয় উন্মোচন করিতে লাগিল।]

পাঁড়ে। আরে বাবু, ইয়ে কেয়া করতে হো?

সৈনিক। [গম্ভীরভাবে] চুপ্‌—[অনন্তর গুপীনাথের হস্ত হইতে স্বর্ণবলয় এবং গলদেশ হইতে মুক্তার হার খুলিয়া লইল।]

গুপী। একি রসিকতা কর্‌ছ, পাঁড়েজী? জান—আমি তোমার মনিব—ভাল চাও ত হার ফিরিয়ে দাও।

পাঁড়ে। কেয়া আপ্ হমারা তাগা লিয়া, ফির্ হমারী বদ্‌নামী কর্‌তে হেঁ!

সৈনিক। বুদ্ধিমান্ পাঁড়েঠাকুর, আপনাদের গহনা কেউ নেই নি—কাকে নিয়ে গেছে। ঐ দেখুন—হুস্ হুস্ ক'রে উড়ে যাচ্ছে! যান্, পাকৃড়াও করুন—পাকৃড়াও করুন—

[সৈনিক উভয়কে ধাক্কা দিয়া প্রস্থান করিল।

পাঁড়ে। শালা চোরটা ভাগ্‌তা হায! পাকৃড়ো—পাকৃড়ো—

গুপী। বোনাই বাবু—বোনাই বাবু—

[ঘুরপাক খাইতে খাইতে উভয়ের প্রস্থান।

উত্তমাচার্য্য। [নেপথ্যে] মদন-মোহন বাবা—কোথায় তুই—কোথায় তুই—

উন্মাদের ন্যায় বেগে উত্তমাচার্য্যের প্রবেশ।

মদন—মদন—
খুঁজিলাম রাজপুরী তন্ন তন্ন করি,
না পাইনু তাহার সন্ধান!
হতভাগ্য মূর্খ আমি—
চিনিতে নারিনু
ভক্তিমান্ তনয়ে আমার!
দেবশিশু শাপভ্রষ্ট হ'য়ে
এসেছিল অভাগার গৃহে
লভেছিল দেবতা-প্রসাদ।
ভ্রান্ত আমি—মূর্খ আমি তাই
অনাস্থায় নির্যাতন করিলাম তারে!
কিন্তু তার কথা দৈববাণী সম

বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হ'ল ;
ভাগ্যদোষে শুধু আমি ভাগ্যহীন—
অকালে হারানু তায় !
হা পুত্র—হা আনন্দ-দুলাল !
ফিরে আয় ফিরে আয় বাপ,
আমি বুঝিয়াছি ভ্রম,
ক্ষমা কর জনকে তোমার।
মঙ্গলনিদান হে মদনমোহন !
করুণায় সাধিলে কল্যাণ
তব আশ্রিতের—
বর্গীদস্যু হ'তে রক্ষিলে সকলি।
কিন্তু হায়, শুধু আমি ভাগ্যহীন—
হারাইনু সর্ব্বস্ব আমার !
দাও—প্রভু, দাও ফিরাইয়ে
এ বৃদ্ধের নয়নের মণি—
জীবনসর্ব্বস্ব ধন,
অবহেলে যারে
করিয়াছি শত নির্যাতন,
এবে জ্বলে হৃদি অনুতাপানলে।
দয়াময় মদনমোহন,
দয়া কর—দয়া কর, দেব—

[বারুদের কালিমা রঞ্জিত দেহ মুমূর্ষু মদনকে সযত্নে গাঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া গীতকণ্ঠে ধীরে ধীরে মোহনের প্রবেশ।

মোহন ।—

গান ।

ওগো এই যে তোমার স্নেহের দুলাল
আমার খেলার সাথী প্রাণের মদন ।
তোমার তরে ভবের কাজে
স'পেছে যে সাধের জীবন ॥
টেনেছিলে প্রাণের টানে, ভালবেসে প্রাণে প্রাণে,
এখন আমায় ফেলে গেল চ'লে
দিয়ে শুধু প্রাণে বেদনা ।

[মদনকে ভূমিশয্যায় শয়ন করাইয়া মোহনের প্রস্থান ।

উত্তম । মদন—মদন—বাবা—

মদন । দুঃখ ক'রো না, বাবা, আমার দিন ফুরিয়েছে—আমি বড় সুখে যাচ্ছি । মোহন দা আমায় যাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছে । এতদিন রাজার নুন খেয়েছিলুম, যাবার আগে তাঁর যে এতটুক উপকারে এসে-ছিলুম, এইটুকু আমার শান্তি—এইটুকু আমার সুখ । যাই, বাবা—যাই, মোহন-দা—তোমার দেখানো পথে কত আলো জ্ব'লে উঠেছে—কত লোক ছুটে আস্‌ছে—আমায় নিয়ে যেতে ! মোহন-দা—[মৃত্যু]

উত্তম । ওহো—হো, আমার বুকখানা ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়ে গেল ! ওঃ মদন রে—বাপ্ আমার ! আমি—না—না—আমিই ওকে মেরে ফেলেছি । আমার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে হতভাগ্য শিশু বর্গীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে । আমি পিতা নই—রাক্ষস—পিশাচ—নরকের প্রেত !

বিষ্ণুপুর-রাজের প্রবেশ ।

রাজা । অমন কথা মুখে আন্‌বেন না, প্রভু ! আপনি দেবতা—আপনার কৃপায় আজ দুরন্ত বর্গীদল বিতাড়িত --বিষ্ণুপুর রক্ষিত !

উত্তম। না—না—মহারাজ—সে কার্য্যের নায়ক আমি নই—এই শিশু—যার পবিত্র আত্মা কলুষিত পৃথিবী ত্যাগ ক'রে ঐখানে চ'লে গেছে! [ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ] রাজা, তোমার সব ছিল, সব আছে, যা যেতে বসেছিল, তা যায় নি, কিন্তু রাজা—এই দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণের যা ছিল—সর্ব্বস্ব গিয়েছে! আর ফির্‌বে না—প্রাণপাত কর্‌লেও না। ঠাকুর দিয়েছিলেন, ঠাকুর কেড়ে নিয়েছেন। বিদায়, মহারাজ! থাকুন, আপনি আপনার রাজ্যে থাকুন ; আপনার মন্দিরে ঐ মদনমোহন—যিনি বিষ্ণুপুরের রক্ষাকর্ত্তা আর যিনি এ দীন ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্বহন্তা! থাকুন তিনি—এ দীন ব্রাহ্মণ আজ চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ কর্‌ছে—

[মদনের মৃতদেহ বক্ষে লইয়া গমনোদ্যোগ]

রাজা। [উত্তমাচার্য্যের সম্মুখে নতজানু হইয়া] তা হবে না, প্রভু! বিষ্ণুপুরের রক্ষাকর্ত্তা আপনি—আপনার ঐকান্তিক ভক্তি, পবিত্র নিষ্ঠা একমাত্র বিশ্বাসেরই গুণে আজ আমরা দেবতার প্রসাদলাভে ধন্য হয়েছি ; রাজ্য যাক্—সর্ব্বস্ব—যাক্, তথাপি আপনাকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না। যদি একান্তই যাবেন, এ দাসানুদাসকেও সঙ্গে নিন্।

উত্তম। তা হয় না, রাজা! আমার মদনকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্ত বাঁচ্‌তে পার্‌ব না।

রাজা। তা' হ'লে থাক্ সব—বিষ্ণুপুররাজও আজ আপনার অনুগামী।

নেপথ্যে মোহন। কাকেও যেতে হবে না, মহারাজ! ঐ দেখুন—আমার স্নেহের ভাই মদন গভীর সুষুপ্তি ত্যাগ ক'রে চোখ মেলে চেয়েছে।

মদন। বাবা—বাবা—আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ, বাবা? আমায় নামিয়ে দাও—আমি অনেকক্ষণ মোহন-দাদাকে দেখি নি, একবার তাঁকে দেখে নি, একবার তাঁকে দেখে আসি।

উত্তম। আনন্দদুলাল আমার! আগে প্রতিজ্ঞা কর্, তোর মোহন-দাদাকে একবার আমায় দেখাবি?

মদন। তাকে ত দেখেছ, বাবা; সে-ই ত আমায় সঙ্গে ক'রে তোমার কাছে নিয়ে এসেছে।

উত্তম। দেখিছি বটে—শুধু ক্ষণেকের জন্য বিভ্রান্তচিত্তে; সাধ মেটেনি—আশা পোরে নি।

মদন। বেশ, তা' হ'লে তোমায় দেখাব, বাবা! [প্রস্থান।

রাজা। প্রভো! বালকের আসার প্রত্যাশায় না থেকে, চলুন না কেন আমরা সেই বালক-সখা মোহনকে নিজে গিয়ে দেখে আসি? ওরে কে আছিস্, পুরবাসীদের আহ্বান কর্—আমরা আজ সানন্দে সংকীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে দেব-দর্শনে যাব।

গীতকণ্ঠে পুরবাসিগণের প্রবেশ।

পুরোবাসিগণ।— গান।

জয় পতিত-পাবন বিঘ্ন-বিনাশন
নিত্যনিরঞ্জন ভবভয়হারী।
দুরিত-বারণ সত্য সনাতন
মঙ্গল-নিদান মুকুন্দ মুরারি॥
জয় মদনমোহন গোবর্দ্ধন-ধারণ
কেশীনাশন কেশব কংসারি।
বৃন্দাবন ধন গোপিনী রঞ্জন
রাধিকা রমণ বিনোদ-বিহারী॥
কালীয় দমন, কালভয় বারণ
কুব্জা-বঁধুয়া কালা কৃপাময় হরি।
মুরলী-বাদন, গোষ্ঠে গোচারণ
জয় রাখাল-রাজ রাসবিহারী॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ—প্রাসাদ-কক্ষ

মীরজাফর ও জনৈক গুপ্তচর

মীর। কি সংবাদ?

চর। জনাব, নূতন সংবাদের মধ্যে নবাবজাদা আর সেই বাঙ্গালী যুবক মোহনলাল আজই মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছে।

মীর। আজই?

চর। হাঁ—জনাব, আজই।

মীর। সংবাদ সত্য, না একটা গুজব শুনে এসেছ?

চর। দিন রাত যেমন সত্য—জনাব, এ সংবাদও তেমনি সত্য। সংবাদ আমি স্বকর্ণে শুনে এসেছি।

মীর। [নিজ শ্মশ্রুমধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে নিবিষ্টমনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; অনন্তর সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিলেন] তা' হ'লে আমার সঙ্কল্প আজই কার্য্যে পরিণত কর্‌তে হবে। [আবার কয়েক মুহূর্ত্ত নিবিষ্টমনে কি চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন] সমস্ত সৈন্য আমার অধীন; আমার একটীমাত্র অঙ্গুলীহেলনে পঞ্চ সহস্র মুসলমান সৈন্যের কোষমুক্ত অসি একসঙ্গে সূর্য্যকিরণে ঝল্‌সে উঠ্‌বে। আর সম্মুখে একটা নগণ্য বালক সিরাজ আর একটা অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী যুবক! কিছু নয়! আমি আজই আক্রমণ কর্‌ব। হাঁ, বল্‌তে পার—মোহনলালের সঙ্গে সৈন্য কত?

চর। আগে ছিল নবাবের কাছে ভিক্ষা নেওয়া মাত্র দুই শত; এখন

শুনেছি, সে বাঙ্গালী যুবক আর তুই শত সেনার অধিনায়ক নয়—পাঁচ-হাজারী মন্‌সবদার।

মীর। মিথ্যাকথা! একটা নগণ্য কাপুরুষ বাঙ্গালী পাঁচহাজারী মন্‌সবদার! তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

চর। না—জনাব, আমি ঠিক শুনেছি, নবাব তাকে পাঁচহাজারী মন্‌সবদারী দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন।

মীর। বার্দ্ধক্যে নবাবেরও মাথার ঠিক নেই! তার উপর আমার জীবন্ত চক্ষুঃশূল—নবাবের এই আদরের দৌহিত্র সিরাজ।

[পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের গবাক্ষ সন্নিধানে আসিয়া লুৎফা দাঁড়াইল এবং মীরজাফরের মুখে সিরাজের নাম, চোখে হিংসা-কুটিল-তীব্রদৃষ্টি দেখিয়া চমকিত হইল; এবং সে ঐ চরের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহে, তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

মীর। [নামাঙ্কিত পাঞ্জা বাহির করিয়া চরের হস্তে দিয়া] এই পাঞ্জা নিয়ে তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার সৈন্যদলে যাও, আমার আদেশ জানিয়ে তাদের অবিলম্বে প্রস্তুত হ'তে বল্‌বে রাত্রি এক প্রহরের পর আমার দ্বিতীয় আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রাসাদ আক্রমণ কর্‌বে। নবাব-দৌহিত্র থাকে উত্তম—তাকে হত্যা না ক'রে বন্দী কর্‌বে, না থাকে—প্রাসাদ অধিকার ক'রে প্রাসাদ-শিখরে আমার বিজয়-পতাকা উড্ডীন ক'রে দেবে। বুঝেছ?

চর। জনাব, আজই রাত্রে?

মীর। হাঁ, আজই রাত্রে। যাও—   [গুপ্তচরের প্রস্থান।

লুৎফা। [স্বগত] কি সর্ব্বনাশ—বিশ্বাসঘাতক সয়তানের পেটে পেটে এত! তাই ত, এখন কি উপায় করি? নবাবজাদা যে কখন্

রাজধানীতে ফির্‌বেন, তাও জানি না ; অথচ তাঁকে সংবাদ দিতে হবে। কি করি! কি করি!

[প্রস্থান।

মীর। এ সুযোগ হারালে আবার দ্বিতীয় সুযোগ আস্‌তে হয় ত কত যুগ কেটে যাবে। উপস্থিত সুযোগ ত্যাগ কর্‌ব না। চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবক সিরাজ যে বাঙ্গলার মস্‌নদে বস্‌বে, এ কথন বর্‌দাস্ত হবে না। বাঙ্গলার নবাবের দক্ষিণ হস্ত খান্‌খানান্‌ মীরজাফর আলিখাঁ কখন ঐ উচ্ছৃঙ্খল যুবককে নবাব ব'লে আভূমি নত হ'য়ে কুর্ণীশ কর্‌তে পার্‌বে না। যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছি, তখন সহজে পশ্চাৎপদ হ'ব না। বাঙ্গলার নবাবী তক্তা হয় সে আগুনে পোড়াবো, নয় তাতে নিজে উপবেশন ক'রে তক্তার গৌরব বৃদ্ধি কর্‌ব। বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ আমার প্রতিকূলে দাঁড়াবে, হা—হা—হা—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

গীতকণ্ঠে গ্রামবাসী পুরুষ, স্ত্রী ও বালকগণের প্রবেশ

সকলে।—

গান।

হায় হায় কি হবে গো
সর্ব্বনেশে বর্গী এল দেশে।
ক্ষেতি পাতি সবই গেল;
বুঝি প্রাণ যায় গো শেষে॥

পুরুষগণ।— শূন্য হ'ল গোলাবাড়ী,
গোলের গরু ছিঁড়্‌ল দড়ি,
তবু জমিদারের কড়াকড়ি
খাজনা নিতে এসে॥

স্ত্রীগণ।— ঘুচে গেছে রান্নাবান্না, শেষ হয়েছে ঘরকন্না,
সার করেছি শুধু কান্না
হায় রে বরাত দোষে॥

বালকগণ।— ঘুম পাড়ানীর মাসী-পিসী,
আর ত ঘুম দেয় না আসি,
ঘড়িক ঘড়িক আত্‌কে উঠি
বর্গীর তরাসে॥

পুরুষগণ।— ধ'রে মাগ-ছেলের হাত দাঁড়িয়ে পথে,
ভাব্‌ছি আছে কি বরাতে,

স্ত্রীগণ।— কেমন ক'রে মান বাঁচাব,
ওগো তারা সর্ব্বনেশে।

বালকগণ।— খেলাধূলা গেছি ভুলে,
কেঁদে গেছে পেট্‌টা ফুলে,
স্ত্রীগণ।— অন্ন জল নাইক মূলে
নিলে রাক্ষসে সব শুষে॥
সকলে।— দেখে না'কো দেশের রাজা,
প্রাণে মরে গরীব প্রজা,
খেয়ে দেয়ে আছে মজা সুখের আবাসে ;
যে মরে সে মরুক তার ভাবনা কিসে॥

চল্—চল্—পালাই চল্ ; এমন পোড়া দেশে আবার মানুষ থাকে !

[সকলের প্রস্থান।

সিরাজ ও মোহনলালের প্রবেশ।

মোহন। নবাবজাদা, বল্‌তে সাহস হয় না—গোস্তাকী মাপ্ করবেন ; আজ রাত্রে আপনার মুর্শিদাবাদ না গেলেই যেন ভাল হ'ত।

সিরাজ। এ কথার তাৎপর্য্য কি, মোহনলাল ? নিজের রাজ্য—নিজের রাজধানী—নিজের প্রাসাদ—সেখানে যাব, তাতে আর আশঙ্কা কি আছে ? আর তুমি কিসের আশঙ্কাই বা করছ ? দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর দৌহিত্র আমি—আমার বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহস করে, সমগ্র বাঙ্গলায় এমন কম্‌বক্ত কেউ আছে ব'লে মনে কর ?

মোহন। জানি—নবাবজাদা, তা না থাকাই সম্ভব! তবুও যেন আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জেগেছে। সেই শিবির হ'তে যাত্রা ক'রে অবধি পদে পদে যে সমস্ত অলক্ষণ নিদর্শন দেখে আস্‌ছি, তাতে যেন মনের সন্দেহটা একটু একটু ক'রে ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌ছে ; তাই বল্‌ছি, নবাবজাদা, আজ আর রাজধানীতে না যাওয়াই ভাল। ছদ্মবেশে রাত্রিটুকু কোন একটা সরাইয়ে যাপন ক'রে, প্রভাতে রাজধানীতে প্রবেশ করব, এই আমার ইচ্ছা।

সিরাজ। দুর্ব্বলহৃদয় বাঙ্গালি! এই কুসংস্কারের জন্য তোমাদের আসন আজ এতখানি নিম্নে! যাত্রাকালে একটা অমঙ্গলের নিদর্শন দেখে এতখানি আত্মহারা হয়, তা হ'লে এই বিশাল রাজ্যের রশ্মি তোমাদের হাতে সমর্পণ ক'রে কেমন ক'রে নবাব নিশ্চিন্ত থাকতে পার্‌বেন। ভাল, বল দেখি, মোহনলাল, যে অমঙ্গল-নিদর্শন দেখে তুমি এতখানি আত্মহারা হচ্ছ, সেই নিদর্শনগুলিই বা কি—আর তোমাদের শাস্ত্রেই তার ফলাফলই বা কি বলে?

মোহন। নবাবজাদা, গোস্তাকী মাপ্‌ কর্‌বেন; আমাদের হিন্দুশাস্ত্র যতই কুসংস্কার পূর্ণ হোক্, অমঙ্গলের নিদর্শন কখনই মঙ্গল সূচনা করে না।

সিরাজ। আমি ত তাই শুন্‌তে চাই, মোহনলাল! তোমার অমঙ্গলের নিদর্শনই বা কি?

মোহন। বামে সর্প, দক্ষিণে শৃগাল, মাথার উপর পেচকের চীৎকার কখনই মঙ্গলের নিদর্শন নয়, নবাবজাদা! যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এই সব দুর্লক্ষণ দেখে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে। ঈশ্বর করুন, যেন কোন অমঙ্গল সূচিত না হয়। তবুও পূর্ব্ব হ'তে সাবধান হবার জন্য আমার এ প্রস্তাব।

সিরাজ। ভাল, মোহনলাল, আমি নিজেই তোমার এ অমঙ্গলের নিদর্শনের পরীক্ষা কর্‌ব। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি কোন সরাইয়ে রাত্রি-যাপন কর।

মোহন। নবাবজাদা, মোহনলাল এতটা বেইমান্‌ নয় যে, সত্য হোক্ আর মিথ্যাই হোক্, নবাবজাদাকে একাকী একটা ভাবী বিপদের সম্মুখীন হ'তে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বে। চলুন, সাহাজাদা, আমরা অদৃষ্টচালিত পথে অগ্রসর হই।

পুরুষের ছদ্মবেশে লুৎফার প্রবেশ।

লুৎফা। পথিক, মুর্শিদাবাদের কি এই পথ ?

মোহন। সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এমন দুর্য্যোগময়ী রজনীতে তুমি একাকী কোথায় চলেছ, বালক ?

লুৎফা। প্রশ্ন করবার আগে বোধ হয়, প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই ভদ্রতাসঙ্গত !

মোহন। বল্‌তে পার, বালক ; আর আমিও স্বীকার করি, তোমার কথা যুক্তিযুক্ত ; কিন্তু তোমার ন্যায় বালকের এই দুঃসাহস দেখে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই তোমায় প্রশ্ন কর্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

লুৎফা। কেন, আমার কার্য্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে, আমার উদ্দেশ্য মন্দ ? আমাকে কি দস্যু, তস্কর বা বর্গীদল-সম্পর্কীয় কোন শত্রু ব'লে মহাশয়ের সন্দেহ হচ্ছে ? যদি তাই হয়, তা' হ'লে প্রয়োজন নেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ; মুর্শিদাবাদ উদ্দেশে আমার দুই চক্ষু যে পথে নিয়ে যাবে, আমি সেই পথেই যাব। তা' হ'লে আসি, মশায় !

সিরাজ। দাঁড়াও, বালক। তুমি এই রাত্রেই মুর্শিদাবাদ যাবে ?

লুৎফা। প্রভুর ভৃত্য আমি—প্রভুর বিপদের কথা শুনে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত থাক্‌ব বলুন ?

সিরাজ। তোমার প্রভুর এমন কি বিপদ্, বালক, যাতে এই দুর্য্যোগময়ী রজনীতে তোমার যাবার একাকী প্রয়োজন একান্ত হয়েছে ?

লুৎফা। এক বিশ্বাসঘাতক দস্যু প্রভুর সর্ব্বস্ব অপহরণে উদ্যত।

সিরাজ। প্রবলপরাক্রান্ত দস্যুর হস্ত হ'তে তোমার প্রভুকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে, বালক ?

লুৎফা। উদ্ধার কর্‌তে না পারি, এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে দুর্ব্বৃত্তের কার্য্যে এতটুকু বাধা দিতে পার্‌ব ত ? প্রভু গৃহে নেই—বিশ্বাসঘাতক

দস্যুর হস্তে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে তিনি স্থানান্তরে গেছেন; সুযোগ বুঝে কৃতঘ্ন সয়তান আজ প্রভুর এই সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছে।

সিরাজ। বল কি, বালক! তোমার প্রভুর প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন এমন কি কেউ নেই, যে তোমার প্রভুর এই নিদারুণ বিপদে একটী মাত্র অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'রে সাহায্য করে?

লুৎফা। একমাত্র মেহেরবান্ খোদা ভিন্ন বুঝি আর কেউ নেই—আজ যদি মহাপ্রাণ নবাব মুর্শিদাবাদে থাক্‌তেন!

মোহন। চল—বালক, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল—আমি দস্যু-কবল হ'তে তোমার প্রভুর সর্ব্বস্ব রক্ষা কর্‌তে প্রাণ উৎসর্গ কর্‌ব। বল, বালক, নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর রাজ্যে এত বড় বিশ্বাসঘাতক সয়তান কে?

লুৎফা। চম্‌কে উঠ্‌বেন না—সে বিশ্বাসঘাতক সয়তান আপনার অপেক্ষা শক্তিমান্! বোধ হয়, শক্তিতে সে নবাব আলিবর্দ্দীখাঁরও সমকক্ষ।

সিরাজ। হেঁয়ালী রাখ, বালক! স্পষ্ট বল—কে সে সয়তান?

লুৎফা। কি আর বল্‌ব, জনাব? তিনি নবাবের দক্ষিণ হস্ত—পরমাত্মীয়—মীরজাফর আলি খাঁ।

মোহন। নবাবজাদা—

সিরাজ। বুঝেছি—মোহনলাল, তোমাদের শাস্ত্র মিথ্যা নয়। চল, বালক, তোমার প্রভুর সর্ব্বস্ব রক্ষা কর্‌তে প্রথম আত্মোৎসর্গ কর্‌ব আমি—আমার সঙ্গে এই বাঙ্গালী—

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ভাস্করের আরণ্য-শিবির

ভাস্কর, তানজী ও সৈনিকগণ

ভাস্কর। তানজী, দেবতার রাজ্য জয় করতে গিয়ে পরাজয়-কলঙ্ক নিয়ে ফিরে এসেছি, প্রাণে এতটুকু দুঃখু হয় নি; কিন্তু কাটোয়ার দুর্গ জয় ক'রে দৈবদুর্বিপাকে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তাতে মনে হয়, সমগ্র লুণ্ঠন ক'রেও বোধ হয় সে ক্ষতি পূরণ হবে না। এর কারণ কি জান, তানজী? দৈব আমার প্রতিকূলে। দেবতাকে উপেক্ষা ক'রে আমি পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিতে উদ্যত হয়েছি, সেই পাপের এই শাস্তি। আমি প্রায়শ্চিত্ত করব, তানজী! আমি ষোড়শোপচারে মা ভবানীর পূজা করব। দেবী প্রসন্ন না হ'লে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে এমনি পদে পদে বিঘ্ন হবে। তানজী, অবিলম্বে মার পূজার আয়োজন কর।

তানজী। পণ্ডিতজী কি দেবীমূর্ত্তি গঠন করবেন, না ঘট-স্থাপনা ক'রে দেবীর পূজা করবেন?

ভাস্কর। মূর্ত্তিগঠন সময়-সাপেক্ষ, তা ছাড়া আমার সৈন্যদলের মধ্যে এমন শিল্পী কেউ নেই, যে মনের মত দেবীমূর্ত্তি গঠন করতে পারবে।

১ম সৈন্য। পাণ্ডিতজী, আমি উপযুক্ত মূল্যে মনের মতন গড়া মাতৃ-মূর্ত্তি এনে দোব। আমায় এক অহোরাত্র সময় দিন্।

ভাস্কর। এক অহোরাত্র—উত্তম! তুমি মূর্ত্তি সংগ্রহ কর—মহাষষ্ঠীর শুভ প্রভাতে দেবীমূর্ত্তি চাই, মনে থাকে যেন!

১ম সৈন্য। যো হুকুম! [প্রস্থান।

ভাস্কর। তানজী, মূর্ত্তির জন্য এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, পূজার আয়োজন কষ্টসাধ্য নয়, কিন্তু আশঙ্কা—পাছে মহাপূজায় বিঘ্ন ঘটে! বিশ্বাসঘাতক নবাবসৈন্য এ সুযোগ কখন স্বেচ্ছায় উপেক্ষা কর্‌বে না, তার গুপ্তচর অহোরাত্র আমাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখেছে।

তানজী। এর জন্য নবাবের সঙ্গে একটা মোটামুটি রকমের সন্ধি কর্‌লে হয় না, পণ্ডিতজী?

ভাস্কর। সন্ধি! তা হয় না—তানজী; অত্যাচারপীড়িত নবাব অত্যাচারের প্রতিবিধান কর্‌তে সঙ্কল্প। ছলে হোক্, বলে হোক্, কৌশলে হোক্, যেমন ক'রে হোক্ সে সুযোগের প্রতীক্ষা কর্‌ছে—এর প্রতিশোধ নিতে। সন্ধির প্রস্তাব অসম্ভব, তানজী!

বালকবেশে মণিবাঈয়ের প্রবেশ।

মণি। তা যদি সম্ভব হয়, পণ্ডিতজী?

ভাস্কর। তুমি! তুমি কি সন্ধির প্রস্তাব ক'রে নবাবের সম্মতি নিয়ে আস্‌বে?

মণি। যদি তাই সম্ভব হয়, পণ্ডিতজী?

ভাস্কর। সম্ভব হয়—উত্তম; পার—নবাবের সম্মতি নিয়ে এস; কিন্তু—বালক, সাবধান—কূটচক্রী নবাবের কূট নীতির মর্ম্ম যদি সম্যক্ প্রণিধান করতে পার, সম্মতি নিয়ে এস; না পার, সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রো।

মণি। বেশ—

[প্রস্থান।

ভাস্কর। তানজী, আমি আরও চমৎকৃত হ'য়ে যাই—এ বালকের আচরণ দেখে! এই আছে এই নাই, অথচ সে যেন ছায়ার মত দিবারাত্র আমার অনুসরণ কর্‌ছে—কেন তা সে-ই জানে।

তানজী। সত্যকথা বল্‌তে কি, পণ্ডিতজী, আমারও যেন ঐ বালককে মূর্ত্তিমান্ হেঁয়ালী ব'লে মনে হয়। [সহসা তোপধ্বনি]

ভাস্কর। বিশ্বাসঘাতক নবাবের তোপধ্বনি। তানজী, নবাব-সৈন্য আমাদের সন্ধান জেনেছে—আর মুহূর্ত্তমাত্র এখানে থাকা চল্‌বে না, এখনই শিবির তুল্‌তে আদেশ দাও। সৈন্যগণকে দক্ষিণমুখে চালিত কর ; আর আমার অশ্ব ?

তানজী। পণ্ডিতজীর অশ্ব হামেসাই প্রস্তুত !

ভাস্কর। উত্তম, চ'লে এস—

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ-প্রাসাদ-কক্ষ

সিরাজ

সিরাজ। আশ্চর্য্য ! বালক কি প্রতারণা কর্‌লে ? মীরজাফর বিদ্রোহী হয়েছে ব'লে নবাবের ভাবী বিপদের আভাস দিয়ে প্রাণে যে উৎকণ্ঠা জাগিয়ে দিয়েছিল, ভেবেছিলুম বুঝি—আজ সত্যই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছি ; কিন্তু কৈ, বিদ্রোহের ত কোন নিদর্শন দেখ্‌ছি না। কিন্তু এ প্রতারণার উদ্দেশ্য কি ? কে এই বালক ? সজাগ মোহনলাল পুরী রক্ষায় নিযুক্ত, অথচ বিপদের কোন নিদর্শন নেই ! দূর্ হোক্ গে, আর ভাব্‌তে পারি না—চিন্তায় মস্তিষ্ক উষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে ! রজনীর প্রথম যাম উত্তীর্ণ প্রায়—দিবসের দীর্ঘ-পর্য্যটনে দেহ শ্রান্ত ও অবসন্ন ; বিশ্রামের অবশ্য প্রয়োজন—এইখানে একটু বিশ্রাম করি।

[অবসন্ন দেহে সোফায় শয়ন করিলেন]

[সহসা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।]

এ কি—কিসের ঘণ্টাধ্বনি! এমন সময়ে প্রাসাদে ঘণ্টাধ্বনি করলে কে? কৈ হ্যায়—

জনৈক রক্ষীর প্রবেশ।

সিরাজ। বল্‌তে পারিস্, এ কিসের ঘণ্টাধ্বনি?

রক্ষী। জনাব, দুষ্‌মণ পুরী অবরোধ করেছে, আত্মরক্ষা করুন—পালান্—

সিরাজ। [শশব্যস্তে উঠিয়া রক্ষীর কণ্ঠদেশ ধারণ করত] কি বল্‌লি, কম্‌বক্ত—

রক্ষী। জনাব, গোলাম নেমকহারাম নয়—তাই জনাবকে সাবধান কর্‌তে ছুটে এসেছি। জনাব, আত্মরক্ষা করুন—পালান—

সিরাজ। [রক্ষীকে মুক্ত করিয়া] বল্‌তে পারিস্—নফর, কে সে দুষ্‌মণ?

রক্ষী। খান্‌খানান্ মীরজাফর আলিখাঁ সাহেব। জনাব, আর বিলম্ব কর্‌তে পারব না—আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্‌লে জানে মারা যাব। জনাব, এখনও সাবধান হন্—

[প্রস্থান।

সিরাজ। সত্যই কি তবে মীরজাফর বিদ্রোহী? বালকের কথা উপেক্ষা ক'রে নিশ্চিন্ত ছিলুম; একটা ঘণ্টার আওয়াজে একটা বিরাট্ ভুল ভেঙে গেল। নেমকের ভৃত্য সাবধান করে দিয়ে গেল—পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা কর্‌তে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর দৌহিত্র—বাঙ্গালার মস্‌নদের ভাবী মালিক সিরাজউদ্দৌলা কি এতই কাপুরুষ যে, তারই এক বিদ্রোহী গোলামের ভয়ে ভীত হ'য়ে চোরের মত চুপে চুপে প্রাণ নিয়ে পলায়ন কর্‌বে? না—না—কখনই না। আসুক গোলাম—

আসুক মীরজাফর—আসুক সয়তান—দেখ্‌ব তার কতখানি শক্তি যে, সে নবাবী প্রাসাদে নবাব-দৌহিত্রের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ কর্‌তে সাহস করে!

দ্বিতীয় রক্ষীর প্রবেশ।

তুই আবার কি মনে ক'রে?

দ্বি-রক্ষী। জনাব, মীরজাফর আলিখাঁ সাহেবের আদেশে এখনই তাঁর সৈনিকগণ নবাবজাদাকে বন্দী কর্‌তে প্রাসাদে প্রবেশ কর্‌বে। নবাবজাদা, আত্মরক্ষা করুন।

[প্রস্থান।

সিরাজ। চমৎকার কৃতজ্ঞতা!

[নেপথ্যে ঘন ঘন তোপধ্বনি]

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোরণ-দ্বার হ'তে ঘন ঘন তোপ দাগ্‌ছে কে? মোহনলাল? একা মোহনলাল বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের বিপুল বাহিনীকে প্রতিহত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে কী বাতুলতা—এই বাঙ্গালী যুবকের!

[নেপথ্যে ঘন ঘন তোপধ্বনি ও মুসলমান সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ]

[নেপথ্যে—মীরজাফর]

মীর। পালিয়ে না—পালিয়ো না—কাপুরুষগণ! সকলে মিলে এক সঙ্গে তোরণ অতিক্রম ক'রে প্রাসাদে প্রবেশ কর; তুচ্ছ আগ্নেয় গোলকের ভয়ে ভীত হ'য়ে কর্ত্তব্য পথ হ'তে বিচলিত হ'য়ো না। পরিপূর্ণ উদ্যমে একসঙ্গে পুরী প্রবেশ কর। পাঁচ সহস্র সৈনিক তোমরা—তুচ্ছ একটা আগ্নের গোলক তোমাদের এতগুলোকে কখনও একসঙ্গে ধ্বংস কর্‌তে পার্‌বে না! দু'জন, দশজন, শত বা সহস্রজন যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তথাপি তোমরা চারি সহস্র বীর একসঙ্গে পুরী প্রবেশ

ক'রে পুরী অধিকার করতে পারবে। অগ্রসর হও—সৈনিকগণ, পরিপূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হও।

[নেপথ্যে ঘন ঘন তোপধ্বনি, সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ—"পালা—পালা" ইত্যাদি প্রকারে চাৎকার করিতে করিতে সৈন্যগণের পলায়ন।]

মীর। [নেপথ্যে] পালিয়ো না—কাপুরুষগণ, যে পালাবে আমি তাকে হত্যা করব।

[নেপথ্যে আলিবর্দ্দী]

আলি। ঠিক বলেছ ভাই—আবার বল, "যে পালাবে, আমি তাকে হত্যা করব।

সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] নবাব—নবাব—

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ।

আলি। সিরাজ—সিরাজ—কিসের গোলযোগ, ভাই? মীরজাফর বার বার চীৎকার ক'রে আদেশ দিচ্ছে, সৈন্যগণ পালিয়ো না—যে পালাবে, আমি তাকে হত্যা করব। তবে কি বর্গীরা প্রাসাদ আক্রমণ করেছিল, আর আমাদের ভীরু সৈন্যগণ তাদের সে আক্রমণের সহ্য করতে না পেরে প্রাণভয়ে পলায়ন করছে? তুমি ত ভাই কুশলে আছ?

সিরাজ। কে, দাদু-সাহেব? আর কয়েক ঘণ্টা পরে এলেই আমার কুশল ষোলকলায় পূর্ণ দেখতেন, দাদু-সাহেব!

আলি। কেন—কেন—কি হয়েছে, ভাই?

সিরাজ। কি হয়েছে? জিজ্ঞাসা করুন আপনার পরমাত্মীয় মীরজাফর আলিখাঁ সাহেবকে; তিনিই এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

আলি। কেন—কেন—ভাই, মীরজাফর কি করেছে?

সিরাজ। আপনার পরমাত্মীয় কিনা, তাই এই উচ্ছৃঙ্খল যুবক সিরাজের মাথাটা হস্তগত কর্‌তে উৎসুক হ'য়ে সসৈন্যে পুরী আক্রমণ করেছিলেন।

আলি। তার পর সে আক্রমণ প্রতিরোধ কর্‌লে কে?

সিরাজ। বোধ হয় সেই বাঙ্গালী মনসবদার মোহনলাল আর তার সঙ্গী একটা ক্ষুদ্র বালক—তোরণ হ'তে অবিশ্রান্ত কামানের গোলা বর্ষণ ক'রে তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছে।

আলি। মোহনলাল! মনসব্‌দার মোহনলাল!

মোহনলালের প্রবেশ।

মোহন। জনাবের তাঁবেদার!

আলি। আদর্শ বাঙ্গালী বীর! বীরত্বে, সাহসে, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় আজ তুমি যে অপূর্ব্ব শৌর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ, মোহনলাল, তাতে যে তুমি শুধু প্রশংসাভাজন হয়েছ—তা নয়, তোমার মহত্ত্বের দ্বারে সমগ্র বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে কৃতজ্ঞতার ঋণে চির আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌লে। আজ হ'তে তোমার স্থান নবাব-সিংহাসনের দক্ষিণে।

মোহন। জনাব, গোলামের উপর অসীম করুণা! কিন্তু জনাব, এ যশোগৌরবের সম্পূর্ণ অধিকারী আমি নই—আমার সঙ্গী এক অপরিচিত বালক। তার সাহায্য না পেলে আমি একা মীরজাফরের বিপুল বাহিনীকে প্রতিহত কর্‌তে পার্‌তুম না। সে বারুদ জুগিয়েছিল, আমি কামান দেগেছি।

আলি। কি বল্‌লে, বালক তোমার অপরিচিত?

মোহন। হাঁ, জনাব।

সিরাজ। দাদু-সাহেব, আমরা যখন ফিরে আসি, পথে ঐ বালকই

আমাদের মীরজাফরের বিদ্রোহের সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে জানিয়েছিল, তাই মোহনলালও প্রস্তুত হ'তে পেরেছিল।

আলি। আন—মোহনলাল, সেই রাজভক্ত বালককে; আমি একবার তাকে দেখ্ব। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্য হব।

বালকবেশে লুৎফার প্রবেশ।

মোহন। জনাব, এই সেই বালক

আলি। খোদার প্রেরিত—বেহেস্তের দেও তুমি বালক! এস ত—এস ত—এদিকে এস ত—

[লুৎফা আলিবর্দ্দীর নিকটবর্ত্তী হইলে, আলিবর্দ্দী তাহার মাথায় হাত বুলাইবামাত্র তাহার পুরুষের পরচুল খসিয়া পড়িল; এবং তাহার নিজ রমণী-স্বভাব সুলভ দীর্ঘ বেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইল।]

[সবিস্ময়ে] একি—কে তুমি?

সিরাজ। [অনুচ্চস্বরে] একি, লুৎফা!

আলি। হাঁ, ভাই, বালিকা কি তবে তোমার পরিচিত? ওকি, সিরাজ, মুখ নীচু কর্‌লে—বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে বুঝি? [লুৎফার প্রতি] তুমিই বল ত—ভাই, আমার দৌহিত্র বুঝি তোমার অপরিচিত নয়? ওকি, তোমারও যে মুখখানা রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল! বুঝেছি, কেউ কাকেও তেমন চেনো না, তবে একজন আর একজনের জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে শত্রুর সম্মুখীন হ'তে পারে! এতখানি আত্মোৎসর্গে প্রতিদান যদি কিছুও না থাকে, তা' হ'লে অন্ততঃ একের উৎসর্গ করা জিনিসটা অন্যের গ্রহণ করা উচিত। সিরাজ কৃতজ্ঞতার খাতিরে না হোক্, অন্ততঃ আমার খাতিরে এ মহান্ উৎসর্গ প্রত্যাখ্যান ক'রো না, ভাই!

[লুৎফাকে সিরাজের হস্তে সমর্পণ]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভাস্করের অরণ্য-শিবির

[নেপথ্য হইতে পূজার শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শুনা যাইতেছিল; স্তব পাঠের মধুরধ্বনি অস্পষ্টভাবে মৃদুপবনে ভাসিয়া আসিতেছিল। মারাঠা-সৈন্যগণ পরিপূর্ণ উল্লাসে—"জয় মা ভবানি!" বলিয়া দেবীর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ কয়েকটা তোপধ্বনি হইল।]

বেগে তানজীর প্রবেশ।

তানজী। একি! কে তোপ দাগ্‌ছে? তবে কি বিশ্বাস-ঘাতক নবাব সন্ধিভঙ্গ ক'রে অতর্কিতে আমাদের শিবির অবরোধের চেষ্টা কর্‌ছে?

বেগে ভাস্করের প্রবেশ।

ভাস্কর। চেষ্টা নয়—তানজী, সত্যই আমরা অবরুদ্ধ! আমি যা সন্দেহ করেছি, তাই হয়েছে! পাছে দেবীর পূজায় বিঘ্ন ঘটে, তাই আমি বিশ্বাস-ঘাতকের এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমার সেই মূর্খতার ফল এখন হাত হাতে ফলেছে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, দেবী মারাঠার প্রতি বিরূপ মারাঠা দৈবকে উপেক্ষা ক'রে পুরুষকারকে আশ্রয় করেছিল, তাই আজ দেবতা অপ্রসন্ন। বিসর্জ্জন দাও—তানজী,

মহাষ্টমীর মহাসন্ধিক্ষণে ঐ দেবী-প্রতিমা! দীক্ষিত কর—মারাঠা-সৈন্যগণকে; প্রতিহিংসার নবমন্ত্রে উৎসাহিত কর—বীর মারাঠাগণকে বিরাট্ ধ্বংস-যজ্ঞে! আপনাকে আহুতি দিতে কালের ভেরী বেজেছে; ঐ ভেরী-নিনাদ শুন্‌তে শুন্‌তে অবরুদ্ধ মারাঠা আমরা—চল একযোগে মৃত্যুর আহ্বানে জীবন উৎসর্গ কর্‌তে অগ্রসর হই। তানজী—তানজী—ঐ শোন মৃত্যুর আহ্বান! আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'রো না—এস চ'লে এস—

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

[নেপথ্যে—"মা ভবানি—শেষে এই কর্‌লি, মা!" বলিয়া মারাঠাগণ উচ্চ কোলাহল করিয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে ভাস্কর বলিলেন—"খবরদার, দেবীর নাম মুখে এনো না—মারাঠা দৈব চায় না—চায় পুরুষকার! এস, বন্ধুগণ—এস, ভ্রাতাগণ—আমরা দেবীর এ বিরাগের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে একসঙ্গে জীবন উৎসর্গ করি।"]

[নেপথ্যে ঘন ঘন তোপধ্বনি]

[যুদ্ধ করিতে করিতে মুস্তাফা খাঁ ও তানজী এবং মুসলমান সৈন্যগণ ও মারাঠা-সৈন্যগণের প্রবেশ এবং মুস্তাফা খাঁ ও তানজী ব্যতীত উভয় সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।]

মুস্তাফা। মূর্খ মারাঠা, যদি ভাল চাও, এখনও আত্মসমর্পণ কর।

তানজী। আফ্‌গান-সেনাপতি, মারাঠা জাতি হয় শত্রু জয় করে, নয় রণাঙ্গণে প্রাণ বিসর্জ্জন করে; কাপুরুষের মত কখনও শত্রুর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করে না। যদি প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে থাক, আফ্‌গান,

আমি তোমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিচ্ছি, তুমি স্বচ্ছন্দে মুর্শিদাবাদে ফিরে যাও ; আর যদি বীর হও, বীরোচিত কাজ কর—যুদ্ধ কর—

মুস্তাফা। তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, তানজী—

তানজী। অদৃষ্টের ফলাফল এখনই বুঝ্‌তে পার্‌বে, মুস্তাফা—যুদ্ধ কর— [যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

[যুদ্ধ করিতে করিতে নেহান খাঁ ও ভাস্করের প্রবেশ ; সঙ্গে সঙ্গে আলিবর্দ্দী ও একদল মুসলমান-সৈন্যের প্রবেশ ও ভাস্করকে আক্রমণ ; তুমুল যুদ্ধ—ভাস্কর অমিতবিক্রমে একে একে সকলের আক্রমণ প্রতিহত করিল ; অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিলে একমাত্র আলিবর্দ্দী প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।]

ভাস্কর। বিশ্বাসঘাতক নবাব !
ভেবেছিলে মনে শুভ অবসর এবে—
যবে মারাঠা-বাহিনী
নিয়োজিত ভবানী-পূজায় !
শুভ অবসরে
অতর্কিতে করি আক্রমণ
বধিবে মারাঠাগণে—
অনাথ শিশুর মত পেয়ে অসহায় ?
ভেবেছিলে মনে—
মূর্খ এই ভাস্কর পণ্ডিত
অকস্মাৎ অবরুদ্ধ হ'য়ে
স্বেচ্ছায় করিবে আত্ম-সমর্পণ
তোমাদের করে ?

মুছে ফেল ভ্রান্ত এই সংস্কার তব।
যতক্ষণ দেহে র'বে প্রাণ,
মারাঠা না দিবে ধরা।
এ বৃদ্ধ বয়সে
মতিচ্ছন্ন ঘটেছে তোমার,
মহাকাল করেছে স্মরণ,
তাই মৃত্যু সনে রণ-আকিঞ্চন!
যদি ভাল চাও—ফিরে যাও,
নহে সমরে শয়ন তব প্রাক্তন-লিখন!

আলি। বাক্যবীর জন
বাক্যে করে বীরত্ব প্রকাশ।
বীর যদি—
বৃথা বাক্য করি পরিহার,
বাহুবলে বীরত্বের দেহ পরিচয়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

নিরস্ত্র অবস্থায় ভাস্করের পুনঃ প্রবেশ।

ভাস্কর। বিশ্বাসঘাতক নবাব অন্যায় যুদ্ধ ক'রে আমায় ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে! অস্ত্র ভগ্ন হ'ল, সেই ভগ্ন অস্ত্র নিয়ে সাধ্যমত বাধা দিয়েছি—এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র! নেহানখাঁর দুৰ্দ্ধর্ষ পাঠান-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে তানজী ব্যস্ত; আমায় অস্ত্র সাহায্য করা দূরে থাক্, তার নিঃশ্বাস ফেল্‌বারও বুঝি অবসর নেই। আলিবর্দ্দীর সৈন্য আমায় আক্রমণ কর্‌তে ধেয়ে আস্‌ছে—দক্ষিণে আলিবর্দ্দী—বামে মুস্তাফা খাঁ। কি করি? একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্রের অভাবে এরা আমাকে জীবন্ত বন্দী কর্‌বে! ওঃ—অদৃষ্টের কী ক্রূর নির্যাতন!

সসৈন্যে আলিবর্দ্দী ও মুস্তাফাখাঁর প্রবেশ।

আলি। স্পর্দ্ধিত মারাঠা! এখন তুমি নিরস্ত্র; বল, আত্ম-সমর্পণ কর্‌বে কি না?

ভাস্কর। কখনও না—নবাব, ভাস্কর পণ্ডিত নিরস্ত্র হ'লেও, এখনও তার শক্তির আধার বাহুযুগল অশক্ত নয়—ভীম মুষ্ট্যাঘাতে তোমাদের এক-একটা গর্ব্বিত শির শতধা বিদীর্ণ ক'রে সহজে ভূপাতিত কর্‌তে পারে।

আলি। উত্তম! দাম্ভিক মারাঠাকে আক্রমণ কর, মুস্তাফা খাঁ! আমি দেখ্‌তে চাই—ওর বজ্রমুষ্টির শক্তি কতখানি!

[মুস্তাফা প্রভৃতি ভাস্করকে আক্রমণ করিল; ভাস্কর নিরস্ত্র হইলেও প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিল; কখনও বা কোন সৈনিকের অস্ত্র কড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা শত্রু-সৈনিকের সহিত যুদ্ধ কর্‌তে লাগিলেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে অস্ত্র ভগ্ন হওয়ায় পুনরায় রিক্তহস্তে বাধা দিতে লাগিলেন, কিন্তু এরূপ অবস্থায় দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না, তখন অগত্যা ক্ষত-বিক্ষত দেহে ভূপতিত হইলেন।]

ভাস্কর। ভবানি—শেষে এই কর্‌লি, মা! মৃত্যু না দিয়ে শত্রুর হাতে জীবন্ত বন্দী করালি!

আলি। সৈন্যগণ, দুষমণকে বন্দী কর—

[সৈন্যগণ ভাস্করকে বন্দী করিতে উদ্যত হইলে, বেগে সশস্ত্র ঠগীসর্দ্দার ও তাহার অনুচরগণ সহ পুরুষবেশিনী মণিবাঈ ও ছোট্টুর প্রবেশ।]

মণি। খবরদার সৈনিক, আহত মারাঠাকে স্পর্শ ক'রো না।

আলি। কে তুই কম্‌বক্ত?

মণি। আমি যেই হই—আমি জীবিত থাকতে কারও সাধ্য নেই যে, এই মারাঠা-সর্দ্দারকে বন্দী করে!

আলি। এ কম্‌বক্তের দুঃসাহস কম নয়! সৈন্যগণ, আক্রমণ কর—

[আলিবর্দ্দী ও তাঁহার সৈন্যগণ মণিবাঈ প্রভৃতিকে আক্রমণ করিলেন।]

ভাস্কর। বালক, এ অসময়েও মনে পড়েছে? যখন এসেছ, একখানা অস্ত্র ভিক্ষা দাও—দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আপনার জীবন বিপন্ন ক'রো না! বালক, তুমি তোমার ও ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে নবাবের বিরাট্ বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া তোমার পক্ষে বাতুলতা! নিশ্চিত মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আহ্বানে নিবৃত্ত হও, বালক! যদি উপকার করতে চাও—শুধু একখানা অস্ত্র ভিক্ষা দাও।

মণি। যতক্ষণ দেহে একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হবে, মারাঠা রণে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না, তা কি জানেন না, পণ্ডিতজী? আহত আপনি—অবসন্ন দেহে ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছেন, যতক্ষণ পারেন বিশ্রাম করুন; তার পর যদি বাঞ্ছিত শয্যা গ্রহণ করবার সৌভাগ্য আমার হয়, তখন পারেন যদি আমার পরিত্যক্ত অস্ত্র নিয়ে আবার শত্রুর সম্মুখীন হবেন। ছোট্টুলাল, সাবধানে পণ্ডিতজীর দেহরক্ষা কর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে ছোট্টুলাল ও ভাস্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান; বেগে নেহানখাঁর প্রবেশ করিল]

নেহান। ভাস্করের দক্ষিণ হস্ত তানজী আহত ও বন্দী; এখন বাকী শুধু ভাস্কর পণ্ডিত। এই যে পণ্ডিতজী এখানে সুকোমল ভূমিশয্যায় শান্তিময় বিশ্রামের কোলে গা ঢেলে দিয়েছেন! সেলাম, পণ্ডিতজী! আর কেন? এইবার মেহেরবাণী ক'রে আমার সঙ্গে আসুন।

[নেহানখাঁ অগ্রসর হইলে ছোট্টুলাল তাহাকে বাধা দিল]

ছোট্টু। সাবধান—সৈনিক, আর একপাও এগিয়ো না!

নেহান। ক্ষুদ্র মুষিক-শিশুর আবার এতখানি স্পর্দ্ধা! পথ ছাড়, অশিষ্ট বালক!

ছোট্টু। যে বীর—সে তার হাতের অস্ত্রে পথ পরিষ্কার ক'রে নিতে জানে।

নেহান। তবে মর্—

[নেহান ছোট্টুকে আক্রমণ করিল; যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে ছোট্টু। পূর্ব্বের পথ মুক্ত করেছি; পণ্ডিতজী, আত্মরক্ষা করুন—পালান্—

তরবারির উপর স্বীয় ক্ষত-বিক্ষত দেহভার ন্যস্ত করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে টলিতে টলিতে মণিবাঈয়ের প্রবেশ।

মণি। আর পার্‌লুম না, পণ্ডিতজী, অর্দ্ধেক মুসলমান-সৈন্য শেষ করেছি—মুস্তাফাখাঁকে বিতাড়িত করেছি—সাধ্যমত দেহের সমস্ত রক্তটুকু ঢেলে দিয়েছি—এইবার আপনার কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছি! বিদায় দিন্, পণ্ডিতজী—ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক সময় আপনার অপ্রিয় কার্য্য ক'রে আপনার অপ্রিয়ভাজন হয়েছি, সেইজন্য মার্জ্জনা করুন, পণ্ডিতজী! ওঃ—

[অবসন্নভাবে ভূতলে শয়ন, ভাস্কর তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া আপনার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ক্ষিপ্রতার সহিত মণিবাঈয়ের ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তক নিজ অঙ্কে স্থাপন করিলেন।]

ভাস্কর। বালক—বালক—কি কর্‌লে তুমি? আমার জন্য নিজের অমূল্য প্রাণ এমন ভাবে বিসর্জ্জন দিলে!

মণি। বেশি কিছু করি নি, পণ্ডিতজী! শুধু একটুখানি কর্ত্তব্য করেছি—ভক্ত তার ইষ্টদেবের জন্য যতটুকু ক'রে থাকে, তার শতাংশের একাংশও করি নি। অস্ত্র ভিক্ষা চেয়েছিলেন—এই নিন্, পণ্ডিতজী, আমার হাতের অস্ত্র; পারেন যদি—এর দ্বারা আত্মরক্ষা করুন। আমার সময় হ'য়ে এসেছে—বিদায় দিন্! আর মারাঠার-কুলগৌরব মহান পণ্ডিতজী—দীন মারাঠাকে এই অন্তিম সময়ে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ করুন—

[ভাস্করের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল]

ভাস্কর। অপরিচিত বন্ধু! এতদিন আমার সাহচর্য্যে থেকেও তুমি তোমার নিজের পরিচয় দাও নি, আজ আমার জন্য আত্মোৎসর্গ ক'রে মরণের তীরে দাঁড়িয়েছ, এখনও কি তুমি আমায় তোমার পরিচয় দিয়ে ধন্য কর্‌বে না, বালক?

মণি। যদি এই দীনদরিদ্র মারাঠার পরিচয় নিতে মহাপ্রাণ পণ্ডিতজীর একান্ত বাসনা থাকে, তবে এ দীন মারাঠা তার ইষ্টদেবের আদেশ আর অমান্য কর্‌বে না। পণ্ডিতজী, যাকে এতদিন মারাঠা-বালক ব'লে ভ্রম ক'রে আস্‌ছিলেন, সে প্রকৃত মারাঠা-বালক নয়—আপনারই চরণ-সেবিকা দাসী মণিবাঈ! ভাগ্যতাড়িতা অভাগিনী আপনার চক্ষে কলঙ্কিনী হ'লেও ঈশ্বরের চক্ষে নিষ্পাপ—নিষ্কলঙ্ক—পবিত্র!

ভাস্কর। মণিবাঈ! আমার আদরিণী নয়নানন্দদায়িনী প্রেমের প্রতিমা মণিবাঈ—তুমি!

মণি। হাঁ, প্রভু—আমি! আর সময় নেই—বিদায়—। মৃত্যু]

ভাস্কর। মণি—মণি—প্রিয়তমে—কথা কও—কথা কও! সব

অশোক—হিম! মণিবাঈ নেই—অভাগিনী আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে—আমিই তার এই অকালমৃত্যুর কারণ। ওঃ—মণি—মণি—প্রিয়তমে; না—না—কাকে ডাক্‌ছি—কে উত্তর দেবে? মণি নেই! আমি তাকে হত্যা করেছি—আমি তাকে হত্যা করেছি! প্রায়শ্চিত্ত চাই—কঠোর প্রায়শ্চিত্ত চাই—বাঙ্গলার বুকের উপর বিরাট্ সংহার-লীলার অবতারণা ক'রে আমার জীবনসর্ব্বস্ব মণিবাঈয়ের অকালমৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে। সংহার—সংহার—সংহার—

[মণিবাঈয়ের মৃতদেহ বক্ষে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

নীচকণ্ঠে গ্রামবাসী পুরুষ, স্ত্রী ও বালকগণের প্রবেশ।

পুঃ-গণ।—

গান।

চল্ ভাই পালাই পালাই এমন পোড়া দেশ ছেড়ে।
জোর যার মুলুক তার, সুধু গরীব ধনে-প্রাণে মরে॥
দিন রাত খেটে-খুটে, জমাই মুখে রক্ত উঠে,
বর্গী সব নিচ্ছে লুটে, মেরে ধ'রে জোর ক'রে॥

স্ত্রীগণ।—ঘুচে গেছে নাওয়া খাওয়া, ভাব্‌ছি কিসে থাকে হাতের নোওয়া,
প্রাণের দায়ে দাঁড়িয়ে পথে আজ বাছাদের হাত ধ'রে॥

বাঃ-গণ।—রাক্কসের নাম শুনেছি, জ্যান্ত মানুষ খায়,
বর্গীরা নয়কো কম, তাদের উপর যায়,
ধ'রে ছেলেপুলে আছ্‌ড়ে মারে, বুড়ো জোয়ান খায় ধ'রে ॥

পুঃ-গণ।—জোর ক'রে আস্‌ছে তেড়ে, লুট্‌ছে নগর গাঁ,
গুড়ুম গুড়ুম ছুট্‌ছে কামান, দেশ জ্বল্‌ছে সাঁ সাঁ,
মানুষ ম'রে হচ্ছে গাদা, রক্তে পথে হচ্ছে কাদা,
সবাই বল্‌ছে বাঁচা দাদা—চল্‌ না রাজার দুয়ারে ॥

স্ত্রীগণ।— নাইকো বিচার শিশু নারী, পাঠাচ্ছে সব যমের বাড়ী,
আমরা নারী আর কি পারি—মরি ঠাকুর-দোরে মাথা খুঁড়ে।

বাঃ-গণ।—আমরা শুধু দেখ্‌ছি চেয়ে বাপের মায়ের চোখে জল,
তাই দেখি আর কেঁদে মরি, আমাদের কি আছে বল্‌,
পেটে আগুন জ্বল্‌ছে সদাই—চারিদিকে নাই-নাই-নাই,
বাকি মোদের গেছে হ'য়ে—ভাব্‌ছি কখন কে মরে ॥

সকলে।—শেষের আশা রাজার ঠাঁই, চল্‌ না একবার ছুটে যাই,
মর্‌তে হয় মরব সেথায়, বাঁচি যদি আস্‌ব ফিরে ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পটমণ্ডপের দরবার।

আলিবর্দ্দী, নেহান খাঁ, মুস্তাফা খাঁ ও মীরজাফর।

আলি। বল কি, মুস্তাফা খাঁ, এ সংবাদ সত্য ?

মুস্তাফা। শোনা কথা হ'লে সত্য মিথ্যা বিচার করা সম্ভবপর; কিন্তু যা স্বচক্ষে দেখেছি, জনাব, তার একবর্ণও মিথ্যা হ'তে পারে না। গুপ্তচরের মুখে সংবাদটা শুনেছিলুম, বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হ'ল না, তাই একবার স্বচক্ষে দেখে এলুম, কি মর্ম্মন্তুদ—কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য সে! মারাঠা-সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত যেন মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকারূপে সংহার-লীলায় অবতীর্ণ! গঙ্গার এক পারে কামান বসিয়ে অপর পার লক্ষ্য ক'রে অবিশ্রান্ত তোপ দাগছে! সম্মুখের গ্রাম, নগর, পল্লী সব ধ্বংস করছে! আগে নারী কিংবা শিশুর উপর কোন অত্যাচার করত না—এমন কি তার অধীনস্থ যে-কোন সৈনিক তার এ আদেশ অমান্ত করেছে, ভাস্কর তখনই তাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছে; কিন্তু এখন আর সে ভাস্কর নেই—তার প্রদীপ্ত রোষানলের সম্মুখে কারও রক্ষা নেই।

আলি। তার এ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কিছু অনুমান করতে পার, মুস্তাফা খাঁ?

মুস্তাফা। শুনেছি, গত যুদ্ধে নাকি তার পত্নী নিহত হয়েছে। পত্নী-শোকেই মারাঠা-সর্দ্দারের এই মস্তিষ্কবিকার!

আলি। তা যেন বুঝলুম, কিন্তু এখন উপায়? কি উপায়ে মারাঠা-দস্যুর এ প্রবল অত্যাচার-স্রোত নিবারিত হ'তে পারে, তা কি একবার

ভেবে দেখেছ, মুস্তাফা খাঁ? কূট-রাজনীতিজ্ঞ সুকৌশলী মীরজাফর খাঁ সাহেব, তুমি কি এর আশু প্রতিকারের কোন উপায় উদ্ভাবন কর্‌তে পার না? নেহান্‌ খাঁ, তুমি কি বল?

নেহান। এর আশু প্রতিকারের উপায়—শঠে শাঠ্যং, ছলে বলে, কলে কৌশলে, যেমন করেই হোক্‌, অত্যাচারীর নিধন ব্যতীত এ অত্যাচারের শেষ হবার কোন উপায় নেই, জনাব!

[নেপথ্যে প্রজাগণের আর্ত্তনাদ]

ঐ শুনুন্‌, জনাব—অত্যাচারপীড়িত দীন প্রজাগণের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার-ধ্বনি! বোধ হয়, তারা নবাব-সকাশে এসেছে—তাদের প্রাণের ব্যথা জানাতে! দীন-দুনিয়ার মালিক আপনি—আশ্রিতরক্ষণ আপনার ধর্ম্ম—আপনার কর্ত্তব্য! নবাব আপনি—সেই ধর্ম্মপালন করুন—অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ ক'রে রাজ্যরক্ষা করুন—প্রজা রক্ষা করুন—রাজধর্ম্ম পালন করুন।

মীর। আমারও ঐ মত্‌, জনাব; অত্যাচারী মারাঠার ধ্বংসসাধন ব্যতীত এ অত্যাচার নিবারণের অন্ত উপায় নেই।

আলি। তোমাদের সকলেরই কি ঐ মত্‌?

মীর। হাঁ—জনাব, আমাদের সকলেরই ঐ মত্‌। ছলে বলে অথবা কৌশলে অত্যাচারী মারাঠা-সর্দ্দারকে হত্যা করা ভিন্ন অন্ত উপায় নেই।

আলি। কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে হ'তে পারে, খাঁ সাহেব? গত যুদ্ধে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও যখন তাকে বন্দী কর্‌তে পার নি, তখন তাকে কৌশলে হত্যা করা কি সহজসাধ্য মনে কর, মীরজাফর?

মীর। আমার মনে হয়, সন্ধির প্রস্তাব ক'রে তাকে শিবিরে আমন্ত্রণ কর্‌লে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হ'তে পারে।

আলি। গতবারের সন্ধি ভঙ্গ ক'রে, তাকে অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে তার মনে যে অবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছি, এখন আবার সন্ধির প্রস্তাব করলে, সে কি তা বিশ্বাস করবে মনে কর, মীরজাফর ?

মীর। যদি নবাব এ যুক্তি সমীচীন মনে করেন, তা' হ'লে বিশ্বাস উৎপাদনের ভার আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি, জনাব !

আলি। কি সর্ত্তে সন্ধির প্রস্তাব করবে ?

মীর। প্রস্তাব করব—আমরা চৌথস্বরূপ বারলক্ষ টাকা ভাস্করকে দিলে তিনি তাঁর সেনাদল নিয়ে বেরারে ফিরে যাবেন, এই সর্ত্তে।

আলি। পার—ভাল ! কিন্তু একজনকে আমন্ত্রণ ক'রে নিজের আয়ত্তের মধ্যে এনে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা কি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, মীরজাফর ?

মীর। জানি—নবাব, এরূপ কার্য্য মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে কথা ভাবলে চলবে না, জনাব ! ধর্ম্ম আচরণে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে—অত্যাচারপীড়িত দীন প্রজাগণকে নৃশংস সয়তানের হাত হ'তে রক্ষা ক'রে রাজধর্ম্ম পালন করতে হবে—রাজার কর্ত্তব্য পালন করতে হবে !

আলি। নেহান খাঁ, মুস্তাফা খাঁ, তোমাদেরও কি ঐ মত ?

নেহান। কর্ত্তব্যের অনুরোধে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় ত দেখতে পাচ্ছি না, জনাব !

মুস্তাফা। দুষ্টের দমন করতে ঐটাই একমাত্র পন্থা, জনাবালি !

আলি। ভাল, মীরজাফর, নেহান খাঁ, মুস্তাফা খাঁ, তোমরাই রাজ্যের ভিত্তিস্তম্ভ—তোমরা যা ভাল বোঝ, তাই কর। [প্রস্থান।

মুস্তাফা। তা' হ'লে সন্ধিপত্রের খসড়া নিয়ে মারাঠা-সর্দ্দারের সঙ্গে আপনিই সাক্ষাৎ করুন, খাঁসাহেব !

মীর। তা আর আমাকে করতে হবে না, খাঁসাহেব; এ প্রস্তাবে নবাব সম্মতি দেবেন জেনেই দহপূর্ব্ব হ'তে আমি উপযুক্ত লোককে সন্ধি-পত্রের খসড়া সহ ভাস্করের কাছে পাঠিয়েছি, এখন তার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে এদিকের ব্যবস্থাটা করতে হবে। কে আছিস্—

রক্ষীর প্রবেশ।

আলিজানকে একবার—না থাক্—আমিই যাচ্ছি—

[অগ্রে মীরজাফর তৎপশ্চাৎ রক্ষীর প্রস্থান।

নেহান। কি কূট-চক্রী এই মীরজাফর আলি খাঁ সাহেব! আপনি কি এই কূট-অভিসন্ধির বিষয় ইতিপূর্ব্বে একটীবারের জন্যও কল্পনা করতে পেরেছিলেন?

মুস্তাফা। আজও পারি নি—কখনও পারব ব'লেও মনে হয় না। মনে পড়ে, নেহান্ খাঁ—আমি একদিন ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলুম যে, মীরজাফর খাঁর ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল—গরিমাময়! আজও সেই কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে বলছি—সত্যই তার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল, আর তার এ সৌভাগ্য সঞ্চারের প্রধান অস্ত্র হবে—তার এই কূটবুদ্ধি!

[উভয়ের প্রস্থান।

অগ্রে গোলাম হোসেন, তৎপশ্চাৎ ভাস্করের প্রবেশ।

গোলাম। আইয়ে—পণ্ডিতজী! আইয়ে—ইধার আইয়ে! ওরে কে আছিস্—পণ্ডিতজীকে আসন দে। তাই ত, কোন বেটা নেই নাকি? তাই ত, আস্কারা পেয়ে বেটারা মাথায় উঠেছে দেখ্ছি! দাঁড়া বেটারা—নবাবকে ব'লে তোদের একবার টের পাওয়াচ্ছি!

[ভাস্করকে বসিবার আসন দিলে, ভাস্কর নিরুদ্বেগে তাহাতে উপবেশন করিলেন।]

আপনি একটু অপেক্ষা করুন, পণ্ডিতজী ; আমি এখনই নবাবকে সংবাদ দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

ভাস্কর। [স্বগত] নবাব বার বার আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তথাপি এবারেও আমি তার সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার শিবিরে এসেছি—মনে এতটুকু দ্বিধা করি নি। জানি না, তার মনে কি আছে! আমার জীবনসর্ব্বস্ব মণির হত্যার প্রতিশোধ নিতে বিরাট্ সংহারলীলার অবতারণা কর্লুম, কিন্তু কৈ, তাতে ত তৃপ্তি পেলুম না—হৃদয়ের শোকাগ্নি ত নির্ব্বাপিত হ'ল না? হৃদয়ের অশান্তি যেন দ্বিগুণ হ'য়ে উঠ্‌ল! অসহ্য জ্বালা—অসহ্য জ্বালা —কিসে এ জ্বালা নিব্‌বে! না—না—কাজ নেই আর অত্যাচার-উৎপীড়নে—হত্যায়! আমি সন্ধি ক'রে বেরারে ফিরে যাব। মণি—মণি—প্রিয়তমে—

মীরজাফরের প্রবেশ।

কে, খাঁসাহেব? নবাব কোথায়?

মীর। সেই কথাই বল্‌তেই আমি এসেছি, পণ্ডিতজী! মানসিক উদ্বেগের আকস্মিক আধিক্যবশতঃ নবাব হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন; তবে তিনি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত।

ভাস্কর। তা' হ'লে আমাদের প্রাপ্য চৌথ্?

গোলামহোসেনের প্রবেশ।

গোলাম। এই যে, পণ্ডিতজী—সেইজন্যই ত—

[ভাস্করের বক্ষে ছুরিকাঘাত]

ভাস্কর। বিশ্বাসঘাতক—সয়তান—ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রকে অস্ত্রাঘাত ক'রে অক্ষতদেহে ফিরে যাবে মনে করেছ, মূর্খ—

[গোলাম হোসেনের কণ্ঠদেশ দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন; অনন্তর তাহার মৃতদেহ দূরে নিক্ষেপ করিয়া আহত ভাস্কর রক্তাক্ত অবসন্ন দেহে ভূপতিত হইলেন।]

বিশ্বাসঘাতক নবাব! মনে করছ, খুব একটা চাতুরী খেল্‌লে; কিন্তু সে কল্পনা মনে স্থান দিয়ো না। কৃতঘ্ন সয়তান! তোমার যে এমনি একটা দুরভিসন্ধি আছে, তা আমি পূর্ব্ব হতেই অনুমান করেছিলুম; তবুও আমি সতর্কতা অবলম্বন না ক'রে এমন নিঃসঙ্গ নিরস্ত্র অবস্থায় কেন এসেছিলুম, তা তুমি জান না—জান্‌বে না—বোঝ না—বুঝ্‌বে না! যে অসহনীয় যন্ত্রণায় আমি দিবানিশি দগ্ধ হচ্ছিলুম, মৃত্যুতে আমার সে জ্বালা নিবে গেল—শত্রু হ'য়ে আজ তুমি আমার বন্ধুর কাজ করলে! তুমি মনে করেছ—আমার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় মারাঠার অত্যাচারের অগ্নি নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেল; কিন্তু তা নয়—নবাব, আমার মৃত্যু অত্যাচারের বিরাট্ অগ্নিরাশির শুধু একটা স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাণ! উঃ—মণি—প্রিয়তমে—যাই—শিব শম্ভো—[মৃত্যু]

[যবনিকা।

গোবিন্দরাম

অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার—কন্‌সাল্টিং ডিটেক্‌টিভ গোবিন্দরাম যেন মন্ত্রবলে সমুদয় কার্য্যোদ্ধার করিতেছেন—তাঁহার নৈপুণ্যে ও কার্য্যকলাপে বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না। অদ্ভুত ক্ষমতা—মনুষ্য-চরিত্রের উপর ক্ষমতাশালী গোবিন্দরামের অলৌকিক অভিজ্ঞতার অখণ্ড প্রভাব! আশ্চর্য্য পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি। লোকের মুখ দেখিয়া তিনি পুস্তকপাঠের ন্যায় সকল কথাই বলিতে পারেন—কারণও দেখাইয়া দেন্। চিত্রশোভিত, মূল্য ১৷৵০ মাত্র।

মৃত্যু-বিভীষিকা

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। সেই সুপ্রবীণ ডিটেক্‌টিভ গোবিন্দরাম—যিনি একটী সামান্য সামগ্রী অবলম্বন করিয়া ঘরে বসিয়া অন্তর্যামীর মত কত শত নিদারুণ রহস্যের সকল গুপ্তকথা বলিয়া দিতে পারেন—যুক্তি দেখাইতে পারেন, এবার তাঁহাকেও এই নন্দনগড়ের রাজ-সংসারের বিরাট্ রহস্য ভেদ করিবার জন্য স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। কে বলিবে - কুটিরবাসিনী সুন্দরী নবদুর্গা সতী কি কলঙ্কিনী? কে বলিবে—পিশাচ-পত্নী মঞ্জুরী, দেবী না দানবী? আর সেই বীরভূমের বিখ্যাত দস্যু হারু ডাকাত ও নর-সয়তান সদানন্দ—উভয়ের লোমহর্ষণ শোচনীয় পরিণামে শিহরিয়া উঠিবেন। [সচিত্র] সুরম্য বাঁধান, মূল্য ৸৵০ মাত্র।

প্রতিজ্ঞা-পালন

ইহা সেই অতুল ক্ষমতাশালী ডিটেক্‌টিভ গোবিন্দরামের বার্দ্ধক্যের এক অভিনব বিচিত্র রহস্যপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। যাঁহারা "গোবিন্দরাম" পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে গোবিন্দরামের অমানুষিক কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ইহাতে গোবিন্দ-রামের পুত্রই মহা বিপন্ন—হত্যাপরাধে অপরাধী—এইখানে প্রতিভাবান্ গোবিন্দরামের প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ ও স্বীয় পুত্রের জীবন-রক্ষার্থ সুকৌশলী ডিটেক্‌টিভ কৃতান্তকুমারের সহিত তাঁহার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কৃতান্তকুমারের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা—নিদারুণ চক্রান্ত—সেই চক্রান্তে চলন্ত বেগবান্ ট্রেণের নাচে—চক্রতলে সরলা লীলাসুন্দরী—দস্যুকবলে সুহাসিনী—তাহার পর ভয়াবহ অগ্নিদাহ—সেই অগ্নিচক্রে ভীষণ পাপের ভীষণ পরিণাম। [সচিত্র] বাঁধান ১৷০ মাত্র।